উচ্চতর মানের ছাত্রছাত্রী ও নাট্যানুরাগী পাঠকসমাজের প্রয়োজনের দিকে অবহিত হইয়া বর্তমান সটীক সংস্করণ প্রকাশ করা হইতেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুভার, কি ভূমিকা অংশে কি টীকা অংশে, কোথাও স্তূপীকৃত করা হয় নাই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাও জ্ঞাতসারে কোথাও বর্জিত হয় নাই। ঋণ-স্বীকারকল্পে উল্লেখযোগ্য যে, গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত সকল মান্য সমালোচনারই সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছি। অনেকের সঙ্গে মতভেদও ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলা বাহুল্য, এ মতভেদ যে মনোভঙ্গের কারণ হইবে না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

ভূমিকা

গিরিশচন্দ্র ও প্রফুল্ল নাটক ঃ

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের দান অসামান্য। তাঁহার জীবৎকাল ইংরাজি ১৮৪৪ হইতে ১৯১১ সাল। তিনি কাব্যোপন্যাসের নাট্যরূপ দান, নাটকের অনুবাদ ও মৌলিক নাট্যরচনা সব মিলিয়া প্রায় একশতখানি নাটক রচনা করিয়া মঞ্চস্থ করেন। একাধারে তিনি নট, নাট্যকার, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যশিক্ষক ও পরিচালক। বাঙালী কোন নাট্যকারেরই রঙ্গালয়ের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এই কারণে সাহিত্যগত বিচারে যেখানে তাঁহার রচনার দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে সেখানেও তাঁহার নাটক প্রভূত পরিমাণে মঞ্চ-সাফল্যের অধিকারী হইয়াছে। তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার যে যশোলাভ ঘটিয়াছে তাহা অন্য কোন বাঙালী নাট্যকারের ভাগ্যে অদ্যাপি ঘটে নাই। কিন্তু যশোলাভের পরিমাণ বিচার করিয়া তাঁহার নাটকের সাহিত্যগত উৎকর্ষ নির্ধারণ করা সমীচীন হইবে না। আধুনিক সমালোচকগণের বিচারে তাঁহার রচনার সাহিত্য-গৌরব ম্লান হইয়া আসিয়াছে। তথাপি গৈরিশ ছন্দ, সাধারণ রঙ্গালয়ের এবং বঙ্গীয় নাট্যভারতীর ঐকান্তিক সেবা তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি বরেণ্য আসন প্রদান করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবনের এক সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পর্ব অতিবাহিত হয় একটি বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। তাহার পূর্ব হইতেই অপেশাদারী নাট্যসমাজে তিনি অভিনয়-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ রঙ্গালয়ের সহিত নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া তিনি অভিনয়দ্বারা

জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন। মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক দর্শকের নিকট পুরাতন হইয়া গেলে 'দায়ে পড়ে' তিনি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের কাব্য তাঁহার হাতে অভিনেয় নাট্যরূপ পরিগ্রহ করে এবং অবশেষে তিনি স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করিতে অগ্রসর হন। ইহারই ফলে প্রায় তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙালীর নাট্যক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসে গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও মহাপুরুষ জীবনমূলক নাটক, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-সংশ্রয়ী রোমান্টিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি রচনা।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবন লইয়া গিরিশচন্দ্র যে নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহার পরিধি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে তৎকালীন বাঙালী সমাজের একাংশের আলেখ্য ও সমস্যা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে প্রফুল্ল নাটকখানি (রচনাকাল ১৮৮৯) তাঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা। অনেকে মনে করেন তাঁহার সমগ্র নাট্য-রচনার মধ্যেই ইহার স্থান সর্বোচ্চে। তাঁহার অন্যান্য সামাজিক নাটক-গুলির মধ্যে হারানিধি, মায়াবসান, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দর্শকের চাহিদা ও রুচির দিকে অবহিত হইতে গিয়া গিরিশচন্দ্র চিরন্তন সাহিত্যের মানদণ্ড উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অজস্র রচনার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক নাটকই সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ। কখনও কখনও একরাত্রির মধ্যে একখানা নাটক আরম্ভ ও শেষ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার রচনার সমালোচনা কালে এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। সাময়িকতার দাবীকে মঞ্চ-সাফল্যের অনুরোধে প্রশ্রয় দিবার ফলে রুচি-বিকার যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে তাঁহার 'পঞ্চরং'গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলি সাহিত্য নামের একান্ত অযোগ্য।

মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রয়াসে এবং প্রাচীন যাত্রাগানে পৌরাণিক নাটকের ভিত্তি গঠিত হইলেও গিরিশচন্দ্রই পৌরাণিক নাটককে বাংলা রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। মহাপুরুষজীবনী অবলম্বনে রচিত তাঁহার নাটকগুলিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্যময় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ গিরিশচন্দ্রের শিল্পিমনকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকে পরিমিত ইতিহাস বোধ অপেক্ষা দেশাত্মবোধের আবেগময় প্রকাশ স্বভাবতঃই সর্বময় হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্পী গিরিশচন্দ্রের হাতের তুলিকাটি একটু মোটা, সূক্ষ্ম আঁচড় তাহাতে বড়ো পড়ে না। তাঁহার চরিত্রগুলির মধ্যে ভালো-মন্দের মিশ্রণ অল্প; যাহারা ভালো তাহারা নিতান্তই ভালো, যাহারা মন্দ তাহারা নিতান্তই মন্দ। সত্যকার নাট্যোচিত দ্বন্দ্ব-সমস্যাও বড়ো নাই। কিন্তু তাঁহার রচনায় সহজ সরল দরাজ প্রাণের নিশ্চিত স্পর্শ সন্দেহাতীত। তিনি বাঙালীর রঙ্গমঞ্চ নিজে নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল একা দীপ জ্বালিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সার্থক নাটক ও সমৃদ্ধ রঙ্গমঞ্চে আজও বাঙালীর দৈন্য ঘুচে নাই কিন্তু তিনি সুচিরকাল আপনক্ষেত্রে বাঙালীর স্মরণীয় হইয়া বিরাজ করিবেন।

নামকরণ ঃ

শ্রুতিসুভগতা ও রুচিকরতা নামকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইলেও বহুর মধ্যে একেকে সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যই যে নামকরণ ব্যাপারে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাটকের নামকরণে ইহার অতিরিক্ত আর একটি দিকে নাট্যকার অবহিত থাকেন। নাটকের কেন্দ্রগত চরিত্র, নাট্যবস্তু অথবা ভাব অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ নাটকের

নামকরণ হইয়া থাকে। সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম পরিচয় এই নামের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া নামকরণ অনেক সময় একান্তভাবে ইঙ্গিতময় হইয়া ওঠে। নামকরণের এই ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনাধর্ম অনেক সময় স্বভাবতঃই দুর্লক্ষ্য ও বিভ্রান্তিকর হইয়া উঠিতে পারে এবং সাধারণতঃ ভাবধর্মী নামকরণের ক্ষেত্রেই ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নাটোল্লিখিত পাত্রগণের একজনকে অবলম্বন করিয়া যেখানে নাটকের নামকরণ হইয়াছে সেখানেও যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে প্রফুল্ল নাটক তাহার উদাহরণ স্থল।

বলা বাহুল্য, প্রফুল্ল এ নাটকের কেন্দ্রগত চরিত্র নয়। তবে তাহার নামে নাটকের নামকরণের সার্থকতা কোথায়? আলোচ্য নাটকের নাট্যবস্তু একটি সম্পন্ন পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিহাস। নাটকের কাহিনীর যেখানে আরম্ভ সেখানে প্রফুল্ল বালিকা বধূ—অনভিজ্ঞা, প্রীতিময়ী, অন্তঃপুরচারিণী। নাটকের অবসান ভাগে সে রূঢ় সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া মানুষ। আরম্ভে সে মাধুর্যময়ী, অন্তে সে শাণিত অসিলতা। আদিতে সে একান্ত অপ্রধান চরিত্র, অন্তে সে ঘটনাস্রোতের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শেষোক্ত ঘটনা কি নাটকের কেন্দ্রগত ঘটনার অন্তর্ভূক্ত? পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয়ে যাদবের হত্যার আয়োজন সুদীর্ঘ ঘটনাশৃঙ্খলের একটি গ্রন্থি এবং অযথা-দীর্ঘ এই শৃঙ্খলের এটি অপরিহার্য গ্রন্থি নয়। যাদবের হত্যার প্রয়াস প্রধানতঃ যাহার উদ্যমে ব্যর্থ হইয়াছে সে প্রফুল্ল। নাট্যকার তাহাকে এখানে নাট্য-ব্যাপারের একান্ত সক্রিয় ভূমিকা অর্পণ করিয়াছেন। কাহিনীর প্রথম পর্বের প্রস্তুতি, স্নেহ-প্রীতি-কল্যাণের মূর্তিমান প্রকাশ এই চরিত্রটি পুরাঙ্গনার ব্রীড়া-সংকোচ-ভীরুতার সমস্ত সংকট সহজ চরিত্র-বলে অতিক্রম করিয়া মুমূর্ষু বালকের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্পের বিবরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে ঘাতকের করাল হস্তের নিষ্পেষণে

মৃত্যুর দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়া, আড়াল হইতেও সাহেবের কাছে যে কথা বলিতে সম্মত হয় নাই, সে অনাত্মীয় অপরিচিত কৌতুহলী লোকচক্ষুর পরুষ-দৃষ্টির সম্মুখে তাহার শেষ বক্তব্যটুকু অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ট্রাজিক নাটকে যে অশুভ নিয়তি জীবন-কক্ষের ছোট বড়ো সমস্ত আলো বিষাক্ত ফুৎকারে একে একে নিভাইয়া দিয়া ঘনায়মান অন্ধকারকে শেষ অঙ্কে নীরন্ধ্র করিয়া তোলে নাট্যকার কখনও তাহাকে যবনিকা-পতনের মুহূর্তে মানবভাগ্যের শেষ পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন না। অমোঘ বহিঃশক্তির প্রচণ্ড অভিঘাতের বিরুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মূঢ় মানুষ যখন দেখে সুদীর্ঘ অক্লান্ত সংগ্রামের পরেও লব্ধব্য দ্রব্য মুষ্টিগত হইল না, অথবা যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সে সমস্ত জীবন পণ করিয়াছিল তাহা ক্ষুদ্র, অন্তঃসারশূন্য, তখন যে রিক্ততার ও ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস তাহার হৃদয়-মন মথিত করিয়া বিনির্গত হয় তাহা জীবনে যতই সত্য হোক নাট্যকার অকরুণ নিয়তির ভ্রূভঙ্গীকে চরম প্রশ্রয় দেন না। জগদ্‌বিধানের কল্যাণময় প্রতিশ্রুতি তিনি শেষ পর্যন্ত বিঘোষিত করেন এবং সামাজিকগণের মনে হয় যে পাপ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় না, সত্য শেষ পর্যন্ত অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যখন ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ওঠে তখন নাট্যকারের কবি-করুণা (Poetic justice) স্নিগ্ধ প্রশান্তির প্রলেপে ব্যথাহত সামাজিক-হৃদয়কে পুনরায় সুস্থ করিয়া তোলে। রুদ্ধবাত কক্ষের সব কয়টি দ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিয়া তিনি পাঁচটি অঙ্ক ধরিয়া যে শিল্প-সামগ্রী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাকে নস্যাৎ করিয়া দেন না; শুধু ঘুলঘুলি দিয়া যে বহির্বিশ্বের আলোক ও বাতাস আসিয়া নব প্রভাতের সূচনা করিয়াছে তাহার প্রতি সামাজিক-গণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আলোচ্য নাটকে অতি যত্নে

একান্ত স্নেহে ও করুণায় নাট্যকার যে চরিত্রটিকে সকল ধূলি-মালিন্য হইতে রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সে আপনার জীবন দান করিয়া মানবচিত্তের দুর্মর কালজয়ী সুস্থ মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়া চক্রান্ত ও আদর্শচ্যুতির শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় পুনরায় সহজ জীবনের নির্মল নিঃশ্বাসবায়ু সঞ্চারিত করিল। এইখানেই প্রফুল্লের নামে নাটকের নামকরণের সার্থকতা। নাটকের নামকরণে নায়ক চরিত্রের দাবী স্বীকার না করিয়া ভাবধর্মের প্রাধান্যই নাট্যকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং নাট্যকারের সহিত আমরা এ বিষয়ে বিবাদের কারণ দেখিতেছি না।

চরিত্র-বিচার

যোগেশ :

প্রফুল্ল নাটকের কেন্দ্রগত চরিত্র যোগেশ। তাহার ও তাহার সমগ্র পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয় নাট্যবস্তু রচনা করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার একটি সম্পন্ন পরিবারের লক্ষ্মীশ্রীর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। উমাসুন্দরী প্রবীণা গৃহিণী; জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বিষয়বাসনাহীন চিত্তে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর চরণসেবায় কাটাইয়া দিবেন বলিয়া তিনি দুর্বল অধমর্ণগণকে ঋণমুক্ত করিয়া যাইবেন। যোগেশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সাধনার ফলে বিমুখ ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহারও ক্লান্তি দূর কল্পে কিছু দিন সস্ত্রীক দেশভ্রমণ করিবার কল্পনা আছে। যাইবার পূর্বে চরিত্রের স্বাভাবিক ঔদার্য-বশে স্বোপার্জিত বিষয় ভ্রাতৃগণের নামে চিহ্নিত-নামা করিয়া এবং অন্যান্য ভাবে

সমাজসেবার কর্মে অর্থদান করিয়া যাইবার সংকল্প আছে। অকস্মাৎ পীতাম্বর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল। 'সাজানো বাগানে' বজ্রাঘাত হইল। বিস্মৃতির মধ্যে অন্তরের হাহাকার ডুবাইয়া দিতে পানাভ্যস্ত যোগেশ বেপরওয়াভাবে মদ্যপান আরম্ভ করিল এবং রমেশ মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়া সমুদয় বিষয় হস্তগত করিবার যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল তাহার ফলে সংসার শ্মশান হইল। নাটকে যোগেশের আদর্শচ্যুতি, রমেশের নৃশংসতা এবং এই উভয়ের ভয়াবহ পরিণাম দৃশ্যের পর দৃশ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। রমেশের চক্রান্তের ফলে প্রতিকূল ভাগ্যের অভিঘাতে এবং তাহার আপন অন্তর্দ্বন্দ্বে যোগেশের অন্তরপুরুষের যে প্রতিক্রিয়া তাহার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই গৃহস্বামী যোগেশের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার। সে নাকি মূর্তিমান পুরুষকার। তাহার নিজের উক্তিতে, রমেশের উক্তিতে, জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর উক্তিতে যোগেশের সুদীর্ঘ অক্লান্ত বিষয়-সাধনার ও সাফল্যের যে ইতিহাস প্রকাশমান তাহাতে যোগেশ সম্পর্কে সামাজিকগণের মনে যে শ্রদ্ধা জাগে, তাহার স্বোপার্জিত-সম্পত্তি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাজনের অভিপ্রায়ে, মায়ের প্রতি সেবা-ভাবের প্রকাশে, দরিদ্রসেবার উদ্দেশ্যে দানক্রিয়াদির সংকল্পে তাহা সুদৃঢ় হয়। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যোগেশের দ্বিশবৎসর-ব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসের কোন অংশ নাট্যবস্তুর অন্তর্গত করা হয় নাই, উহা সংলাপ-নির্ভর সংবাদ মাত্র, যোগেশ চরিত্র গড়িয়া তুলিবার পক্ষে উহা ভিত্তি মাত্র। এই তথ্যের সমর্থন যোগেশের প্রস্তাবিত দানক্রিয়া, মাতৃভক্তি প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। যোগেশ সম্পর্কে সামাজিকবর্গের চিত্তে এই যে সংস্কার গড়িয়া তোলা হইল ইহার আলোকে তাহার নাট্যবিষয়ীভূত পরবর্তী জীবন বিচার করিতে

হইবে। সমুন্নতির যে শিখর হইতে পতন সামাজিক-চিত্তে ভীতি ও করুণার সৃষ্টি করে, নাট্যকার সেখানে তাহাকে আরূঢ় করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার সংবাদ মাত্রে সে যখন নিমজ্জমান সংসার-তরণীর হাল ছাড়িয়া দিয়া সুরার নিকট আত্মবিক্রয় করিল তখন সামাজিক-চিত্তে বিস্ময়ের প্রবল আঘাত বাজিলেও যোগেশ-চরিত্রের পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া অন্তরের সহানুভূতি হইতে তাহাকে মুহূর্তেই সামাজিকগণ বঞ্চিত করিলেন না, তাহার পুরুষকারের প্রতিশ্রুতি অভিলষিত সম্ভাবনা লইয়া দৃশ্যান্তরে সার্থক হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া কৌতূহলোদ্বেগ বহন করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যোগেশের বহুবিশ্রুত পুরুষকার তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। যোগেশ সেই প্রথম পদস্খলনের পরে আর আত্মস্থ হইল না। যেটুকু সক্রিয়তা অনায়াসে প্রতিকূল ভাগ্যের স্রোতকে ফিরাইতে পারিত সেটুকুও সে অবলম্বন করিল না।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়া ছাড়া অন্যতর সংকট ও সমস্যা নাট্যকার যোগেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যে-যোগেশ সত্যবাদী ও 'বাঙালীর আদর্শ' ছিল (২য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্যে যোগেশের উক্তি) আজ উত্তমর্ণগণ তাহার সাধুতায় সন্দিহান,—সুনাম বিপন্ন, রমেশ মদ্যপান করাইয়া বিষয় হস্তান্তরের পক্ষে দস্তখৎ করাইয়া লইল, সুরেশ চোর অপবাদে ধরা পড়িল—একাকী ক্লান্ত প্রৌঢ় যৌবনের শক্তি লইয়া নবীন উদ্যমে প্রতিকূল দৈবের সহিত প্রতিস্পর্ধা করিয়া তাহার এই বহুমুখী অস্ত্রের অভিঘাত প্রতিহত করিবে কেমন করিয়া? 'চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!'—এই নিষ্ফলোদ্যম চিন্তা পুরুষকারের

লেশ মাত্র প্রকাশকে পরাহত করিয়া নাটকে তাহার পূর্ববর্তী কর্মময় জীবনের লভ্য সহানুভূতি হইতে তাহাকে চিরবঞ্চিত করিয়াছে এবং সাধারণ নীতিহীন ঘৃণ্য নিষ্ঠুর মাতালের ভূমিকায় তাহার অবিচল অভিনয় সামাজিকগণের সহানুভূতিকে জুগুপ্সা ও বিদ্বেষে পরিণত করিয়াছে। ক্ষুধার্ত যাদবের হাত মুচড়াইয়া পয়সা কাড়িয়া নেওয়া এবং পদাঘাতে জ্ঞানদার মৃত্যু সংঘটনের মত অকারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া দর্শকের চিত্তে করুণ রস উদ্রেকের ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা যে করুণা ও ভীতির অনুভব ট্রাজিডির চারিত্রিক লক্ষণ তাহা হইতে চরিত্রটিকে নাট্যকার এত দূরে আকর্ষণ করিয়াছেন যে সামাজিকগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং চিত্তবৃত্তি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে শ্রব্যকাব্যের অপেক্ষা নাটকের সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য। দর্শকের প্রতীতি উৎপাদন ও আদর্শ নাটকীয় ভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যকারকে নাট্যবস্তুর উপস্থাপনা ও চরিত্র সৃষ্টির প্রসঙ্গে দর্শক চিত্তের কী, কেন প্রশ্নগুলির বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিয়া চলিতে হয়। যোগেশ চরিত্র সৃষ্টি এদিক হইতে বড়োই দুর্বল। সমালোচকগণ বলিয়াছেন, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সর্বস্ব একটি মাত্র বেসরকারী ব্যাঙ্কে জমা না রাখিয়া পৃথক পৃথক ব্যাঙ্কে জমা রাখিল না কেন? ব্যবসায়ের খরচ ও উত্তমর্ণ যেমন থাকে, জমার অঙ্ক এবং অধমর্ণের হিসাবও থাকে,—নাটকে দুইটিরই উল্লেখ নাই কেন? ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু সৎ অসৎ চরিত্রের সহিত মেলামেশা করিয়া লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন যাহার পক্ষে স্বাভাবিক সে তাহার সহোদর রমেশকে চেনে না কেন? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া যাহাকে মদের পয়সা যোগাড় করিতে হয়, সে পীতাম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়া পয়সা সংগ্রহের দরাজ পথটা না খুঁজিয়া ঘড়ি-চেন বিসর্জন দিবার কানা গলি ধরিল কেন? নাটকে এ প্রশ্নগুলির কোন

সদুত্তর নাই ; এবং নাই বলিয়াই যোগেশের 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' সামাজিকগণের চিত্তে কোন প্রতিধ্বনি তোলে না।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যোগেশকে ট্রাজিডির নায়কের উপযুক্ত সমস্যার সম্মুখীন করা হইয়াছে। সমস্যা ব্যতীত নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয় না এবং দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ ভালো-মন্দের সাধারণ বৈপরীত্যে নয়, যাহা যুক্তি-ন্যায়-সত্য-ধর্মের গৌরবে সমান বরণীয় তাহাদের মধ্যে একটির গ্রহণের ফলে যখন অপরগুলি প্রত্যাখ্যাত হয় তখন জীবনে যে প্রচণ্ড আঘাত বাজে তাহার মধ্যেই ট্রাজেডির আদর্শ স্বরূপ প্রকাশ লাভ করে। নাট্যকার বিপরীতমুখী কর্তব্য-পন্থার সম্মুখে যোগেশকে স্থাপন করিয়াছেন. "আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্যা। মার অনুরোধ ; স্ত্রীর অনুরোধ ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক !"—গভীর মর্মক্ষোভ, প্রচণ্ড অভিমান তাহার এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। যে রমেশের চক্রান্তে তাহার এই ভাগ্যবিপর্যয় তাহার অপরাধও যে যোগেশের পক্ষে অসহ এই সঙ্গে সে কথা স্মরণ করিয়া যোগেশের প্রতি সহানুভূতিতে দর্শক-চিত্ত পূর্ণ হইয়া আসিবে। কিন্তু এই সহানুভূতিকে নাট্যকার স্থায়ী করিতে পারেন নাই। যে-মানুষ জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রথম ঝাপটায়ই হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে তাহার প্রতি সহানুভূতি সঞ্চার দুরূহ কাজ।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক যোগেশের বাক্-সর্বস্বতার চরম উদাহরণ স্থল। সে উমাসুন্দরীর বা জ্ঞানদার বা পীতাম্বরের যুক্তি শুনিবে না, সে আত্মস্থ হইবে না। সুনামের প্রতি মাত্রাহীন আকর্ষণের ভূত তাহার উপর ভর করিয়াছে। সে বুঝিবে না যে তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বাপেক্ষা বড় চক্রী সে নিজে, অপরে নয়।

কিন্তু এই গর্ভাঙ্কে চরিত্রাভিনেতাকে অভিনয়ের সর্বাপেক্ষা বড়

সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিকে সংলাপের শুধু সূত্রগুলি যোগাইবার জন্য মঞ্চস্থ করা হইয়াছে এবং পাদ-প্রদীপের সমস্তটুকু আলো নিঃশেষে যোগেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অভিনয়-ক্ষমতার গুণে নট এখানে তাহার বিচিত্র অভিনয়োপযোগী উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া প্রেক্ষাগারে সমুপাগত দর্শকবৃন্দকে বিস্মৃত করিয়া দিতে পারেন যে, কানে যাহা আসিতেছে তাহার সবটাই সত্য নয়; সামাজিকগণের মনে এ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে তীব্র মর্মাঘাতের ফলেই এই সত্যাশ্রয়ী মানুষটা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার যে ক্ষয-ক্ষতি বুক চিরিয়া প্রকাশ করিবার নয়, উমাসুন্দরী-জ্ঞানদা-পীতাম্বর তাহাদের কল্পনা ও অনুভূতির দৈন্যে তাহা বৃথাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। মঞ্চাভিনয় এমন একটি সৃষ্টিধর্মী শিল্প যে সে সব সময় নাটকের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। ইহা শুধু নাটকের প্রাণবান্ ভাষ্য নয়। শক্তিমান অভিনেতা-ও স্রষ্টা। সে অনেক সময় নিষ্প্রাণ নাটকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে এবং নাট্যকারকে অতিক্রম করিয়া যায়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে মঞ্চাভিনেতা ও মঞ্চাভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র নূতন করিয়া এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করিতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন।

রমেশ :

যোগেশের বিরুদ্ধে যদি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ, তবে রমেশের বিরুদ্ধে অতি-সক্রিয়তার অভিযোগ আনা যাইতে পারে। রমেশের সমস্ত কর্মপ্রেরণার একটি মাত্র উৎস,—বিষয়-বাসনা। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার দুঃসংবাদে অপ্রকৃতিস্থ-প্রায় যোগেশকে সামলাইবার জন্য ডাক পড়িল রমেশের—যে-রমেশ সমস্ত পরিবারটির ভরাডুবি ঘটাইবে। সেই হইতে নাটকের সর্বত্র সমস্ত

দানবীয় শক্তি ও মতলব নিয়া আবির্ভূত এই লোকটি শঠতা, চৌর্য ও হত্যার কোনটিতেই কদাপি পিছাইয়া পড়ে নাই। তাহার ভাগ্যে তাহার দক্ষিণে ও বামে জগমণি ও কাঙ্গালীচরণ আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিতেছে।

যোগেশকে আমরা নেপথ্যবর্তী তাহার পূর্বজীবনের পরিচয়ের আলোকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলাম, রমেশের পূর্ব-পরিচয় নাই। সে স্বয়ংপ্রকাশ কৃতকর্মা পুরুষ। লক্ষ্যে সে অবিচল, কর্মে সে একনিষ্ঠ, ভাবাবেগের বাষ্পমাত্র তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইবার সময় পায় নাই। উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহজতম পথটাই তাহার পক্ষে প্রকৃষ্টপন্থা; আদর্শ, সত্য, ধর্ম, ন্যায়, দুর্বল হৃদয়বৃত্তি—এ সকল আবর্জনা তাহার পথকে কোথাও দুস্তর করিয়া দেখা দেয় নাই, সে পুরাপুরি উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ, ভাগ্যাকুল স্মৃতিসম্বল সুনামভীরু স্ববিবশপ্রায় যোগেশের প্রাণচঞ্চল বিপরীত পিঠ। পিতৃসুলভ স্নেহে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে তাহার সর্বনাশে তাহার সমস্ত পুরুষকার ব্যয়িত হইয়াছে, ছোট ভাইকে সে জেলে দিয়াছে, যার উন্মাদ দশার সে মূলীভূত কারণ, মাদবের প্রাণবিনাশের ভয়াবহ চেষ্টায় সে ব্যাপৃত, স্ত্রীকে সে গলাটিপিয়া মারিয়া ফেলিল। জ্ঞানদা তাহার সম্পর্কে বলিতেছে—'এ ঠাকুর নয়।' প্রফুল্ল মৃত্যুকালে বলিতেছে, 'তুমি বড় অভাগা--সংসারে কাকেও কখন আপনার করনি।' সে যে কাহাকেও কখন আপনার করে নাই, তাহার চরিত্রে যে কোথাও সাধারণ মানুষের হৃদয়টা অনাবৃত হইয়া মানব-সুলভ দ্বিধা সংশয় ভয় করুণা প্রভৃতি কোন দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় নাই, ইহাই এই চরিত্রটির সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ।

মানুষের স্বভাবের যে পথ দিয়া স্নেহ করুণা প্রভৃতি বৃত্তি প্রকাশ খোঁজে সন্তান তাহার অন্যতম। রমেশ নিঃসন্তান। [প্রসঙ্গ-

ক্রমে উল্লেখযোগ্য কাঙ্গালীচরণ—জগমণি নিঃসন্তান।] স্ত্রীর সঙ্গে তাহার সংলাপে কোথাও তাহাকে কোন দুর্বলতা—কোমলতার অধীন দেখান হয় নাই। স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বয়সের ভেদও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় (টীকা ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। তাহার বাগানবাড়ির প্রতি আকর্ষণও একবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে রমেশের প্রতি প্রফুল্লের 'তুমি কার জন্য এ সর্বনাশ ক'চ্চো?' ইত্যাদি কথাগুলি শুধু প্রফুল্লের নয় সামাজিকগণেরই জিজ্ঞাস্য। নাট্যকার এই দায় স্বীকার করিতে গেলেন কেন?

প্রফুল্ল নাটকের এই চরিত্রটির সঙ্গে সমাজ-জীবনের পাতালপুরী হইতে আহৃত অপর দুইটি চরিত্র জগমণি ও কাঙ্গালীচরণ নাটকের এতখানি জায়গা অধিকার করিয়া আছে, এত বিস্তারিতভাবে তাহাদের ক্রিয়া কলাপ মঞ্চে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহারা যোগেশের সর্বনাশ সাধনের যন্ত্রী হিসাবেই শুধু আত্মপ্রকাশ করে নাই। মানব-চিত্তের অন্তর্গূঢ় অপরাধবৃত্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থনের ভিত্তিতে অপরাধমূলক কাহিনী নাটকে উপন্যাসে স্থান পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর রচনাকে সমালোচক যতই রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় বলিয়া রায় দিন না কেন, সাধারণ পাঠক ও দর্শকের রুচিতে তাহার অভ্যর্থনা সুনিশ্চিত। লোকরুচির সমর্থনে রোমহর্ষণ কাহিনীর রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অভিযানের একটি দৃষ্টান্ত এই আলোচ্য নাটকখানি। এই শ্রেণীর কাহিনীর আকর্ষণ প্রধানতঃ প্রতিদিনকার নিস্তরঙ্গ বর্ণহীন গতানুগতিকতার মধ্যে ভদ্রজীবনের অভিজ্ঞতার অগোচর চরিত্রের ও ঘটনার ভয়াল-মধুর উপস্থাপনায়। নাট্যকার এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে রসসৃষ্টির প্রয়াস ক্লিষ্ট হইয়াছে। খল-চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ সমাজ-

বিরোধী চিন্তা ও কর্মের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন মানবোচিত বৃত্তিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সাহিত্যিক আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষের সহিত তাহার সগোত্রতা আবিষ্কার করিয়া তিনি সাহিত্যের জগতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। যে চরিত্রের এই নৈতিক সমুদ্ধার ঘটে না তাহাকে লইয়া সাহিত্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আবার এই সমুদ্ধারের প্রয়াসে সাহিত্যিক যখন প্রচারবাদী হইয়া ওঠেন তখনও রসসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার পূর্বোক্ত ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়াছেন।

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণ :

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণ সমাজসীমানের পাতালপুরীর অধিবাসী। জহুরী যেমন জহর চেনে তেমনি রমেশ এই দম্পতীকে আবিষ্কার করিয়াছে। কাঙ্গালীচরণের তখন কলিকাতায় অজ্ঞাতবাস পর্ব চলিতেছে। রাণাঘাটে এক জালিয়াতির ব্যাপারের পরে তাহাকে কাঙ্গালীচরণ নাম মুছিয়া ফেলিয়া হরিহর নামের আবরণে গা-ঢাকা দিতে হইয়াছে। সে যে একজন অতি মহাশয় ব্যক্তি, জালিয়াতির মামলার কাগজপত্র দেখিয়া রমেশের সে ধারণা জন্মায়। **Blackmail**-এর ভয় দেখাইয়া এবং আপন গুণগ্রামের আভাস দিয়া রমেশ তাহাকে দলে টানে। পীতাম্বরকে উৎকোচের লোভ দেখাইয়া যোগেশের পক্ষ সমর্থনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাহার গ্রামের জ্ঞাতিকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া মিথ্যা মামলা রুজু করিয়া তাহাকে স্বগ্রামে নির্বাসিত করা, ডাক্তার বেশে যোগেশকে মদ্যপানের ব্যবস্থা দিয়া, টাকাচুরির মিথ্যা অভিযোগে সুরেশকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়া, যাদবকে নির্যাতিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, বিষয় বেনামী করার প্রয়োজনে জাল মল্লুক চাঁদকে হাজির করিয়া

কাঙ্গালীচরণ ওরফে হরিহর যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছে তাহাতে সে যে সত্যই "মহাশয়" ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তথাপি যাদবকে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহার একটু সংশয় ছিল, রমেশ-জগমণির আগ্রহে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। এত করিয়াও সে জগমণির অকুণ্ঠ প্রশংসা পায় নাই। এত সত্ত্বেও কাঙ্গালীচরণ নয়. জগমণির 'কতক যুগ্যি রমেশ'—একথা যে-দিন কাঙ্গালীচরণকে শুনিতে হইয়াছিল সে-দিন তাহার মানসিক অবস্থা কী রকম হইয়াছিল নাট্যকার তাহার কোন আভাস দেন নাই। 'আ মুখ্যু, আ মুখ্যু,' 'তুই ভারি গাধা', 'তোর মত গাধা শূওর' —ইত্যাদির অপেক্ষা সে-দিনকার এই স্পষ্ট ভাষণ বেচারির অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য হইয়া থাকিবে।

(কাঙ্গালীচরণ দরিদ্র। 'ডিস্পেনসারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক করে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই।' এই 'আরো আরো সব কার্যের' মধ্যে সে খ্যাম্টা-নাচের সভায় আগত ভদ্র সন্তানের সমাজ বিগর্হিত বিলাসের মাশুল যোগাইবার অর্থ ধার দেয়। 'একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে' এই মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার মেলে। যে-রাজ্যের যে নিয়ম।

কাঙ্গালীর বয়স হইয়াছে সুরেশ-রমেশের সে 'খুড়ো'। বয়সের অভিজ্ঞতার ছাপ তাহার কাজের মধ্যে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য জগমণির কাছে সে বালক মাত্র।

কাঙ্গালীচরণের ভদ্রসমাজের লোকের সঙ্গে ভদ্রভাষায় কথা বলার দুঃসাধ্য প্রয়াস কয়েক মিনিটের অধিক স্থায়ী হইতে পারে নাই (টীকা দ্রষ্টব্য)। মুখোশটা একটু নাড়াচাড়ায়ই খসিয়া পড়িয়াছে।

রমেশ কাঙ্গালীচরণকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এরাজ্যে সে বহুদিনের নাগরিক, সে শুধু যন্ত্ররূপেই পরিচালিত হয় নাই। রমেশকে সে বুদ্ধি যোগাইয়াছে, কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়াছে। পীতাম্বরকে নিরস্ত করার বুদ্ধি তাহারই।

ধরা পড়িয়া সে বিনা প্রতিবাদে বিনা আস্ফালনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পুলিশ যে অরসিক সে প্রমাণ সে ইতঃপূর্বে আরও পাইয়া থাকিবে মনে হয়। রমেশের তাহা জানা ছিল না।

জগমণি ঃ

জগমণি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় চরিত্র। এই অদ্বিতীয়ত্বের পরিচয় তাহার চেহারায়, কাজে, কথায়। তাহাকে 'রূপসী', 'বিদ্যাধরী' প্রভৃতি সম্বোধনে সুভাষিত অলঙ্কারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। জ্ঞানদা তাহাকে নারীবেশী পুরুষ মনে করিয়াছে। এ-হেন জগমণি আবার যখন শিবনাথ সম্পর্কে বলে, 'আলাপ হয়েছিল, আমায় পছন্দও করেছিল' তখন সামাজিকগণের পক্ষে ব্যাপারটি যে কিছু উপভোগ্য হয় তাহা বলা বাহুল্য। ডাক্তারের দৃষ্টিতে সে 'Monster of ugliness'.

নিশ্চয়ই শহরের নিষিদ্ধ অঞ্চলে কোন অশুভক্ষণে জগমণির আদর্শটিকে গিরিশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নাটকে তাহাকে স্থান দিবার সময় তাহার উপর কতটা রং চড়াইয়াছেন বলা শক্ত। তবে বাংলা সাহিত্যে তাহার যে আজ পর্যন্ত অনুকরণ হয় নাই ইহাতেই চরিত্রটির গৌরব (?) বোঝা যাইবে। পুরুষ-চরিত্রে রুক্ষতা ও হিংস্রতা, যে ভাবে মানাইয়া যায় নারী-চরিত্রে ঠিক তেমনটি মানায় না। কপটতা, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি শুধু নয় যাদবের হত্যাপ্রয়াসের পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠান ব্যাপারে সেই নায়িকা। রমেশের

যত লোকও যখন বলিয়া উঠিয়াছে, 'দাও, একটু জল দাও' তখন জগমণির ত্বরিত প্রত্যুক্তি 'না, না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।' রমেশ চরিত্রে বোধ হয় কোমলতার প্রমাণ ওই একটি মাত্র উক্তি। জগমণির চরিত্রে শুধুই অন্ধকার, আলোকের ক্ষীণতম রশ্মির চকিত আভাসও সেখানে বিরল।

জগমণি অশিক্ষিতা কিন্তু একান্ত সপ্রতিভ। সে ডাক্তারবাবুর 'কম্পাউণ্ড'। রমেশ যখন মেয়েমানুষ কম্পাউণ্ডার শুনিয়া হতবাক্ তখন তাহার 'ওমা, তাও ত বটে' আজও অপরাজিত।

কাজের জগতে সে অভ্রান্ত। রমেশকে সে এক নজরে সমশ্রেণীর বলিয়া চিনিয়াছে। বাঈ-নাচের সভার সে-ই মধ্যমণি। মদন ঘোষকে দিয়া দলিল চুরি করান ও যাদবকে ধরিয়া আনান, বিষ-প্রয়োগের অপরাধ মদন ঘোষের উপর চাপাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখা,—এ সকলই জগমণির কৃতিত্ব। রমেশের প্রশংসাপত্রখানি উদ্ধারযোগ্য। "তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী করে দাদাকে ওয়ারিন ধরান, আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না।" রমেশকে শুভার্থিনী জগমণির হিতোপদেশ 'রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও।' ভুল পথে সে কখনও একটি পদক্ষেপও করে নাই, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সে যোগেশের মদের টাকা বন্ধ করিতে রমেশকে পরামর্শ দিতেছে যাহাতে জ্ঞানদার হাতের বাড়ি-বিক্রীর টাকায় টান পড়ে, পরের দৃশ্যেই দেখিতেছি জ্ঞানদার কুটীরে যোগেশের আবির্ভাব, জ্ঞানদাকে পদাঘাত করিয়া গলা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া টাকার বাক্স লইয়া সে উধাও হইল।

মানুষ-সুলভ ভুল-ভ্রান্তির সে অতীত, নারী-সুলভ কোমলতা তাহার অপরিজ্ঞাত। সে এক মূর্তিমতী বিভীষিকা। বস্তুতঃ রমেশ, কাঙ্গালী

ও জগমণির আলেখ্য অঙ্কনে চিত্রকরের তুলিকা একটিমাত্র রঙের ব্যবহার জানে,—ঘনকৃষ্ণ মসীবর্ণ এই আলেখ্যে সাদা আঁচড় একটিও নাই। চরিত্রগুলি অতি সক্রিয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি নাই। তাহারা নাটকের প্রথমে যেমন আছে নাটকের শেষেও তেমনি। চরিত্রগুলি ছাঁচে-ঢালা। তাহাদের সম্পর্কে সামাজিকগণের কোন আশা পূর্ণ হইবার নয়, কোন নূতন সম্ভাবনার স্ফুরণ তাহাদের মধ্যে দেখা দিবার নাই, কোনো নূতন কৌতূহল তাহাদের সম্বন্ধে পোষণ করিবার নাই বরং তাহাদের আবির্ভাব কোন নারকীয় অপচেষ্টার দ্বার খুলিয়া দিবে সেই আতঙ্কই সামাজিকগণকে অভিভূত করিয়া ফেলে। জগমণির জীবনের এক আক্ষেপ, সে কেন পুরুষ হয় নাই, তাহা হইলে তাহার চিন্তা ও কর্মক্ষমতা বিচিত্র সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে যে দৃশ্যে সে উমাসুন্দরীকে সুরেশের জেলের খবর পরিবেশন করিয়াছে সে দৃশ্যটি হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম। এ একান্তভাবেই নারীর কাজ। দৃশ্যটির পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের যে অংশে রোহিণী ভ্রমরকে এক-গা গিল্টিকরা অলঙ্কার দেখাইয়া উহা গোবিন্দলালের দান বলিয়া প্রচার করিতে গিয়াছে সেই অংশের কথা দর্শকের মনে পড়িতে পারে। দৃশ্যটিতে জগমণির ভূমিকাই মুখ্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতে গেলে দৃশ্যটির নাটকীয়ত্ব অবিসংবাদিত।

মদন ঘোষ ঃ

নাট্যকার প্রদত্ত চরিত্রলিপিতে মদন ঘোষের পরিচয়, সে 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো।' আর সকলে তাহাকে যেমন জানুক উমাসুন্দরীর চোখে সে 'পাগল নয়, অমনি পাগ্লামো করে বেড়ায়।' তিনি বলেন 'ও সব লোক কি ধরা দেয়!' যোগেশ উমাসুন্দরীর এই

মনোভাবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছে, 'ঐ যে ওঁকে মাদুলি দিয়েছিল, তারপর আমরা হয়েছি।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, মদন ঘোষের উপর মহাপুরুষত্বের আরোপ উমাসুন্দরী উপযুক্ত কারণেই করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকগণকে তো মদন ঘোষ মাদুলী দেয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন ইহাকে মহাপুরুষ বলিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতগ্রন্থে দেখিতেছি, তাঁহার এমন সব জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সহিত যোগাযোগ ঘটিয়াছিল যাঁহারা আস্তাকুড় হইতে ভুক্তাবশেষ কুড়াইয়া খাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বাহিরের লোক তাঁহাদের পাছে তপোবিঘ্ন ঘটায় এই কারণে তাঁহারা আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন এবং তাঁহাদের স্বরূপ অনুমান করিয়া ঐহিক সম্পদলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে কেহ অনুসরণ করিলে লোষ্ট্রখণ্ড লইয়া তাড়া করিতেন। ইঁহারা কেহ বংশরক্ষার্থ যত্র তত্র দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছেন, অথবা বাক্স ভাঙিয়া দলিল চুরি করিবার মত মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথবা পথ হইতে কাহারও ছেলে চুরি করিয়াছেন এবং এতাদৃশ কর্মের পরও মহাপুরুষত্বের দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এরূপ কথা কদাপি কেহ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত।

'আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল'—এই বাক্যটি লইয়া নাটকে তাহার আবির্ভাব এবং বাক্যটিকে কেন্দ্র করিয়া নাটকে হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টিতে সে কয়েকটি দৃশ্যে কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে সে অবান্তর হইয়া নাই, কাহিনীর বিবর্তনের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে সে অন্বিত। নাট্যকারের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু 'বংশটা লোপ হ'ল' কথাটির অন্যতর সার্থকতা আছে। যোগেশের সর্বনাশ পুরাপুরি ঘটিত যাদবের মৃত্যুতে; শেষ পর্যন্ত কোন ক্রমে বংশ লোপ নিবারিত হইল এবং মদন ঘোষের বহু আবৃত্ত

বাক্যটির অন্তর্গূঢ় irony কোথায় তাহা বোঝা গেল। কিন্তু চরিত্রটি প্রথম হইতেই সামাজিকগণের যে স্থূল রসবোধের প্রশ্রয়ের ভরসায় কল্পিত তাহা উচ্চাঙ্গের বলিয়া সংবর্ধিত হইবার যোগ্য নহে।

মদন ঘোষকে শুধুই পাগল বলিয়া উপেক্ষা করা কঠিন। নাটকের ঘটনা পরম্পরায় তাহার যে আলেখ্যখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে স্থূলবুদ্ধি, স্থূলরুচি, ভীরু, কপট, তস্কর—সব কয়টি আখ্যায় বিভূষিত করা যাইতে পারে। সে যে রোজ রাত্রে যাদবকে দুধ খাওয়াইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লকে জানালা ভাঙ্গিয়া পথ দেখাইয়া আনিয়াছে ও যাদবকে পারাভস্ম দিয়াছে, সে যে উদাত্ত কণ্ঠে 'জমাদার, আর তোমায় ভয় করিনি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করিনি; চাপরাশি, আর তোমায় ভয় করিনি' আবৃত্তি করিয়া প্রেক্ষাগার কম্পিত করিয়া দর্শকগণের হাততালির অপেক্ষা করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্রের কথঞ্চিৎ শেষ রক্ষা হইলেও তাহার পূর্ব-পরিচিত স্বরূপ এবং আকস্মিক অতিনাটকীয়তা ঢাকা পড়ে নাই। [চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কের টীকা অংশে এই চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।]

<u>সুরেশ</u> :

নাট্যোল্লিখিত তিন ভ্রাতার মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যাহার চরিত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে সে সুরেশ। রমেশ পরিবর্তন-হীন, যোগেশের পরিবর্তন অনেকটা যুক্তিহীন এবং যে জীবন হইতে পরিবর্তন সে জীবন মুখ্যতঃ নেপথ্যবর্তী। কিন্তু সুরেশের চরিত্রে পরিবর্তনোপযোগী দ্রব-ভাব নাট্যকার প্রথমেই সূচিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পন্ন পরিবারের এই বিপথগামী তরুণটির বিপথগামিতার চিত্র নাট্যকার প্রথমেই যখন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন সেখানেই জনকোপম অগ্রজের প্রতি তাহার অন্তরের অকপট ভক্তি ও ভালবাসা নিঃসংশয়ে প্রকাশ

যাইয়াছে। সে নিজে বেপরওয়া, আপাত সুবিধার অনুরোধে ভবিষ্যৎ বিকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু দাদার সর্বনাশ সে ঘটিতে দিবে না, কারণ এমন দাদা কারুর হবে না।' (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

রমেশকে সে প্রথম দিকে চেনে নাই। প্রফুল্লকে ঠকাইয়া মাকড়ি নিয়া যাইবার সময় পত্রযোগে রমেশকে ব্যাপারটা জানাইয়াছে। ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে।' কঠিন আঘাতের ফলে তাহার চোখ খুলিয়াছে। জেলে রমেশ ও কাঙ্গালীচরণের উপস্থিতি ও বিষয় হস্তান্তরণের দলিলে তাহাকে সই করাইতে রমেশের আগ্রহে সে রমেশের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। এই দৃশ্যে রমেশের প্রতি তাহার সরল চিত্তের সমস্ত ক্রোধ একটি স্মরণীয় বিদ্যুদ্‌গর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে—'তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।'

সুরেশের চরিত্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কাহিনীতে বাঞ্ছিত জটিলতার সঞ্চার। *তাহাকে জেলে পাঠাইবার নাটকীয় সার্থকতা বহুমুখী।* যোগেশের সমস্যা জটিলতর করা, উমাসুন্দরীর চিত্তবৈকল্য সাধন, জ্ঞানদা-প্রফুল্লকে বিচলিত করা, যোগেশের সমস্যা সমাধানের দিকে পীতাম্বরের আকৃষ্ট মনকে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করা। তাহাকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া যাহাতে সে বিষয় হস্তান্তরণপত্রে দস্তখত করিতে বাধ্য হয় সেই চেষ্টা করা এবং যোগেশের সহায়তায় সে অগ্রসর না হইতে পারে সে জন্য তাহাকে আপনার লীলাভূমি হইতে দূরে প্রেরণ করা রমেশের দিক হইতে প্রয়োজন ছিল।

জেল হইতে ফিরিয়া শিবনাথের ও ভজহরির সহযোগে সে যাদবের সন্ধান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে সে জেলে থাকিয়া ও জেল হইতে বাহিরে আসিয়া বিবিধ-রূপে নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রমেশ-প্রফুল্লের মিলিত ষড়যন্ত্রে সুরেশ চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছে ইনসপেকটর এরূপ-সন্দেহ প্রকাশ করিলে যে ভাষায় সুরেশ তাহার প্রতিবাদ করিয়া প্রফুল্লের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা একটু অতি-নাটকায় উচ্চ বাজিয়া উঠিলেও সুরেশের স্বাভাবিক নিষ্পাপ মন তাহাতে যে ধরা পড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পানদোষের প্রতি বিরাগ, যাদবের প্রতি স্নেহ, পরিবারের অপর সকলের প্রতি তাহার যথাযোগ্য মধুর সম্পর্ক, বন্ধুবৎসলতা, কৃতজ্ঞতা বোধ এই নিষিদ্ধ প্রমোদের প্রতি আসক্ত তরুণটির চরিত্র-সংশোধনের উপযোগী পথ খোলা রাখিয়াছিল, এই কারণেই তাহার পরিবর্তন স্বাভাবিক মনে হয়।

পীতাম্বর ঃ

যে-যুগে আপিসী ছাঁচের কাজের মধ্য দিয়া হৃদয়ের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার অবকাশ নাই, সে-যুগে পীতাম্বর আমাদের সেই অতীত সমাজের স্মারক পুরাতন কর্মচারী। বেতনের অঙ্ক অপেক্ষা যে-পরিবারে দীর্ঘকাল কাজ করিয়া সে আজ পক্বকেশ বৃদ্ধ সে-পরিবারের সুখ-দুঃখ সে একান্ত আপনার বলিয়া মনে করে। আজ ইহারা এ জগতে বড়ো বিচরণ করে না, শুধু গল্প-উপন্যাসের পাতায় কোনক্রমে বাঁচিয়া আছে। পীতাম্বরের বাড়ি-ঘর জমি-জমা আছে কিন্তু যোগেশের বাড়ি তাহার দ্বিতীয় গৃহ। প্রভুর কল্যাণ তাহার একমাত্র লক্ষ্য। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার বার্তা সে-ই দুর্মুখের ন্যায় যোগেশের গোচরীভূত করিয়াছে। ব্যাঙ্ক আবার পাওনাদারদের টাকা দিতেছে সংবাদ পাইয়া সে-ই যোগেশকে নানাভাবে বুঝাইয়া ব্যাঙ্কে লইয়া যাইতেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। মাতালের কবল হইতে সে-ই তাহাকে রক্ষা করিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং শেষ পর্যন্ত পানোন্মত্ত যোগেশের ইটের আঘাতে জখম হইয়া বাড়ি

ফিরিয়া কাঙ্গালীচরণের প্রচেষ্টায় মিথ্যা মামলায় পড়িয়া যোগেশের দুর্ভাগ্যে রমেশের সহিত যুদ্ধে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। অথচ মোটা টাকার উৎকোচের প্রলোভন তাহাকে প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। যে ভাবে উমাসুন্দরীকে সে স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে, রমেশকে মুখের উপর উচিত কথা শুনাইয়া দিয়াছে, সুরেশের মুক্তির দিনে অসুস্থ শরীরে গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহার যে অন্তরের প্রকাশ পরিলক্ষ্যমাণ তাহা চরিত্রটিকে দর্শকের আপনার জন করিয়া তোলে।

নাট্যকারের পক্ষে কৃতিত্বের কথা যে চরিত্রটিকে তিনি নিতান্ত ছাঁচে-ঢালা পুরাতন ভৃত্য করেন নাই। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিনে পীতাম্বর অন্তঃপুরিকাগণের সম্মুখে আসে না, দুঃখের দিনে জ্ঞানদার সে নির্ভরস্থল। ব্যাঙ্ক ফেলের সংবাদে যোগেশের আশঙ্কাকর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সে-ই প্রথম সসম্ভ্রমে সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল; আবার তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মূর্ছাহত উমাসুন্দরীকে শয্যায় নিয়া যাইবার জন্য জ্ঞানদাকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত হইলে যোগেশের দুর্বাক্যে সে-ই বলিয়াছিল,'যান মশায়, মাতলামির সময় আছে।' প্রফুল্লকে হত্যা করিবার পর রমেশের লীলা যেখানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে সেখানে তাহাকে ধিককার দিবার জন্য নাট্যকার পুনরায় পীতাম্বরকে স্মরণ করিয়াছেন। পীতাম্বর পূর্ববর্তী দৃশ্যনিচয়ে রমেশকে সম্ভ্রমাত্মক 'আপনি' সর্বনামটির ব্যবহার করিলেও এ দৃশ্যে 'তুই' পদটির প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে নাই।

প্রফুল্ল :/

প্রফুল্ল চরিত্রটি নাট্যকারের কবি-কল্পনার সৃষ্টি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাকে তিনি সযত্নে সমস্ত ধূলি-মালিন্য হইতে রক্ষা

করিয়া নাটকের অন্তভাগে নিবিড়ভাবে নাট্যব্যাপারের অংশীভূত করিয়াছেন। বালিকাসুলভ সরলতার প্রতিমূর্তি এই চরিত্রটির সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা তাহার অজ্ঞাতসারে সুরেশের যে বিপৎপাত সাধন করিয়াছে তাহাতেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সে নাট্যবস্তু-নির্মিতিতে অংশ গ্রহণ করিল। তাহার সত্যপরায়ণতা এই অশিক্ষিত (সুরেশ মারিয়া লইয়া রমেশের উদ্দেশে লিখিত যে পত্রখানি রমেশের হাতে পৌঁছাইবার জন্য তাহাকে দিয়াছিল তাহা প্রফুল্ল পড়িতে জানিলে বোধ হয় দিত না) পুরাঙ্গনাটিকে বর্মের মত নিয়ত রক্ষা করিয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রমেশ তাহাকে বৃথাই প্ররোচিত করিয়াছে। রমেশ অবশেষে তাহাকে যখন চরম ভয় দেখাইয়াছে তখন প্রফুল্লের শেষ উক্তি তাহার সমস্ত চরিত্রটিকে নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। প্রফুল্ল বলিয়াছে, 'আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।'

এই ভাগ্যহীনা নারী স্বামীর মনে কতটুকু অংশ অধিকার করিয়াছিল বলা কঠিন। বিষয়-লোভে যে নৃশংস কর্মে রমেশ প্রবৃত্ত তাহাতে তাহার কোন যোগ ছিল না। রমেশ যখন জ্ঞানদাকে বাড়ি হইতে বিতাড়িত করে তখন প্রফুল্লকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং পরে তাহাকে বোঝান হইয়াছিল যে জ্ঞানদা স্বেচ্ছায় বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানদার কাছে প্রকৃত তথ্য জানিয়া এবং জ্ঞানদার দুর্দশা দেখিয়া প্রফুল্ল রমেশের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পায়। অবশেষে সে একদিন জ্ঞানদাকে যাদব সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়া গেল অথচ সে জ্ঞানদা ও যাদবকে নিজেদের বাড়িতে নিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিবে রমেশকে এই কথা দিয়া বাড়ির বাহির হইতে পারিয়াছে। সে বলিতেছে, 'দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি।' অবশ্য এই মিথ্যাচার তাহার স্বার্থের অনুরোধে নয় এবং মিথ্যাচার তাহাকে ভিতরে ভিতরে বিশীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত সংসারের ভাঙন দশায় যাহার মনের উপর সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে সে প্রফুল্ল। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রতি একটু অভিনিবেশের ফলে প্রফুল্লের এই পরিবর্তন একান্ত স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মদন ঘোষের স্বভাবের যে দুর্বলতম অংশ তাহা মৃত্যুভয়, পরলোকভয়। এই দুর্বল অংশে আঘাত দিয়া প্রফুল্ল যখন সুদীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসে কৃতী ব্যবহারাজীবের ন্যায় তাহাকে আত্মসমর্পণে এবং যাদবের রক্ষের পথ প্রদর্শনে বাধ্য করিয়াছে তখন প্রথম গর্ভাঙ্ক হইতে তাহার সরল ভীরু বালিকা মূর্তিটি পাঠকের চোখের সম্মুখে আসিয়া সদ্য উপস্থাপিত প্রবীণা বুদ্ধিমতী বহুভাষিণী মূর্তিটিকে সবলে অপসারিত করিয়া কল্পিত দৃশ্যটির অবাস্তবতাকে ধিককার দিয়া দাঁড়াইতে চায়। সমালোচক বলেন, এ নয়, এ নয়, ইহার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, লোকলোচনের অগোচরে এই অপ্রগল্‌ভা বালিকাটি কেমন করিয়া এই পরিণত বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া উঠিল তাহার সমস্ত দলিল যথাযোগ্য প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করা হোক। কিন্তু অভিনয় কালে প্রত্যক্ষ বর্তমান অপ্রত্যক্ষ পূর্বতন বালিকাটিকে আড়ালে ফেলিয়া বাস্তববৎ প্রতীয়মান হয়, মঞ্চাভিনয় তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছে। অবশ্য পাঠ্যতা ও অভিনেয়তার মধ্যে যে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে ইহা একান্ত সত্য এবং নাটকে যদি প্রফুল্ল চরিত্রের অন্তিম পরিণতি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হইত তাহা হইলে আকস্মিকতার ফলে অতি-নাটকীয়তার যে আভাস তাহার দুঃসাহসিক অভিযান ও উক্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এমন উদগ্র হইত না। তথাপি মনে হয়, নাট্যকার এই আকস্মিকতার আঘাত কোমল করিয়া আনিবার প্রয়োজনের প্রতি অবহিত ছিলেন এবং প্রস্তুতিপর্বের দিকে তাঁহার অভিনিবেশের প্রমাণ চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে জ্ঞানদার সহিত প্রফুল্লের সংলাপে নিশ্চিতরূপে ধরা পড়িবে।

নির্বাপিত হইবার পূর্বে প্রফুল্লের জীবন-দীপ চকিতে ভাস্বর শিখায় দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু তাহাকে নিতান্ত বলপূর্বক নির্বাপিত না করিলেও সে দীর্ঘকাল প্রোজ্জ্বল থাকিত না, তাহার তৈল নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর অপকীর্তির রহস্য যখন তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তখন সে আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ঝি-এর সহিত তাহার সংলাপে মৃত্যুর পূর্বছায়া-পাতের অশুভ ইঙ্গিত উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে। 'আমায় কে যেন ডাকছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদছে, আমি কাঁদতে পারি নে, আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' ঝি-এর সহিত সংলাপের সমগ্র অংশ পরিণত শিল্প-হস্তের রচনা, গভীর নাটকীয় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

এই প্রফুল্লের পরিণতি এ নাটকে কী হইতে পারিত? সে যদি রমেশের হস্তে নিহত না-ও হইত তথাপি হত্যার প্রয়াস ও যাবতীয় ষড়্‌যন্ত্রের ফলে রমেশের দীর্ঘ কারাবাস অবশ্যম্ভাবী ছিল। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা যে নারী পৃথিবীর যাহা কিছু নারকীয় তাহার কোন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকিয়াও নিয়তির রহস্যময় বিধানে তাহার পূর্ণ কুফল ভোগ করিয়াছে, গ্রহবৈগুণ্যে সরলা বালিকা হইতে গরীয়সী নারীর পোড়-খাওয়া জীবনের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন ধারণ করিয়া অন্তরে জীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যবনিকাপাতের মুহূর্তে সব খোয়াইয়া বসিয়া আছে, সে তাহার দুর্ভর জীবনের বাকি দিনগুলি কোন্ আশ্বাস, কোন সম্বল লইয়া কাটাইত? যাদব বালক, সুরেশের স্নেহে নূতন করিয়া তাহার জীবন গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। একদিন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অতীত জীবনকথা বহুদূরবর্তী রজনীর দুঃস্বপ্নের মতোই সম্ভবতঃ তাহার মনে পড়িবে মাত্র। কিন্তু যাদবকে কোলে লইয়া এবং উন্মত্ত উমাসুন্দরীর সেবা করিয়া তাহার জীবন আবার ভরিয়া উঠিবে

কি? আমাদের মনে হয় প্রফুল্লের হত্যায় রমেশের অকারণ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে,—রমেশের অকারণ নিষ্ঠুরতা যাদবের হত্যার প্রয়াসেই সপ্রমাণ—কিন্তু নাটকের আসানে মৃত্যু হতভাগিনীর নিকট স্নিগ্ধ সকরুণ মূর্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়া তাহার দুঃসহ জীবনের সমস্ত দাহ দূর করিয়াছে। রমেশের প্রতি শেষ দিকের উক্তি 'ছোট মুখে বড় কথা' বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ তৎসম শব্দের প্রাবল্য এই উক্তিকে কিছুটা কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শব্দ প্রয়োগের এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইলেও ভাবের দিক দিয়া ইহাকে কৃত্রিম বলা কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। আত্মপীড়নের অন্তরালে অন্তরের নিভৃতে এই কথাগুলি দিন দিন জমিয়া উঠিয়া অসহ আবেগে সমস্ত প্রাণশক্তি লইয়া তাহার মুখে বাজিয়া উঠিয়াছে। এগুলি তাহার প্রাণের কথা। এই প্রগল্ভ প্রৌঢ়োচিত ভাবণ তাহার নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার ফল, যাহার ফলে সে স্বল্পকালেই প্রৌঢ়ার পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। তাহার মধ্যের বালিকাটি বহু দিন মরিয়া গিয়াছিল।

['নামকরণ' ও 'নাটকত্ব বিচার' এই দুইটি অংশের সহিত যোগে পাঠ্য।]

ভজহরি ঃ

ভজহরির চরিত্রটি দশের ভিড়ে হারাইয়া যাইবার নয়। সে একেবারে পুরাপুরি রক্তমাংসের মানুষ। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির সে অন্যতম। দুঃখ-বেদনায় ক্লিষ্ট সুরেশকে সে অতি সংক্ষেপে ভাবাবেগশূন্য ভাষায় তাহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ মনে' গভীরে অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছে। তাহার আপাত ভাবাবেগ-শূন্যতা তাহার উক্তিতে এমন একটি সহজ বিশ্বসনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে,

এমন একটি হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছে যাহা আবেগাকুল ভাষায় প্রকাশের ফলে সম্ভবপর হইত না বলিয়া বোধ হয়। সে দরিদ্র কিন্তু সুখী গৃহস্থ পরিবারের সন্তান। জমিদারের কোপে তাহাদের সংসারটা নষ্ট হইয়া যায় এবং সে এমন একটা অবস্থায় নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়া আসিয়া ঠেকিয়াছে যেখানে নীতিজ্ঞান বলিয়া কোন বালাই নাই। কাঙ্গালীচরণ ও জগমণির দাসত্বে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে। 'মামাবাবুর বেত আর মামীঠাকরুনের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত' তাহার সে পর্বে জুটিত এবং পরে 'জেলটা খাসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।' ইহার ফল হইয়াছে এই যে, জীবন সম্বন্ধে কোন মোহ তাহার নাই। জীবনের পাওনা-গণ্ডার বাজারে সে নগদ-কারবারী। নীতি-দুর্নীতির ভেদ অথবা চক্ষুলজ্জা বহুকাল সে বিসর্জন দিয়াছে। তাহার ভিতরের মানুষটা ও বাহিরের পরিচয়টার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সে রাখে নাই। সে একেবারেই বে-পরওয়া এবং বে-আব্রু—মুখোশের প্রয়োজন তাহার ভাগ্যবিধাতা রাখেন নাই।

সে কোন্ত সপ্রতিভ এবং কাজের জগতের লোক। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি তাজা মন ও পরিহাস-রসিক বলিষ্ঠ যুবা পুরুষের বাস। সে ভোগী, সে শক্তিমান, সুচতুর, বাক্য-নিপুণ এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের ভাষ্যকার। সে ভদ্র সমাজের লোক একদিন ছিল, আজ সে দুশ্চরিত্র। সে নিজের চারিপাশে কোন দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল রচনা করে নাই। সে স্বচ্ছ, অকপট, নিজের স্বভাবটা সম্পর্কে সে এমন পরিচয় স্বচ্ছন্দে বহন করে যে তাহার সম্পর্কে প্রথম আলাপেই মানুষের একটা নিশ্চিত ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহার ভঙ্গীটা কিছু কৌতুকাবহ কিন্তু ইহার অন্তস্তলে একটি মৃদু বিশীর্ণ করুণধারার গূঢ় অস্তিত্ব সে অনবহিতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ভজহরি দু-মুখো ছুরি। সে রমেশের কাছে টাকা পাইয়া যেমন বিনা

বিধায়' সপ্তচর পরগনার জমিদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজিয়াছে, তেমনি আবার অর্থের প্রয়োজনে রমেশের প্রতিপক্ষের কাছে রমেশের সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে যে দুর্মর মনুষ্যত্ব বিদ্যমান, শিশুর পীড়নের দৃশ্যে ও প্রফুল্লের আত্মত্যাগে তাহা তাহারও চক্ষুকে বাষ্পাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি প্রফুল্লের মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভজহরির সুবুদ্ধি প্রার্থনার মধ্যে একটুকু অপরিমিত উচ্চ স্বর বাজিযাছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জমিদারের চরিত্রের অনুকরণ করিতে গিয়া মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়ার 'গাদ্ধেকা মাফিক কলম পাকৃড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমিদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন যাগা' স্মরণীয় ও উপভোগ্য উক্তি।

উমাসুন্দরী :

উমাসুন্দরী চরিত্রটি নাটকের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ চরিত্র। নাটক আরম্ভ হইয়াছে তাঁহার উক্তিতে স্নেহ করুণা কর্তব্যপরায়ণতা শৃঙ্খলার মূর্তিমান প্রকাশ তাঁহার উপস্থিতি ও উক্তিতে নিঃসংশয়ে দর্শক-চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন প্রীতিময় সংসারের সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর হাতে তুলিয়া দিয়া বিষয়াসক্তি হইতে দূরে হিন্দুর শেষ জীবনের আশ্রয় তীর্থক্ষেত্রে তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া সমস্ত সংসারটার চেহারা যখন পালটাইয়া দিল এবং যোগেশ যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া অবিরাম মদ্যপানের মধ্যে বিস্মৃতি খুঁজিতে গিয়া অধঃপাতের নিম্নতম সোপানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হইতেছে তখন রমেশের প্ররোচনায় যোগেশকে বিষয় বেনামি করার পরামর্শ দিতে তিনিও অগ্রসর হইলেন। বিষয়ীলোকের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষার জন্য এরূপ কর্মে

প্রবৃত্ত হওয়া গুরুতর পাতক নয় কিন্তু উমাসুন্দরীর 'ধর্মভীরু ছেলে'কে রমেশ মদ খাওয়াইয়া দলিলে সই করাইয়া নিলেও তিনি না অনুরোধ করিলে, অথবা তিনি বিরুদ্ধতা করিলে, রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে বোধ হয় সম্মত করান যাইত না। অন্ততঃ উমাসুন্দরীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিল। যখন তিনি দেখিলেন যোগেশ অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহার অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া রমেশ সুরেশকে পুলিশে ধরাইয়া দিয়াছে তখন তিনি নিজেকে এই 'সর্বনাশের গোড়া' মনে করিয়া অসহ্য দুঃসহ পীড়া বোধ করিতে লাগিলেন। 'মা হয়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খোয়াতে বল্লেম। আমি আজন্ম তামাসা করেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হয়ে কেন কালসাপিনী হলেম ? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হল। আমার ধর্মের সংসারে পাপ সেঁধেছে'—ইত্যাদি উক্তির মধ্যে তাহার পক্ষে অপরাধের বোঝা কত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। নিরন্তর আত্মধিক্কারের প্রবৃত্তি তাঁহাকে বিচারমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে এবং নিষ্ফল স্নেহের সমস্ত আঘাত তাহার সহিত যুক্ত হইয়া এই ধর্মভীরু বৃদ্ধাকে প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় নাই।

সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের মধ্যে অতিনাটকীয়তা ও প্রস্তুতিহীন আকস্মিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু নাট্যকারের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ সভিত্তিক মনে হয় না। নীলদর্পণের সাবিত্রীর উন্মত্ততা যদি এই মাস্তিষ্কবিকারের প্রেরণাস্থল হইয়াও থাকে, তাহাতে উমাসুন্দরীর চরিত্র-কল্পনা ও তাহার ক্রমিক গঠন-শিল্প ক্ষুণ্ণ হয় না।

বহির্জগতের বিচিত্র অভিঘাতে ও কর্মশক্তিতে যদি আকস্মিক বিপৎপাতে প্রৌঢ় যোগেশের জীবনের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরে তবে উমাসুন্দরীর বৃদ্ধ বয়সে নির্ভরযোগ্য উপযুক্ত পুত্রের আর্থিক সর্বনাশ ও

নৈতিক অধঃপতন যে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন আনিবে তাহা বিস্ময়কর নয়; বিশেষতঃ এই সর্বনাশ যখন তাঁহারই এক পুত্রের দ্বারা সাধিত এবং এ সর্বনাশ যখন সমুদয় পরিবারকে গ্রাস করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উমাসুন্দরী যোগেশের পতনের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন ধর্মপথ হইতে তাহার স্খলনে এবং নিজেকে এই স্খলনের জন্য দায়ী করিয়াছেন। সুরেশের দুর্দশার জন্যও পরোক্ষভাবে তিনি নিজেকে দায়ী করিয়াছেন। এই বহুলাংশে কল্পিত অপরাধের মানসিক পীড়নে তিনি যখন ক্লিষ্ট তখন জগমণি আসিয়া সুরেশের জেলে পাথর ভাঙার সংবাদ দিয়া তাঁহাকে একেবারে উন্মাদ দশায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। পীতাম্বরের সান্ত্বনায় ও স্নেহ বাক্যে যেখানে চিন্তাভার একটু লঘু হইয়াছিল সেখানে আঘাতটা আকস্মিক বলিয়া এবং প্রচণ্ড বলিয়াই [illegible]। অতএব উমাসুন্দরীর উন্মত্ততা অস্বাভাবিক ও আকস্মিক [illegible] মত প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

নাটকত্ব বিচার—ট্রাজিডির স্বরূপ ও প্রফুল্ল নাটক:

বাংলা সাহিত্যের যে দুই-একটি শাখা পুষ্পফল-সমৃদ্ধ বলিয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি, দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটক তাহাদের অন্যতম নয়। জাতীয় জীবনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন, যে লোক-বিক্ষোভ কীর্তি ভাবোন্মাদনা ও প্রেরণার উৎস হইতে পারে বাঙালীর জীবনে তাহার আবির্ভাব বহু শতাব্দীর মধ্যে ঘটে নাই। গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ এই জলাভূমিতে সে মহীরুহ মাথা তুলিতে পারে নাই, কঠিন মৃত্তিকার দৃঢ় আকর্ষণ যাহার সহস্র মূলকে সবলে ধারণ ও রক্ষণ করিবে। মৃদু ভাবালুতার, আবিষ্ট গৃহসুখিতার, সামাজিক ও ধর্মীয় নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের, যৌথপরিবারের গৃহকোণে লালিত সম্পর্ক বৈচিত্র্যের, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষের প্রশ্রয়ে যে সাহিত্যের উদ্ভব

হইয়াছে তাহাতে কিছু ছোট গল্প ও গীতিকবিতার পুষ্টি স্বভাবতঃই সাধিত হইয়াছে কিন্তু নাটকের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ইহা অপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তি ও সারবান উপাদানের অপেক্ষা রাখে। এই কারণে যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের সাহিত্যে এই উভয় ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে হয় নাই, যদিও উপন্যাস-নাটকের উদ্ভব আমাদের সাহিত্যে বৈদেশিক প্রভাবেরই ফল।

নাটকের যে বিভাগ ট্রাজিডি নামে পরিচিত তাহার সহিত উদাত্ত পুরুষকার, বলিষ্ঠ জীবনবোধ, গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং প্রচণ্ড সর্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্বের কল্পনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোথাও বা মানুষের অনায়ত্ত অমোঘ দৈবশক্তি মানুষের চিন্তা কল্পনা কর্মসূচীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া রুদ্র রোষে বজ্রাগ্নিদাহ লইয়া কোন মহাপরাক্রান্ত কর্মবীরের সমুন্নত মস্তকে পতিত হয়, কোথাও বা সে সমগ্র জীবনের অক্লান্ত সাধনাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া দেশহিতব্রত জ্ঞানতপস্বীর চোখের সম্মুখে বঞ্চনা ও রিক্ততার শূন্যময় ভবিষ্যৎ প্রসারিত করিয়া প্রগল্‌ভ বিদ্রূপে অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়ে, কোথাও বা চরিত্র-নিহিত দুর্লক্ষ্য সর্বনাশের সূক্ষ্ম বীজ অজ্ঞাতসারে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া সোনার ফসল লাভের সকল আশাকে সকল সম্ভাবনার অতীত করিয়া কণ্টকাকীর্ণ তৃণগুল্মে হৃদয়-ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। সমুদ্যত সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যে অতিকায় মানব-সন্তান বহির্বিশ্বের ও অন্তর্বিশ্বের সকল বহির্ঘাত ও অন্তর্ঘাত বহন করিয়া ধ্বংসের সুনিশ্চিত অতলস্পর্শ গহ্বর-মুখে দৃঢ় পদ সঞ্চারে অগ্রসর হইয়াছে, যে বনস্পতি পাদাশ্রয়ী লতাকুঞ্জকে রক্ষা করিতে গিয়া বিপুল পৌরুষে বজ্রবহ্নির প্রচণ্ড অভিঘাত অসীম ধৈর্যে অপার করুণায় বহন করিয়াছে, ট্রাজিডির নায়কত্বে বৃত হইবার পক্ষে তাহার অধিকার সর্বজন-স্বীকৃত।

আধুনিক নাটকে ইতিহাসের দূরশ্রুত উদাত্ত গম্ভীর কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলিতে জীবন-বীণা আর তেমন উচ্চগ্রামে বাজিতে পারে না। কল্পনা এখন বস্তু-জগতের দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকার উপর পা ফেলিয়া চলে, তাহার পক্ষচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ট্রাজিডির নায়কের প্রশস্ত বক্ষপট সংকুচিত হইয়াছে, তাহার বীরত্ব, আত্মত্যাগ, পুরুষকার, মহত্ত্ব আর পৌরাণিক যুগোচিত মহিমা ও বিশালতা অবলম্বন করিয়া চলে না। কিন্তু অন্তরে প্রাচীন নাট্যকারগণ যে ঊর্ধ্বমুখ শিখা জ্বালিয়া দিয়াছেন তাহা স্তিমিত হইয়া আসিলেও আজও অনির্বাণ আছে। সে গগনস্পর্শী না হইলেও তাহার পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে, আপনাকে ভস্মসাৎ করে এবং তাহার পতন আজও সামাজিকগণের মর্মস্থল হইতে দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করে।

অনাধুনিক নাট্যসাহিত্যে মৃত্যুর মধ্য দিয়া ট্রাজিডির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার কারণ অতি স্বাভাবিক। মৃত্যু যে এ জীবনের চরম অবসান, কঠোর সত্য, সকল জ্ঞান, সমস্ত শক্তির অন্তিম সমাধি এ বিষয়ে তর্ক সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। মৃত্যুর অব্যর্থ আঘাত ব্যতিরেকে সে কালের দুর্মর প্রাণশক্তি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবে না, তাহার সম্পর্কে শেষ কথাটি কোন মতেই বলা চলিবে না। এই দিগ্‌বলয়লীন ভাস্বর প্রাণশিখার যে এক-একটি স্ফুলিঙ্গ আমাদের ক্ষুদ্র বাসগৃহে আলোক ও তাপ বিকিরণ করিবার নিমিত্ত দীপ্যমান রহিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মহাকাব্য লেখা চলে না, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবন অতীত যুগের মহা-নাটকের বিষয়বস্তু রচনার যোগ্যতা রাখে না। বস্তুতঃ মহাকাব্যের বিশালতা ও গাম্ভীর্য যেমন ক্ষুদ্র লিরিকের মৃদু ভাবস্পন্দের মধ্যে জাতি-ভেদ হেতু ধরা পড়িবার নয়, তেমনি যে শেকসপীরীয় ট্রাজিডির

আদর্শে এ যুগে নাটক বিরচিত হইয়াছে তাহাতেও ওথেলোর বিড়ম্বিত ঈর্ষাপীড়িত জীবনের প্রচণ্ড মর্মক্ষোভ যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ফাটিয়া পড়িয়াছে তাহা আধুনিক রাষ্ট্র-সমাজ-শাসিত চতুর ক্ষুদ্র পোষমানা ভদ্রজীবন লইয়া রচিত নাটকে প্রহসনের বিষয়ীভূত হইতে পারে মাত্র। কিন্তু মহাকাব্যের পাশাপাশি লিরিক যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে, এই অর্বাচীন নাটকও বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গীতে আপনার বৈশিষ্ট্যের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে কারণ ইহা আধুনিক জীবনযাত্রার অনুগ। স্নেহ-প্রেম-আদর্শনিষ্ঠা ইহার অবলম্বন, ক্ষুদ্র আশাভঙ্গ, মনোভঙ্গ, মনস্তাপ ইহার পরিণাম। যুদ্ধ-বিগ্রহ বিপ্লব দুঃসাহসিক অভিযান ইহাতে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হইতে বৃহত্তর সমাজে বা জাতীয় জীবনে কোন প্রচণ্ড হৃদয়-ভাবের আলোড়ন পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয় না। ক্ষুদ্র যে জীবন-তরুটি সাধারণ মানুষের হাতের সবল আন্দোলনে পাতাগুলিকে ভূমিতলে স্খলিত করিয়া পুষ্পফল প্রসবের সহজ শক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার উপর বজ্রবহ্নির আভঘাত ট্রাজিডি নয়, বড় জোর করুণ-রসের সৃষ্টি করিতে পারে। আলোচ্য নাটকে আধুনিক জীবনের যে নাট্যোপকরণ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন নাটকের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও ফলশ্রুতি সম্ভাব্য নয়। আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় উদ্দিষ্ট রসসিদ্ধি কতদূর ঘটিয়াছে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই বলা দরকার, প্রফুল্ল নাটকের বহুস্থলে নাট্যকারের অনিপুণ হস্তাবলেপের চিহ্ন মুদ্রিত আছে। যোগেশের সংলাপ-বিবৃত পূর্ব জীবন যতই তাহাকে নায়কোচিত গুণে মণ্ডিত বলিয়া সামাজিকগণের সংস্কার সৃষ্টি করুক মঞ্চোপস্থাপিত যোগেশ তাহার মূর্তিমান প্রতিবাদ। মানুষের অনায়ত্ত এক রহস্যময় শক্তি যে তাহার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টাকে বিপর্যস্ত করিয়া অচিন্তিতপূর্ব এক পরিণামের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া

দেয়, এই রকম একটা বোধ তাহার উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। '… … যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি করবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না, সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে?' এ যে-অদৃষ্টবাদ তাহা পরাজিত সৈনিকের পলায়নী মনোবৃত্তির অপর নাম। যে অদৃষ্টবাদী বলে, জানি ভাগ্যবিধাতা অকরুণ কিন্তু তাহার সঙ্গে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুঝিয়া যাইব, জানি অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সে ভ্রান্তি বা অপরাধের দেনা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া যাইব—দেনদার থাকিয়া যাইব না, সে অদৃষ্টবাদীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ মধুসূদনের রাবণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাকবেথ। যোগেশ ভাগ্যের প্রতিকূল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে; ভাবখানা এই, কূল যদি না পাইল বিনা প্রয়াসে তল তো পাইবে।

নাটকে কেন্দ্রগত চরিত্র যোগেশের দৈহিক মৃত্যু দেখান হয় নাই, নৈতিক মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নাট্যকার রাখেন নাই। যে-উমাসুন্দরীকে নাটকের আরম্ভে দেখিয়াছিলাম সে-উমাসুন্দরীরও মৃত্যুর দ্বিতীয় বিকল্প মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে। জ্ঞানদা গভীর মর্মবেদনায়, অনশনে এবং শেষ পর্যন্ত যোগেশের পদাঘাতের ফলে নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে মারা গিয়াছে, প্রফুল্লকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, যাদব মৃত্যুর দ্বার দর্শন করিয়া ফিরিয়াছে। সামাজিক-চিত্তের উপর উপর্যুপরি এই আঘাতগুলি কার্য-কারণের অনিবার্য সম্পর্কের ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটিয়াছে এবং নাট্যকার সংশয়-সন্দেহক্লিষ্ট দর্শক-চিত্তে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়া নাটকীয় ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন—একথা কোন মতেই স্বীকার করা চলে না। ফলে নাটকের পরিণাম অতিনাটকীয় হইয়াছে।

একথা সত্য যে প্রফুল্ল নাটকে গিরিশচন্দ্র যোগেশ চরিত্রটিকে কেন্দ্রগত করিয়াছেন কিন্তু সর্বময় করেন নাই। তিনি পার্শ্ব-চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য ভাবে পরিস্ফুট করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রে যে উপাদানের বলে নায়ক-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে পার্শ্বচরিত্রগুলিতেও তাহার স্বল্পাধিক প্রকাশের প্রয়োজন আছে; তাহারা যদি আপন ব্যক্তিত্ব ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘাতের উপযোগী সংকল্প লইয়া না দাঁড়াইতে পারে তবে তাহারা ছাঁচে-ঢালা মানুষ হয় মাত্র। জীবনে সেরূপ চরিত্র চোখে পড়িতে পারে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণের অভাবে তাহাদের স্থান নাই। জ্ঞানদাকে জগমণি এক নজরে চিনিয়াছিল, সে 'পতিপ্রাণা' নারীর type মাত্র। প্রফুল্ল চরিত্র অতি-চলিষ্ণু। এই অতিনাটীয়ধর্মী অতি-চলিষ্ণুতা ধরা পড়িয়াছে যাদবকে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে। স্বভাব ভীরু সরলা বালিকা-বুদ্ধি প্রফুল্লের বুদ্ধিমতী কর্মদক্ষা প্রবীণা গৃহকর্ত্রীর মূর্তিতে আবির্ভাব প্রস্তুতির অভাবে আকস্মিক এবং সেই হেতু প্রতীতি উৎপাদনে অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে

ট্রাজিক রস একটি অখণ্ড অনুভূতি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্লান্ত করুণ তিক্ত পুরুষকারের এমন একটি অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া ওঠে সান্ত্বনাবাক্য যেখানে পরিহাস বলিয়া মনে হয়। এদেশে এবং ও দেশে যে পঞ্চসন্ধির কথা নাটক সম্পর্কে বলা হইয়াছে ট্রাজিডির পক্ষে উহা অধিকতর প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ যে 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্' বলিয়া নাটকের দৃশ্যের দৈর্ঘ্যহ্রস্বতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছেন সে কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নাটকের আদি ও অন্তভাগের কৃশতা ও মধ্যভাগের স্থূলতার যে উপযোগিতা বিষয়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি আলোচ্য

াটকে অভিনিবেশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উত্তেজনাকর ঘটনার ূপীকৃত সঞ্চয় নাটকের অন্তভাগ অকারণ ভারগ্রস্ত করিয়াছে। 'সাজান াগান' চোখের সামনে শুকাইয়া যাইবার ব্যাপারে হতভাগ্য যোগেশ ের নিয়তির পরিহাসেই প্রতিবিধান না করিতে পারিয়া শুধু নিষ্ফল ীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সামাজিকগণের সমবেদনাময় দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করিবে তাহা ঘটিল না, অহেতুক হত্যা ও হত্যাপ্রয়াসের বীভৎস অনুষ্ঠান, পুলিশ জমাদারের নিমেষ-নিয়তচকিত আবির্ভাব ও সঙ্কটত্রাণ —সব মিলিয়া যেন যোগেশের মর্মক্ষোভকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া াস-সাহিত্যের বহির্ভূত একটি আধুনিক অপরাধমূলক নাটক মঞ্চ অধিকার করিয়া বসিল। অপরাধীর শাস্তি-বিধানের ইঙ্গিতে যে গদ্‌বিধানের শান্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাইয়া নৈতিক ভারকেন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছে এবং তৎসত্ত্বেও যাগেশের জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতির নির্মম গভীর-ক্ষতচিহ্ন াঁকিয়া দিয়াছে এই বোধ নাট্যকার সামাজিক চিত্তে মুদ্রিত করিতে ারেন নাই। মদন ঘোষের চরিত্রের অসঙ্গতি, রমেশের দ্বন্দ্বহীন তিনাটকীয় বীভৎসতা, দর্শকলোচন হইতে নাট্যকারের অবিরাম অশ্রু াকর্ষণের প্রয়াস নাটককে শুধু দুর্বল করে নাই, ট্রাজিডির ক্ষেত্র হইতে ক্ষাহীন পথে আকর্ষণ করিয়াছে এবং ট্রাজিডির যে উপাদান প্রথম ঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সামাজিকগণকে বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত িয়াছিল তাহার সার্থক ব্যবহার ঘটিতে পারে নাই। সাহিত্য- িচারের দিক দিয়া প্রফুল্ল নাটকখানি ট্রাজিডি রচনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দর্শন। তথাপি এই ব্যর্থতার ক্ষেত্র হইতে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ কখানির উদ্ধার-কল্পে যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা কিন্তু অভিনব য় গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। এই সাফল্যের উপাদান নাটকেই িহিত ছিল।

প্রফুল্ল নাটকের জনপ্রিয়তা

পাঠ্য ও অভিনেয় (Reading Drama ও Acting Drama)—এই দুই শ্রেণীতে নাটকের বিভাজন নাট্য সমালোচকগণ বাধ্য হইয়া করিয়াছেন। পাঠকক্ষের নিভৃত পরিবেশে যাহা ভাবের গভীরতা, যুক্তির অনিবার্যতা, শিল্পবোধের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে সেই নাটক মঞ্চস্থ হইয়া ভিন্নরুচি দর্শকগণের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হইল এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বিপরীত ক্রমে মঞ্চসাফল্যমণ্ডিত নাটক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোণ-ঠাসা হইয়া রহিল এরূপ উদাহরণও বিরল নয়। মঞ্চস্থ নাটককে চক্ষু-কর্ণের প্রসাদ লাভ করিয়া সামাজিকগণের মর্মে প্রবেশের পথ করিয়া লইতে হয়। দর্শক প্রেক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বে অনাবশ্যক বর্ষাতিটাকে যেমন পোশাকের ঘরে জমা দিয়া যান, তাহার বিচার বুদ্ধির অতিতীক্ষ্ণ অতি-উন্নত ভাগটাকে তেমনি বাহিরে রাখিয়া আসিয়া দু-দণ্ড অবসর বিনোদনের নিমিত্ত অবিশ্বাসী মনকে স্বেচ্ছায় নিরস্ত রাখিয়া আনন্দ পাইবার পথটাকে পূর্বাহ্নে প্রশস্ত করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। নাট্যকারের সহায়তায় অগ্রসর হন অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, পরিচালক ও প্রযোজক। অঙ্গসজ্জা, দৃশ্যপট, আবহসঙ্গীত, পাদপ্রদীপ এবং অন্যতর বহু আয়োজন ও প্রয়াসে অভিনয় লিখিত অক্ষরমালার ভাব-ব্যঞ্জনাকে ঘনীভূত করিয়া তোলে, কোথাও বা লেখককে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চায়। খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্বলতর অভিনেতাকে পিছে ফেলিয়া পাদপ্রদীপের সমগ্র জ্যোতির সম্মুখে নিজেকে নিঃসপত্ন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুখ্যতর ভূমিকাকে গৌণ এবং গৌণ ভূমিকাকে প্রধান করিয়া তোলেন।

প্রফুল্ল নাটক সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং

সুদূর পল্লীগ্রামের অপেশাদার নাট্যামোদী সাময়িক মঞ্চে অপ্রতিহত গৌরবে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্যোচিত গুণ ইহার মঞ্চ-সাফল্যের কারণ নয়। এই সাফল্যের কারণ প্রথমতঃ ইহার বহুজন-অভ্যর্থিত নাট্যোপাদান। এ নাটকে কী নাই? চুরি, হত্যাকাণ্ড, পুলিশ, আদালত, জেল, বাঈ-নাচ, মদ, মাতাল, পাগল, ইয়ারবক্সীর হুল্লোড়, অশ্রু, আর্তনাদ—সব আছে। সাধারণ মানুষ একখানা মাত্র নাটক হইতে আর কী চাহিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ রসিক লোকও কিছু আছেন। তাঁহারা অভিনয়কলায় ভুলিতে পারেন। নাটকটি নায়ক-নির্ভর (One-man drama) নয়। বহু অভিনেতার অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের অবসর এই নাটকে আছে। রমেশ, কাঙালীচরণ, পীতাম্বর, সুরেশ, শিবনাথ, ভজহরি প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এবং প্রফুল্ল, উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা এবং বিশেষ করিয়া জগমণি চরিত্র ও বালক চরিত্রে যাদব—ইহাদের মধ্যে অনেকের ভূমিকাই বিস্তৃত ও কৌতূহলাবহ। নাট্যকারের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় কথা এই যে, ইহাদের ভূমিকায় অন্য যে ত্রুটি ধরা পড়ুক ইহাদের প্রত্যেকেরই যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, কেহই যে অপরের ন্যায় নহে, (এমন কি ব্যাপারী দুইজনেরও প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক; টীকা দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যোগেশের ভূমিকা কৃতী অভিনেতা মাত্রেরই লোভের সামগ্রী। যোগেশের উক্তিতে দক্ষ অভিনেতার সমস্ত দেহ কথা বলিয়া ওঠে। তাহার কথা ও কাজের প্রেরণা পরিকল্পিত চরিত্রটির মর্মমূল হইতে অনায়াসে উদ্ভূত। অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে যদি নাট্যকার তাহাকে ঠেলিয়া না দিতেন তবে বোধ হয় রমেশ চরিত্রের অবিশ্বাস্য নীচতা সত্ত্বেও নাটকখানি অপরিমেয় গৌরবের অধিকারী হইত।

নাটকটির যে সকল অঙ্কে আধুনিক রুচির দৃষ্টিতে বিকারের স্পর্শ অঙ্কিত আছে তাহাতে বাস্তবতার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পানশালা, রাজপথে পানমত্তের নৃত্যগীত, বাঈ-নাচের হুল্লোড়—সব মিলিয়া যে জগৎটি নাটকে প্রকাশমান, গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয় এমন নিবিড় ছিল যে তাহার বাস্তবতা সন্দেহ করিবার মতো ঔদ্ধত্য আমাদের নাই। এজগতের চরিত্রাবলি, তাহাদের ভাষা ও ক্রিয়াকলাপ গিরিশচন্দ্রের কুখ্যাত প্রহসনগুলিতে যে ভাবে অনাবৃত হইয়াছে, আলোচ্য নাটকে, সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার মার্জিত সংস্করণ মাত্র প্রকাশমান। কিন্তু কলিকাতার এক অঞ্চলের মুখের ভাষা ও বিশেষ এক শ্রেণীর জীবনের এক অংশের অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকাশ যে বাস্তবতার চিত্র লইয়া নাটকে দেখা দিয়াছে তাহাতে গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশমান। গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা সার্থক নাট্য-কারের আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে ঘটে নাই। পাঠ্যতা ও অভিনেয়তা যেখানে হাত মিলাইয়া চলে নাটকের এই অংশগুলি যে সেই দুর্লভ সংকীর্ণ ক্ষেত্র এ বিষয়ে সংশয় নাই। রুচি-বিশুদ্ধির অতি-কঠোর সংস্কার অতিক্রম করিলে এই অংশগুলির পশ্চাতে যে শিল্পিচিত্ত ক্রিয়া-শীল তাহার প্রশংসা সম্ভবপর হইবে। নাটকের সুঅভিনেয়তা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রমাণ। নট-নাট্যশিক্ষক-নাট্যকার-নাট্যনির্দেশক গিরিশচন্দ্র কোন্ অভিনেতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোন্ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা কাহাকে কোন্ চরিত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন—নিরক্ষর মূর্খ স্ত্রীলোককে দুরূহ ভূমিকার উপযোগী করিয়া তুলিবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন—তাহা আজ আর বলিবার উপায় নাই। কিন্তু রমেশ ও জগমণি, কাঙালীচরণ ও ভজহরি যে মঞ্চে অভিলষিত সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য আজও বর্তমান। অভিনয়-নিপুণ নটের সৃষ্টিশক্তি নাটকখানিতে নূতন প্রাণ

সঞ্চারিত করিয়াছে। নাটকখানির স্বাভাবিক অভিনয় গুণ অবিসংবাদিত। [যোগেশ চরিত্র-বিচারের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।]

সমাজ-চিত্র (?)

প্রফুল্ল নাটকের ঘটনাস্থল কলিকাতা, বিশেষ করিয়া বাগবাজার-শ্যামবাজার অঞ্চল। যোগেশ ঘোষ এই অঞ্চলের অধিবাসী। [প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঘোষ-উপাধিক গিরিশচন্দ্র নিজে বাগ-বাজারের অধিবাসী ছিলেন।] যোগেশের ভ্রাতা অ্যাটর্নি রমেশ যোগেশের পানাসক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিষয়চ্যুত করিয়া বাড়ি হইতে সপরিবার বিতাড়িত করে, মিথ্যা অভিযোগে কনিষ্ঠকে জেলে দেয়, ভাইপো যাদবকে পথের কাঁটা জানিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে এবং আকস্মিক উত্তেজনায় স্ত্রীকে হত্যা করিয়া বসে নাটকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। হতোদ্যম নিরাশ্বাস যোগেশের নৈতিক অধঃপতন ও মর্মক্ষোভ কেন্দ্রে রাখিয়া নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাহিনীটি বাংলাদেশের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের, কোন বিশেষ সমাজের কাহিনী নয়। ইহা একান্ত ভাবে একটি মাত্র মানুষের ও তাহার পরিবারের কাহিনী, সে মানুষটির নাম যোগেশ। এ কাহিনী বাংলার সমাজ-জীবনের কোন প্রান্তে কোন তরঙ্গ তোলে নাই, নাটকে গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না। রমেশ চক্রান্তকারী। কিন্তু আইনজীবীদের মধ্যে শঠতা অবলম্বনের উদাহরণ আছে বলিয়া সে-কালের অ্যাটর্নি সমাজের ছবি গিরিশচন্দ্র আঁকিয়াছেন, অথবা কাঙালীচরণ প্রতারক ও চক্রী বলিয়া কলিকাতার প্রাগুক্ত অঞ্চলে বহু কপট স্বার্থসন্ধ জালিয়াত আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, অথবা বাঙালী সমাজের জমিদারগণ মূর্খ নিরক্ষর ছিলেন, অথবা, নাটকের

পুলিশ উৎকোচ-লুব্ধ বলিয়া সে-কালের পুলিশ-সমাজ বর্তমান নাটকে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত হাস্যকর। চরিত্র মাত্রেরই দুইটি পরিচয় আছে, তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং শ্রেণীগত পরিচয়। শ্রেণীর ইঙ্গিত ব্যক্তির মধ্যে ধরা না পড়িলে উহা উদ্ভট খাপছাড়া হয়, ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীর রূপটা বড়ো হইয়া উঠিলে সমাজগত রূপটা ধরা পড়ে, কিন্তু দ্বিতীয় রূপটা ঐকান্তিক হইয়া উঠিলে type চরিত্রের সৃষ্টি হয়, এবং দশের ভিড়ে মানুষটা হারাইয়া যায়। প্রফুল্ল নাটকের চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণরেখার বন্ধনে বিধৃত, তাহাদের প্রত্যেকের চলা-বলা কাজ-কর্ম তাহাদের নিজেদের মত।

তথাপি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের সমাজ-জীবনের ছবি যদি কেহ ইহার মধ্যে খুঁজিতে চান তবে মধ্যবিত্ত পরিবারে হয়ত মদ্য-পানের কথা চিন্তা করিবেন এবং খেমটাওয়ালীর নাচের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। আজ যেমন ভদ্র সমাজে নৃত্যগীতের অবাধ প্রচলন আর্টের গৌরব নিয়া প্রবেশ করিয়াছে সেদিন হয়ত সঙ্গতিপন্ন রসিকব্যক্তির বহির্বাটী বা বাগানবাড়িতে ছাড়া তাহার অন্যত্র প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ পল্লীতে সঙ্গতিহীন গীতরসিক ও নৃত্যরসিক বাধ্য হইয়া আকৃষ্ট হইত। কাঙ্গালীচরণের বাড়িতেও এ-জাতীয় রসের পরিবেষণ হইত, কাঙ্গালীর 'আরো আরো সব কার্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই', উক্তি স্মরণীয়। এই সকল কাঙ্গালীচরণদের বাড়ি নিষিদ্ধ পল্লীর কাছ ঘেঁষিয়াই বিদ্যমান ছিল মনে হয়। রাণী মুদিনীর গলি এই গ্রন্থে একটি বড়ো জায়গা জুড়িয়া বিস্তৃত। বস্তুতঃ যে সমাজে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন সে সমাজ দূরের কথা, যেখানে সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ সুস্থ জীবন যাপন করিতেন সে সমাজ হইতে শত হস্ত দূরে কাঙ্গালীচরণ জগমণি ও তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ নাটকের স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সে পরিবেশ অন্য আকারে আধুনিক কলিকাতা কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য বড়ো শহরের বিশেষ অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। তবে তাহার উনবিংশ শতকীয় রূপে যদি সেকালের স্বাদ গন্ধ কেহ পান, তাঁহার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন নাই। সমকালীন সমাজকে উত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তন কালের মধ্যে এ নাটক যতটুকু স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে তাহাই এ নাটকের গৌরব। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

পূর্বগুন নাটক ও প্রফুল্ল

প্রফুল্ল নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান। পূর্ববর্তী নাটকের প্রভাব আবিষ্কার করিতে গিয়া নীল-দর্পণের কথা অনেকের মনে হইয়াছে। বস্তুতঃ নীলদর্পণ নাটকে গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, নবীন মাধবের মৃত্যু, সাবিত্রীর উন্মত্ততা, সাবিত্রী-কর্তৃক সরলতার মৃত্যু সংঘটন এবং প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের অর্ধোন্মাদ দশা, উমাসুন্দরীর উন্মত্ততা, রমেশ কর্তৃক প্রফুল্লের হত্যা, যোগেশের পদাঘাতের ফলে জ্ঞানদার মৃত্যু, যাদবের মৃত্যুদ্বার দর্শন। উভয় নাটকেই মৃত্যুপুরীর সদর দরজাটা একেবারে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উমাসুন্দরীর উন্মত্ততা ও সাবিত্রীর উন্মত্ততা অনেকটা একই ধারায় চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া ইহারই ফলে প্রভাবের কথা মনে আসে। কিন্তু নীলদর্পণ ইহার নাট্যবস্তু ও সমাজ পরিবেশ লইয়া প্রফুল্ল নাটক হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এ দুই নাটকের অন্তরতর প্রকৃতিতে কোন যোগ নাই। সম্পূ। পৃথক পরিবেশে হইলেও উপেন্দ্র-নাথ দাসের নাটকগুলিতে খুন-জখম ও বন্দুক-পিস্তলের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে রমেশ ও যোগেশ ছুরি-ছোরা বন্দুক-

পিস্তলের শরণ না লইয়া বিধি-প্রদত্ত হস্ত ও পদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দ্বারা তাহাদের স্ত্রীদ্বয়ের মৃত্যু সাধন করিয়াছে। অতি নাটকীয়তা দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র সকলের নাটকেই রহিয়াছে কিন্তু তাহা দ্বারা গিরিশচন্দ্রের অধমর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মৌলিকতা তাহাতে আচ্ছন্ন হয় না।

চরিত্র

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি
রমেশচন্দ্র ...	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা, অ্যাটর্নি
সুরেশচন্দ্র ...	...	ঐ কনিষ্ঠ
যাদব ...	...	ঐ পুত্র
পীতাম্বর ...	...	ঐ কর্ম্মচারী
কাঙ্গালীচরণ ...	...	ডাক্তার
শিবনাথ ...	..	সুরেশের বন্ধু
মদন ঘোষ ...	...	বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো
ভজহরি ...	...	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদিগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দারোয়ান, সার্জ্জন, জনৈক লোক, টারন্‌কি (জেলদ্বার-রক্ষক) ইত্যাদি।

স্ত্রী

উমাসুন্দরী ...	...	যোগেশের মাতা
জ্ঞানদা ...	...	ঐ স্ত্রী
প্রফুল্ল ...	..	রমেশের স্ত্রী
জগমণি ...	...	কাঙ্গালীর স্ত্রী

ঘেম্‌টাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা

প্রফুল্ল

১২৯৬ সাল, ১৬ই বৈশাখ, "স্টার থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত

স্বত্বাধিকারিগণ { স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বসু ও স্বর্গীয় দাসুচরণ নিয়োগী।

শিক্ষক ও অধ্যক্ষ … স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক … " রামতারণ সান্যাল।
নৃত্য-শিক্ষক … " কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর … " দাসুচরণ নিয়োগী।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :
"গিরিশচন্দ্র"-প্রণেতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত

যোগেশ … স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।
রমেশ … " অমৃতলাল বসু।
সুরেশ … " কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
যাদব … পরলোকগতা তারাসুন্দরী।
পীতাম্বর … স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
কাঙ্গালীচরণ … " শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
শিবনাথ … " শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী … " নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
ভজহরি … " অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট … " রামতারণ সান্যাল।
ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও জমাদার … " উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্সপেক্টার … " প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ইন্ট রপোটার ও জেল-ডাক্তার … " বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
২য় ব্যাপারী ও টায়নকি … " অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
শুঁড়ী … " শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
জনৈক লোক … " অঘোরনাথ পাঠক।
উমাসুন্দরী … পরলোকগতা গঙ্গামণি।
জ্ঞানদা … " কিরণবালা।
প্রফুল্ল … " ভূষণকুমারী।
জগমণি … " টুমামণি।
বাড়িওয়ালী … " এলোকেশী।
ইতর-স্ত্রীলোক [মাতালনী] … " বনবিহারিণী (ভুনি)।
ঘোমটাওয়ালীদ্বয় পরলোকগতা প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)

স্বয়ং গ্রন্থকার বহুবার "যোগেশের" ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রফুল্ল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাক্‌বেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে; দেওর দুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার খাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'ল্লে সে তোমাকে মার মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং দু'কথা শুনো, (তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্বাদ কুড়িও;) আর কি বল্‌ব মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না?

উমা। কেমন ক'রে বল্‌বো মা; গোবিন্‌জী কি পায়ে রাখ্‌বেন!

জ্ঞানদা। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত, তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্বাদ ক'চ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা কর্‌বে, রোজই বেলা কর্‌বে; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না, এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। সেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজ্‌তে

দাও নি—একদিন দালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল ;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি ?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা ; ওঃ হরি ! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে ?

উমা। আঃ দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক !

প্রফুল্ল। ওমা শীগ্‌গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন ; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম ; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌ব, সে নানান্ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি ?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া-দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলাম কি, চাটুয্যে ঠাকুর-পোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্দক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুনগিন্নীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে

যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হলে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফিরতে হয়। তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সাড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি, তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগলা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

যোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়! ও সব লোক কি ধরা দেয়।

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুনেছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাতবোয়েদের আশীর্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকুরুণের এক কথা—ওকে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁকে মাদুলী দিয়েছিল, তারপর আমরা হ'য়েছি!

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, সিন্দুকে আছে।

জ্ঞানদা। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো ; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্ট ক'রে কাজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে ? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অত্তোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে-দেয়ে তো বেড়াতে যাবে ? স্নান কর গে, বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক নেই!

যোগেশ। সক্ কর্‌বো কি, সক্ কর্‌বার কি দিন পেয়েছিলুম ? তুমি তো জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি। বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না, তা ভগবান সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন ?—আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে ; ঐ এক কাঁচা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাতলামো ক'র্‌তে খাইনি, হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ

হয়, গা গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতেই বা দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল।

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু খাচ্ছি,—রমেশ ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরোবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃকসম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম করতে পারতেম না, সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা খোকার ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো, সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান

যাবে, আর বাকি বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, তুমি এটর্নি হয়েছ, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না যায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনতি হোক্ না হোক্, তুমি পরে বুঝ্‌বে যে সম্পত্তি বিভাগ হওযাই ভাল, এক বখ্‌রা যা আমাব থাকবে, তা থেকে আমার চল্‌বে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম করবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিন কতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'যে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ কর্ত্তে ব্যাঙ্ককে এডভাইস (advise) করেছি।

রমেশ। দাদা মশায়! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন, আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে, আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন আমি 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। রোজগার করে দিতে চাও দিও; তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটি কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাকরী-বাকরী করে আনছে—দিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'লো, কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে

আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাক্‌তে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই স্বদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার ট্রাষ্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বছর খেটেছি, একদিন একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আসতে চান, বেড়িয়ে আস্থন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরে ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তোয়ের করে রাখি। **রমেশের প্রস্থান**

জ্ঞানদা। ও মা! আবার চাল্‌ছ কেন?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানিনি, আমায় খবর দিতে বল্লে।

যোগেশ। তাকে এইখানেই ডাক্‌।

ঝিয়ের প্রস্থান

বড় বৌ, একটু সরে যাও। **জ্ঞানদার প্রস্থান**

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর ?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্বনাশ হয়েছে ! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে।

যোগেশ। কি, কি, কি—কোন্ ব্যাঙ্ক ?

পীতা। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ। অ্যাঁ। আমার যে যথাসর্বস্ব সেথা। আজ বড় আমোদের দিন। আজ বড় আমোদের দিন।—আবার ফকির হলুম।

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তোয়ের কর গে, ইনসল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজগার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর। সব আছে কিন্তু সেদিন আর নেই, সে উৎসাহ নেই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল—একদিনে গেল ভেল্কিবাজী ফুরিয়ে গেল। (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি। সর্বনাশের উপর সর্বনাশ করবেন না—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্বনাশ হয়। পীতাম্বরের প্রস্থান

জ্ঞানদার পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ, আজ আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমাদের সর্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে বিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ ক্যা ফুরতি! কুচপরওয়া নেই, মদ লেয়াও—এই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও,—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্বনাশ হ'ল।

জ্ঞানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যেধর কোথায় ?

জগ। এদিকে তো খুব চাল'কী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি ; সে চালাকী থাকলে এতদিন জুড়ী চড়তিস।

সুরেশ। চালাকী এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি ? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাকতে থাকতে দুটো একটা শিখবো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি ?—কস্তং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো ?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না, যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও !

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোশাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাশী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার !

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন ?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি ? (সুর করিয়া)

"ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্ স্টুপিড্।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজী বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্। গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন। রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস কি কর্ত্তে? আমি কিন্তু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না?

সুরেশ। বাহবা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস্। এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্?

সুরেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খরসান খেয়ে কাস্‌ছি।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কে ও সুরেশ? কতক্ষণ বাবা, কতক্ষন?

জগ। আমি বলছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার কর্‌ছিস কেন? বিষয় বখ্‌রা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্চি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা-কতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে?

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে রমেশ)। কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে!—একেয়া নাম ধরে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার; জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজদা।

জগ। যাও বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছ গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কাকে খুঁজছেন?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে!

রমেশ। 'তাও ত বটে' কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে কাঙ্গালী। কেরে ঝি—কেরে?

কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্রাকৃটিস (practice) ক'রে খিড়্কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বলবো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই!

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্নি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটি মাগীর সঙ্গে ফেরারি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিন বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন; চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, এ কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, [illegible] সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্নির ক্লার্ক

গিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস করবো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক ; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনে, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয় , সে এখন বিশ বাঁও জলে ; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন ? তবে কাগজগুলো আমায় ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকীল বটে তবে নেহাত কাঁচা নই ; পাঁচবার একজামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি ! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেকবার আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মানুষ চেন না ? এঁর সঙ্গে আলাপ কর,—তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি করতে হবে আমায় বল ? তুমি যা বলবে স্টুপিডের কান ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি ! আপনার নাম কি ? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধি-রূপিনী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়, এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটি ছোকরা তোমার এখানে আসে ?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কর্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কর্তে হয় জানিস্ নি ?—এসে বাবা এসে।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিনবো, আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক ক'রতে হবে, যাতে একখানা Bondয়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাকবে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, "তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।"

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিশ করে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিশ করবো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিস করব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েণ্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্ট (cost)য়ের দশ আনা ছ'আনা। সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চলবে না। যা হোক, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব

কার্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তারপর কন্‌টেের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটকাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুর্দাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে ?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আসতে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওবুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখলি স্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ; রূপসী, চল্লুম।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চলবে ?

রমেশ। হঁ্যা, তা চলবে।

রমেশের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি। আবার যখন এটনি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমিটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে জুটো

ঘোড়া; বাগান একখানা করতেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আসবে ; জগা, কথা কচ্ছিস্ নে যে ?

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত করে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে , মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড, আমার নামে জালিয়াতের নালিস করে চৌদ্দ বৎসর ঠেল্‌ক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখলুম আর আমায় পবিচয় দিচ্ছিস কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি ? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখতে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত করে' ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে—
(পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা। একটা সই ক'ল্লেই—ব্যস্!

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরি শোন—এ যে দু'দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাব্‌ছো বোকা-রাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্বনাশ কর্‌বে, তা রূপসী বিদ্যাধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পার্‌বো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধরখুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্র বদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝলে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। এক গুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

সুরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ারমুখো। একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনই সই কর্‌বে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। বোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। থাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো দাদার না বড অসুখ ক'রেছে?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাক্‌রুণ কাঁদ্‌ছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথায়?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিক্করি দেখ্‌তে। ডাক্তার এল, মাথায় জল-টল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সব্বনেশে জিনিষও খাইয়েছিল। দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড মেরেছেন, মাকে গালা-গালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কষ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাসছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা

মাদুলী আন্‌তাম। বৌদিদি, সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু করতে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী ?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বল্‌বো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পর্‌লে, আর কেউ কিছু ক'রতে পার্‌লে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙ্গা জলপড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আনলে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার যেয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর এই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে কানবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাকবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লের প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কতদূর হয়। (লিখন) "মেজদাদা, মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে। বল্‌বেন, খুব করেছ। কি যে যেদো, কাঁদছিস কেন ?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ্‌গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাকবেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। না, আর অসুখ করবে না।

প্রফুল্লের পুনঃ প্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকীমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্‌ তোকে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌নি! আমি কেমন সুন্দর ব্যাটবল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।

যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

ঐই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত, সহিসের মাথায় যে বাণ্ডিল দেখছি, এঁর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি জানি, ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্‌ আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস ?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি ?

সুরেশ। সুপুরি, ও মুটের মৈঁয়ে কি গা ?

রমেশ। ও কোনস্থলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কোনস্থলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি ?

সুরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখগে যা।

মহিমের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যাতে পরের অপকার তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে ? প্রথমে মা বখরা, তারপর বাপের বিষয় বখরা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু। এই মধ্যে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার কথা ভাবি নি, আজই হ'ক কালই হ'ক মর্টগেজ (Mortgage) সই করে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্টার—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাকবো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে ; এই সর্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি।

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব। এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ করবে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না ; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না, তুমি ঠাকুমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বসবো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে। ও ঘুমুক। হ্যাঁগা খান কতক রুটি গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না, না, পোড়ারমুখে আজ কিছু উঠবে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে ?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কর্‌বে কেন ?

যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল। মদের কি আশ্চর্য মহিমা এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এ সর্বনাশটা চলে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন, শেষটা কি দেনদা হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্বনাশ কি মানুষের হয়।

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ ?

রমেশ। আজ্ঞে শুনলুম বই কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্বনেশে খবর এলে, লোকে জলে ঝাঁপ দেয়, আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হত

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই। মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাকাটি, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল।

রমেশ। না, না, আপনি বুঝছেন না, সাডন সকে (**Sudden shock** একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন—বল্লেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তারপর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছি! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাকলে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস করে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই. তবে একটা কথা, দরে না বিক্‌লে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা ব'সে বেচে কিনে নাও। না বাড়ী হয়, দেনা মেটে শোধ নেন। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের, তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বল্‌তে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন' ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখতে না, আমাদের জাতে বেপার বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও তাই কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না, লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি, সে বিশ্বাস কখন' ভাঙবো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এইজন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর

বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারী-দের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাকলেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, জ্বর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস. আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ করবো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না, মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢালব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাবপত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

।াদবের পুনঃ প্রবেশ

কিরে যাদব, আবার এলি যে ?

াদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যাগেশ। কেন রে ?

াদব। ছোট কাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যাগেশ। সে কি ? এ আবার কি সর্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল ? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম ? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল।

াদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে।

যাগেশ। করুক আমার কি ? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো না, আজ থেকে তোমার দাস। (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি—আমায় বিস্মৃতি দান কর।

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা।

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা ব বলুক। লোকনিন্দা কিসের ভয় ?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন?

যোগেশ। কে ও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাববো। সব দিক্ ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, ব্যস্! যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্বনাশ কচ্ছো?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? কেড়ে নেনা!

যোগেশ। খবরদার—মার্‌ভালেগা।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্বনাশ করে দেখ।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, সরে যাও! যত মানা কর্‌বে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগেশ। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

েশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

রেশ। আয়, যাদব আয়, মা এস।

া। ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে!

মেশ। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

রেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

মেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

াগেশ। হুঁা, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

মেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

াগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান বড় সর্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হইনি।

মেশ। হয়েছ বই কি!

াগেশ। চোপ্‌রাও!

মেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

গেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

মেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কত্তে পার, তবে—

াগেশ। ঠিক করবো, দাও।

(যোগেশ সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেমন জবর সই হয়। সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

শ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

যোগেশের মোহরকরণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ কল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার ক'লে তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার ছিলে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই ক'ল্লুম। মনে কচ্ছো, মাত্‌লামি ক'চ্ছি?—না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস—ও বাবা, কোথায় যাস? ও সুরো তোর দাদাকে দেখ্।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউজ (**I bring good news**)।

রমেশ। ডাকবার যো নেই; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম একসাইটমেণ্ট (**excitement**) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শকটা (**shock**) লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার্ড (**despaired**) হবেন না, কাল্‌কে লেটেস্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেণ্টের (**Latest private telegram to agent**) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (**The Bank may recover**)। বোধ করি, দিন পনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (**Payment**) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (**Secretary**), আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড (**intimate friend**), তাঁর মাইণ্ডটা (**mind**) কতকটা রিলিভ (**relieve**) কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম!

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পার্‌বো না, বেশি এক্‌সাইট-মেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind)। আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangement) ক'র্‌বেন না। ইট ইজ অল্‌মোস্ট সারটেন্ ছাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক ইউ, মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড ফর্ ইয়োর ইনফরমেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড মর্নিং (Good morning)।

রমেশ। গুড মর্নিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্! আজ না রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদা[র] সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক মাটি! আজ যদি রেজেস্টারী না ক'ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One-third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমার ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচাবে? জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরি[র] নালিশটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্ নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী।

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমেশ। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইনফরমেশন (Information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার ক'র্‌বে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'র্‌বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে আর ওর ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাকছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন?

রমেশ। না তবু লিখিয়ে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমেশ। এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'র্ত্তে ব'লেছি কি? এ সব হাঙ্গামা মিটে যাক, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই ক'রে রেজেস্টারী ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজেস্টারী ক'রে দেবে কে?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ, যে হয় এক বেটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবিনি, যা হয় ক'র্‌বো। এখন আজকে রেজেস্টারী ক'রে নিতে পারলে হয়।

একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চলে যায়, তাকেই মুল্‌ক্‌চাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বর ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পার্‌লে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন!

রমেশ। ও সব না ব'ল্লে কি রফায় রাজি ক'ত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ি বেচে দেনা দিতে রাজি, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাকলেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি

বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন? আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখচো এই,—যেদিন বাড়ি বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাডলেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর ফির্‌বে না। পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেলে আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি দাদাকে অমন বেহেড কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে নাকি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয় দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্মে ম'রে গেছি। তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজি হ'য়ে গিয়েছে। তুমি ব'ল, হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তারপর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজি ক'র্‌বো—কেন ভাবছ।

পীতা। যা ভাল হয়, করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাবলে সব বজায় থাকবে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, না ব'ল্লেই হ'ত—মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদন পাগলার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেস্টারী ক'রে দিতে। একবার রেজেস্টারীটে ক'ত্তে পারলে বুঝতে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজি হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজি হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

বড় বৌ, বড় বৌ।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'র্‌বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ।—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন বাড়ী বেচে দাও, কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচলে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন।

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'র্‌বো বল?—আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'রলে আমরা ভাস্‌বো।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বল? ঠাকুরপো আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছটফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়। এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে যদি দাদাকে রেজেস্টারী ক'রে দিতে রাজি ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক বজায় থাকবে।

জ্ঞানদা। রেজেস্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'রছি ; সইও করেছেন, রেজেস্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'ল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি করে ?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত করবো। এই নতুন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ হবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখতে রাজি হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না, ঠাকুরপো, আর বলো না !

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি ? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি।

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমাকে ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাকবে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে নিয়ে যেও, আমি থাক্‌ব এখন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনেসপেক্‌টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কে হে, হাবুল ? এদিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনেস্‌পেক্‌টারের প্রবেশ

কি মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল ?

ইনেস্। ওহে সর্বনাশ।

রমেশ। সর্বনাশ কি ?

ইনেস্। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি করেছে !

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'র্‌বে।

রমেশ। সে কি। সুরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশবাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশবাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'র্‌তো। ওর ইউনিফরম্ (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে দাদার মাকড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ বাবু, সব সাচ্ হায় হাম শুনা।

রমেশ। অ্যাঁ! সর্বনাশের উপর সর্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর, রামা স্যাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে সে টাকা শো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আই হাব টেকেন মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্ (I have taken my oath to aid justice)

ইনেস্। তবে উপায় কি!

রমেশ। লেট জষ্টিস্ টেক ইটস কোর্স (Let justice take its course) আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে! মেয়াদ হ'য়ে যাবে।

রমেশ। লেট জষ্টিস বি ডান্, ওঃ হেল্প মি মাই গড (Let justic

be done Oh! help me my God!) ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু মতলব হ্যায়।

ইনেস্। (জনান্তিকে) দেখতা। তবে রমেশ বাবু চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্‌বো। ওহো হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, শালা বদমাস হ্যায়!

ইনেস্‌পেকটার ইত্যাদির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

রমেশ, জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠলে কেন ?

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব ক'রেছে নাকি ?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্চে।

রমেশ। সে কি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল ?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বলছি। ঘামও হ'চ্চে, শীতও কচ্ছে—এ কি !

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস ; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সে কি গো!

যোগেশ। চট করে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম ঝুম—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে ? মাথা টল্ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিনুম ? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে ! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্চেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

াঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

াগেশ। ও বাবা! এ কে?

মেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে শীতও ক'চ্ছে।

াঙ্গালী। ইনি কি অ্যাল্‌কোহল (Alcohol) ব্যবহার করে থাকেন?

মেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

াঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'র্‌লুম অ্যাপোপ্লেক্‌সি (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড ডোজ (mild dose) খেতে দিন।

াগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

াঙ্গালী। হ্যাঁ তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশবাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান (reaction)টা বড্ড বেশি হ'য়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি?

াগেশ। আজ্ঞে শরীরটে কেমন যেন ছমছমে হ'য়েছে।

াঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আনতে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েলভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেন কুইনাইন. (Twelve ounce port and three grain quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সানটা (reaction) হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যালকোহল না ছোঁন।

মেশ। তা ঔষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

াঙ্গালী। আচ্ছা আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

মেশ। আসুন। রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে' এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক ধ'রেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। হঁ্যা গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে। (জনান্তিকে) বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'লছো?

রমেশ। ব'ল্‌ছি, ভয় নেই।

জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হঁ্যা হে, এ ব্র্যাণ্ডির গন্ধ যে?

রমেশ। এখানকার ঐ বেস্ট পোর্ট (best port)। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ; এডভোকেট জেনারেলের (Advocate General) জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিষে এসেছিলুম, দু' একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিডিয়েট রিলিফ (immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেস্ট (taste)ও ব্র্যাণ্ডির মতন

রমেশ। ব্র্যাণ্ডির ও রকম রঙ হয় কি?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক একরকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুনলে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ। বৌ, দাদা ব'ল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো, তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচতে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'লবো বল ?

জ্ঞানদা। হাঁ গা, কেন, দু'দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি! সাত গোষ্ঠীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, র'য়ে ব'সে বেচা! ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাডা ক'রে থাক্‌বো বল ?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা ব'ল্‌ছো!

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েল্‌ভ পারসেণ্টের (Twelve percent) হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। দাদা, সাধে মত ! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিে আজ কার দ্বারস্থ হব ? যাদবের কি হবে ? ঐ সুরেশটার ি হবে ? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজায় বল,—থামে—আমার আপত্তি নেই আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পা দাদা বেচে দিতে ব'লেছেন, তারা ব'ল্‌বে—আজই বেচ। আ বেচতেই যে যাচ্ছেন, তার কিছু একদিনে হয় না। কেউ কো বদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচমেণ্ট (attachment) বার ক'ে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, ন হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ত্তে বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী ? এ তো জুচ্চুরি !

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি ! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার ? এও বলুন জুচ্চুরি ! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি (joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকি দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন !

যোগেশ। হুঁ ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দিন ; সর্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না ! যেদো ভিখিরী হবে ; বৌ বাঁধুনী হবে,—মাকে আমার মামার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না ! আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার (Registrar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক্ ; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখতেও আস্‌বো না, ব'লতেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নেই। ওঁর মা ব'লছেন, স্ত্রী ব'ল্‌ছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে বল্‌ছে, আধা কড়িতে সর্বস্ব বেচবেন, আর দেনদার হ'য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি আমি তো বল্‌ছি !

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ, রমেশ যা বল্‌ছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই। আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ'লেও তো বুঝতুম, মোট বয়ে সংসার চালাতুম !

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম সমস্যা'—তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্যা! মার অনুরোধ; স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক। কুনাম র'টতে দেরি হয় না, মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে, আজও সক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেস্টারি করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছ, চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও কি বলতে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি ব'লছেন?

যোগেশ। আর 'দাদা মশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজেস্টারি করে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল, কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে

দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল! সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোনা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই। চল রমেশ, তবে তয়ের হও!

যোগেশের প্রস্থান

া। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক।

নদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

েশ। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচেকিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক, এই তোমার ইচ্ছে। যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুনলেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুনতে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে বুঝতে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে। এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, "রমেশবাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে।" সবস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস্‌নি।

দা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাসবে, তা হ'লে কি বাঁচবে!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—সুরেশ ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা ! (জগমণির প্রা লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরা কি কিন্নরী ? আ মরি মরি ! চাপকানের বাহার হ'য়েছে ! আবার এই যে তকমা দেখছি ! বিবি পাগড় পর, কি বাহার দেখি ; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা

সুরেশ। চল্ চল্, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে ?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, বেটীরা পেছিয়ে পড়লো নাকি ?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন ; ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়ে কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা ? আমি পাঁঠা বেঁধে রেখেছি, আমোদ ক' ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি ? না চাইতে চাইতেই টা পাঁঠা বেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে

জগ। চোপ শুয়ার !

.শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার !

জগ। এই ইস্টুপিড্ কে ?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ। কান ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—"দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী !"

ঘোমটাওয়ালীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজযোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না !

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয় ? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পারলাম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ডা'ন। রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফরমেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে, (ঘোমটাওয়ালীদের প্রতি) এস হে !

১ম ঘোমটা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা।

জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে! কারুর দেখাটি নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না টাঁকে তা হ'লে তো ফস্কালো; কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ

তোম কে হ্যায়?

দরো। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দরো। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরো। আরে এক্কো বড় কামিনা! তোম লোক [illegible], তোমারে [illegible] বোলে?

জগ। [illegible]

দরো। [illegible] বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ কা চাপরাসী।

জগ। তাঁর তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওরৎ তো বাবু বন গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌ কা জবাব পার্‌তা নেহি?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

দরোয়ানের প্রস্থান

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও খেম্‌টাওয়ালীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাকতে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এই খানে একটু কাজ সেরে আসছি।

শিব। দোহাই সুন্দরী! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে।

জগমণির প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'র্‌বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও। কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে' কর, কি জানি একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

১ম খেম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌বো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা ত বেশ্যা নয়?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চৌদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে

একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে?

সুরেশ। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে? এরা সব রাজ্যের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (**Deputy Magistrate**)। গাও হে ক'নেরা গাও।

খেম্‌টাওয়ালীগণের গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোট মুস্কিল।
ড্যাগরা নাগর বরণ ভুরু-পোড়া, বদনখানি বাদার বিল।
মরি কি আঁকা বাঁকা চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, ভুরু মেড়ে ফাঁকা,
গন্ধে গোঁফ বাছা, দাড়ী উল্টো ঠোঁটে মস্তায় দিল।

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'লছো?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই ব'ল্‌ছি, তাই ব'লছি। কি জান, বোসেরা একটা যাত্রা-ওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাসী!

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি!

য় ঘোমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্ ঘরে চল্, তোমার দাদার পছন্দ হবে না।

রেশ। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস। বিদ্যাধরী, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিদ্যাধরী, চুপ ক'রে আছ যে; বর পছন্দ হ'চ্ছে না না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল এখন বাসরঘর হবে না?

সুরেশ। সে কি দাদা? আগে বে' হক্।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হয়েছে তো?

মদন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম—"

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

খেমটাগণ। উলু উলু উলু—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। জগা, সর্বনাশ করেছিস্। ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্ পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা? সে কি গো?

কাঙ্গালী। এই ছ্যাখ এই সার্জ্জন আসছে।

ইনেস্‌পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের পুনঃ প্রবেশ

ইনেস্। সুরেশবাবু এ মাকড়ী কার?

সুরেশ। এ মাকড়ী মেজ বৌ'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। (খেমটাওয়ালীগণের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো

ইনেস্। কি বাক্স ভেঙে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা পুলিসমে সব কইকো চালান দগা।

সুরেশ। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা!

ইনেস্। সুরেশবাবু সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেসপেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির ক'রবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমি কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বৌযেতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে; বলেন তো রিপোর্ট লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'রবেন মনে ক'রে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বলছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! আলপিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর।

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি ? আবার জবরদস্তি ! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালাটালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি ! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে। জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই ? রেজেস্টারি নেই করকে ঘরমে রাখকে গিয়া কাহে ?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজিস্টারি ক'ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিশ কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ লে চলে ?

সুরেশ। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বলছি আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আসতে চায়নি, আমি ওর গার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনস্পেক্টারসাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা অপমান করবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন, আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস। কাঙ্গালী বাবু, মামলা সাজিয়েছেন বটে টেঁকবে না !

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন। আর নালিশ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

নেস্। চল, এন্‌লোককে লে চল, আওরাৎলোককে ছোড় দেও।

দন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিস।

সুরেশ। হায় হায় আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগলাটাকে মজালুম! নরাধম বিটলে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল্। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে আমার উপর দাবী দাও, শিবু ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

দন। হায় হায়, বে কত্তে এসে মজলুম!

নেস্। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

মা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুটি লেও।

বু। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

মা। তোমবি আও, রিপোর্ট লিখনে হোগা।

ভগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

গ। তুই ভাবি গাধা। সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'রলি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে গেল।

গ। আ মুখ্যু, আ মুখ্যু। যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বলছিস, ওকে অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'যেছিল, আমায় পছন্দও করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পারলি নি,—কাজ কর্‌লি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্বনাশ হ'য়েছে. সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি না; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি কাকে ডাক্‌ছো?

পীত। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি বল্‌তে এসেছ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে তাদের কাছে যাও—আমি রেজেস্টারি আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন

পীত। আজ্ঞে সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি এ আর বিচিত্র কি? চুরি জুচ্চুরি কাটিবাড়ী দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান সেথায় ফৌজদারী হবে আশ্চর্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না, আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্ছি, ভুলে থাকব ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ি কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসর্জন, এইতে যদ্দিন যায়। য ম'রবো, ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

[জ্ঞা]নদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

[উ]মা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে?

[যো]গেশ। শুনেছি, আর দুবার শোনাতে চাও শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে! আমার উত্তর শুনবে? আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো। যা সেদিন ছিল যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আসতো; বোধ হয় খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত, সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি আমায় লোকে জানতো; আজ সে [দিন] নেই—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব।

[উমা]। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ [ছাড়্]। আমি বুড়ো মা—আর আমায় যন্ত্রণা দিস্ নি।

[যো]গেশ। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, [মেয়েকে পার] ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গেয়েছে।

[উ]মা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে রয়েছে! যোগেশ তুই এ কথা বল্লি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি।

যোগেশ। মা তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস রেখ না, যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক্ রক্ষা করবে। মা বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি—মনে করে দেখ যখন আমি কাজ-কর্ম করে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হত আবার

মাকে প্রণাম করবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সং
আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো ; সমস্ত দিন কাে
ভুলে থাকৃতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্ে
পারছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরি আমার দ
ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ি থেকে নেমে দোরে ছেলেকে দেখতেম্
উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখতেম্
বাড়ী আস্তেম—স্বর্গে আস্তেম্। আজ সেই বাড়ী আমার নরক
বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চা
না, বিষয় চান, পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; ভা
আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ। কি সুখের সংসার
তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর শক্তি কই ? জোচ্চো
জোচ্চোর, জোচ্চোর। মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি।

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি তোমার বিষ
দেখি নে, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম ; তুমি টাকা
শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে তুমি বাড়ী বেচ্লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য ? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কাঞ্চন ফে
কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ! সমস্ত বে
যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতাম, য
টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাকত
এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আ
বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে তার দোর খু
দিয়েছি।

পীতা। বাবু আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে
ভয় হয় ; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার
ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেস্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হক্, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রটেছে!

জ্ঞানদা। ওগো আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি, ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও; আগুন আছে, পুড়ে মর, বঁটি আছে, গলায় দাও, বিষ আছে, কিনে খাও, আমায় কেন ব'লছ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদেব উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না; কারুব কখনও ঘোচেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটি কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম মেজবাবু ছোটবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যা! বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতা। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শীগগির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুন্‌লেম্।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মডার উপব খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বটঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আনতে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচবো না মা, তোমার পায়ে প'ড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—ঠাকুরপোকে শাস্তি ক'রবে, আমি ভুলবো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি, তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে. আমি সব গহনা খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগগির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব-টায়েব জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্, ন্যাকামো করিস এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে যে স্বরেশকে মাকৃড়ী তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তাতো না, আমি মাতুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো!

রমেশ। কি ক'রে ব'ল্‌বি কি? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস্, তেমনি ক'রে ব'লবি। এই কথা ব'লতে আর পার্‌বি নি?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পারবো না।

রমেশ। পার্‌বি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন শোন, তুই এ কথা না ব'ল্লে স্বরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, স্বরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার প্রাণ বড় কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না, ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়!

রমেশ। তবে স্বরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুনবি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার! কেটে ফেলবো, দূর ক'রে দেব। শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম ব'লিস তো বল্‌বি, নইলে আর মুখ দেখবো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ!

যাদব। না কাকাবাবু, আব বল্‌বো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আন্‌তে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি। যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর জেল ক'রেছিল!—কি অবিচার--কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'র্‌তে পার্‌তে। সুরেশকে জেল দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।

রমেশ। কি মাতলামো ক'র্‌ছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্মে বিলম্ব না, যেদোর গলায় পা দাও; আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর, আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।

রমেশ। মাতলামোর আর জায়গা পেলে না!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধর্ ধর্ তোর কাকাবাবুকে ধর্।

যোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বরাত্, বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্, বরাত্। আর কি ক'রবো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'রবো! বরাত্, বরাত্। ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পারছো না? অমন ক'রছো কেন, আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে, তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাসতুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান বংশরক্ষা—

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'ল্‌ছে, শোন না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল। বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও একটি কথা বলতে হবে, এই কথা—তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বার করে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে, তুমি ব'ল্‌বে যে চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি—

মদন ঘোষের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী কর্ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে
(তোক

জগ। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না, যদি পাগলাটাকে দে বলাতে পারতুম, তাহলে ম্যাজিস্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি, আছ্‌ড়ে মার।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিশ কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কনষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালাগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ্ রাও, চোপ্।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিউলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্স্ট প্রিজনার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজনার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর শিবনাথ (I appear for Shivanath)।

জমা। খোদাবন্দ! ঘরসে বাক্‌স তোড়কে আসামী সুরেশ মাক্‌ড়ী চোরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকে দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (Breaking box, stealing ear-ing)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড (I understand)!

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

ধর্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইন্টার। কি নাম ?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠেরবাক্সতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হুজুর, ধর্ম-অবতার! আমার একটি আরজি শুনতে আজ্ঞা হয়!

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম কোন হ্যায় ?

ইন্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা

ও ইজ ইট (Oh is it)? ক্যা আওর বোলে ?

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। এঁর ভাজ, রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকড়ীগুলি এঁকে দেন, কিন্তু পাছে ভাজকে সাজা দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকো পাকড় লেও।

সুরেশ। হুজুর, ধর্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি, আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা ব'লছে। ধর্ম-অবতার, আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড ফর ইওর কন্‌ফেশন্।

(Young man, you will be punished for your confession)।

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়। যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ কত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি,তখন আমি বুঝতে পারছি, যে আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী। আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড ভাজ অন্নপূর্ণা। ছোট ভাজ সরলা সোনার প্রতিমা। মেজদা উকিল, আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিশ পারসুয়েশন্ (He is speaking under police persuation)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্প, আই হ্যাব ওয়ারণ্ড হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হতে পারে? আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে বসেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট চুরির কঠা কি বলো?

জমা। টঙ্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমায় মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। মিস্টার পিয়ারসন্, আই ডিসচার্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট (Mr, **Pearson, I discharge your client**)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারশিপ (**Thank your worship**)।

ম্যাজিষ্ট্রেট. ইণ্টারপ্রেটার ও উকিলগণের প্রস্থান

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে একবার দেখি। সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জানতেম, কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানিনি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখলেম ; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি এ ঋণের এক কণাও শোধবার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও। আমার কোন গুণ নেই, তোমার কিছুই ক'ত্তে পারব না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জে'ন যে,আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয় আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটির থাকে—আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব। যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাইরে, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর।

পাহারা। চল্! চল্! হাতবড়াও মৎ!

জমা। আরে রহো রহো—

সুরেশ। শিবনাথ আমার একটি অনুরোধ রেখ—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও। আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চ'ল্লাম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই তোমার মাকে সদ্গুণে সুখী ক'য়ো। যদি কখন'

আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন, আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বারবার আমায় শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি; আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তোমার মা যেন তাঁকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, কেউ দেখবার লোক থাক্‌বে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধতে পার্‌বো না, তুমি এ অকর্মণ্যের জন্য কেঁদ না।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটীর সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দি অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে ; আপনি অতি সজ্জন প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। মশায়ের আমার নিকট প্রয়োজন ?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্য জন্য আ একান্ত সুনলিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধূর্ত্ত।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি ?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হন

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর ?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য ক'রে মাথার কে অসিত ক'রলেন, এখন যাতে আপনি খোস মেজাজে নিরুদ্বে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'স্‌তে পারেন, আর নিরুদ্বে কাল কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি

পীতা। কি উপায় 'উদভ্রান্ত' ক'র্‌লেন ?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত ?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'লছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন

কাঙ্গালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'র্‌ছি ; আপনা আমি পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

তা। প্রাপ্ত করান।

ঙ্গালী। উত্তম উত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য ক'রতে হবে, কোন কষ্ট নাই।

তা। কি কাজটা শুনি?

ঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

:। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

পালী। বুঝ্‌বেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

ক। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

ালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্বদাই অনটল পাবেন।

। কাজটা কি বলুন না?

ালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই। তা হচ্ছে না, আমি তার পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। যোগেশ-বাবুকে ব'ল্‌বেন,—কিছু না পারি তার জচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

।। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

গালী। এ কার্যে আপনার লাভ কি?

।। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো, দুর্জনকে সাজা দেব।

ালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্যবেক্ষন' করুন, 'পর্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতল
খাটবে না।

কাঙ্গালী। ম'শায়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়্‌বে না, যে টাক
মকদ'মায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, তুশে
একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ কচ্ছেন, চ'লে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোথেকে এ বালাই এল। ভাল চাও তো বেরি
যাও ; দুর্গা দুর্গা সকাল-বেলা।—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দে'খে নেব উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষট
বুঝবে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই রক
সুটে (Suit) মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'র্‌তে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ ? শুনছি নাকি বৌকে দি
আমার নামে নালিশ করাবে ? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখ
পাই, দাদা মদে-ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্‌,তারপর ছেলেটা পথে বসুক

পীতা। ম'শায় যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আ
রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট (Receiver appoint) ক'রেছি,যেদো সাবাল
হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো, ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভা
আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জন, নইলে ভাই
মেয়াদ খাটান !

শ। শোন, কাঙ্গালী শোন! আমি দুর্জন বটে?

া। রমেশবাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড়ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তাকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

শ। তোমার এমনই আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্‌লামো ক'রবেন, আর আমি কিছু ব'লবো না? আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো কন্‌ভে (Convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েণ্টস্ বিহাফে (Client's behalf) দখল ক'রেছি।

তা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কনভে (convey) হ'য়ে গেল?

মশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট্ (defamation suit) হ'তে পারে। রেজেস্টারি অফিসে মর্টগেজের কপি দেখে এস, বারবার হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

া। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো!

শ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ।

া। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

মেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

তা। আপনি নরাধম।

পীতাম্বরের প্রস্থান

াঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয়

হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখল থাক্। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরা খাচ্চেন। এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞা দিয়ে ওর দেশে এক মামলা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নি ওর জাস্তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম কর্‌তে হবে।

উভয়ের প্র

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদিগণ, সুরেশ ও মেট

ম কয়েদী। কাঁদ্‌ছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

ম। দে শালার মাথায় চাটি, দে শালার মাথায় চাটি।

মট। তুই শালা, কি হঁা ক'রে দেখছিস্? পাথর ভাঙ।

সুরেশকে প্রহার

সুরেশ। উঃ মা!

েট। হাঃ হাঃ। এখানে মাও নেই, বাপও নেই, ভাঙ্গ শালা ভাঙ্গ পাথর, জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোসকা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ।

১ম কয়েদী। তোর অঙ্কেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস?

সুরেশ। আমার ঠেঙে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর থেকে টাকা আন্ না, যোগাড় করে হাঁস্‌পাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট তার যোগাড় করুছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তারপর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাকবি, তা বুঝতে পারবি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী—

মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুশি কর, আর যদি ভদ্র-আনার জাি
কর, পাথর ভাঙো ; আর মেটের বেত খাও।

টারন্‌কি (Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ

টারনকি। এ আসামী, তোমরা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরেশ। মেজদা, আমায় কি এমনি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমা;
বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমেশ। চুপ ক'রে কথা শোন্, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কালই
খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী
থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্, খবরদার।

সুরেশ। না মেজদা, দেখো; আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমি ক'রবো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোকে
ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় ক'ত্তে হবে, সই
কর।

সুরেশের সহিকরণ

রমেশ। কাঙ্গালী, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতেই
অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছে, বোধ কি, ট্রান্সপোর্ট
(Transport) দেবার চেষ্টা ক'রছো।

রমেশ। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্ নেই নেই। দে
আর একজনকে সাক্ষী করবো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল এ কিসের লেখাপড়া?

:মেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

সুরেশ। আমার বখ্‌রা কি ?

:মেশ। তুই জানিস্‌ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

রেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমরা ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি,আমি এখন বুঝতে পার্‌ছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ। তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না! তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌? দে দে, কাগজখানা দে।

রেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'র্ত্তে আস নি, আপনার কাজ ক'র্ত্তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ, কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু তাকে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও

কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন; দাদার f
সর্বনাশ তুমি ক'রেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুf
পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্বনাশ হ'য়েছে
ব্যাঙ্ক ফেল হ'যে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে
টাকা নাই—

সুরেশ। মেজদা, বড চমৎকার বোঝাচ্ছ। দাদার টাকা নাই, তোমা
টাকা নাই—তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়স
রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমা
চেয়ে মিথ্যাবাদী। আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়েও
মিথ্যাবাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না,—তোমার দাদ
তোমার ভালর জন্যে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিস করে
ছিলেন,আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার কে
দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন
আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখরা নিতে
নিতে এসেছেন—আর ভালয় কাজ নেই.আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম,
তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে
জুচ্চুরী ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান?—
আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

টারন্‌কি। চল্‌ রে চল্‌।

মেট। খাট না শালা, ব'সে রয়েছিস্‌? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না! (মূর্ছা)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই ত, হাসপাতালে নিয়ে যাও

সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান

টারন্‌কি। থানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্‌—লাইন্‌ হো!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্‌ফড় করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্‌ স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বল্‌বো, পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পারলেম না বাছা, আমি কত দিব্যি গেলে ব'ল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'রবে না? পুলিশ থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে,—'না'; সব ছোঁড়াদের দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তাকে নিয়ে এস। তা'কে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা। বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর পনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি ?

উমা। বাবা, তোমার বাড় বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ। মেজটা হবার পর ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বচ্ছর অবধি দস্যি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে। পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পুজো করগে।

উমা। বাবা, পুজো করব কি। পুজো কত্তে যাই, সুরেশকে দেখি, খেতে বসতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে ; চোখ বুজতে যাই সুরেশকে দেখি। হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বলছিস্ ? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে কেন ? তবে বুঝি আমার সুরেশ নেই।

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়। চোখে বালি পড়েছে, চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়; যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখলে নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাবতে পারিনি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলাম। কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে রেজেস্টারী ক'রে দে! আমার ধর্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'লবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী ওই সর্বনাশের গোড়া, যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তাহলে কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস ক'ত্ত? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল, দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, "মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব?" গোবিন্দজী কেন আমার এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খোয়াতে ব'ল্লেম। আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হয়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে—তাই বাছা আমি স্থির হতে পাচ্ছিনি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?

পীতা। দেখলে সেদিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলুম, মেয়াদ হয়েছে—মেয়াদ হলে কেউ পুজো দেয়? তোমার যেমন কথা, এ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাতদিন ব্যাজ্ ব্যাজ ক'রবে কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'রবে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পুজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস। উমাসুন্দরীর প্রস্থান

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়। মাগীকে ধ'ম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না। এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি ক'রবো, কিছু ভেবে পাই নি, একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিঃশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস করি। একটু নিথর হ'য়ে থাকলে, আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন; আমার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদ্‌ছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে? আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পার্‌লে না?

পীতা। কই আর পার্‌লেম? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কর্‌লুম, কিছুই তো ক'ত্তে পার্‌লেম না! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুনলেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সে কি! সে কি চণ্ডাল? তুমি আরও টাকা কবলাও, যে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম। আর তো টাকা হাতে নেই মা। মাগো তুমি গয়না খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গয়না।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর তাতে গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা দিতে হবে না ; একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা ?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকান করবেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর, আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশি, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে, জেলদারোগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে।

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট ক'রে খেয়ে নিই।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি ? পালিয়ে আসিস্ নি তো ?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে, ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই কর্‌লেই হয় ; ও উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় সই না করে, মা সই করে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন করে গো ! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো !

জ্ঞানদা। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্, মা শুন্‌বেন।

প্রফুল্ল। মাকে ব'ল্‌বো না ?

জ্ঞানদা। না, না, খবরদার বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে ?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্যিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম ; আমায় চুপি চুপি মাকে ব'ল্‌তে ব'লেছিল, তোমায় বল্‌তে বারণ ক'রেছিল, না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে ; আমায় ভুলিয়ে রাখতো—আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো ; আমি কাল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলাম। আমায় ব'ল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দোব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন' কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই নি, যেদোকে দেখতে পাই নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে ? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুনতে নেই। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে ?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, ঠাকুর পোকে আনতে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়িতে যাবে ? ও আমায় বাপের বাড়ি না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আস্‌তে দিতুম না, দেখতুম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে। আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যা'ব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুনবো—মিথ্যা কথা কি করে শুনবো? দিদি, আমি খাব না, কিছু করবো না, আমি ম'রবো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়িতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেন।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আসছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে, বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্চে, বাবা!

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাস্টার ম'শায় মারেন, ছোট কাকা-বাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না, বল না বাবা, কখন আসবে?

যোগেশ। রাত্রে আসবে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এসেছে রে।

যাদব ছোটকাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখবো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্‌, তোর কাকীমার সঙ্গে থাবি' যা।

যাদব। কাকীমা কাকীমা—

যাদবের প্রস্থান

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব ক'রেছেন. মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই ক'রয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা বল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তয়ের ক'রেছে না কি?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপো র জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে শুরু ক'রেছ নাকি?

যোগেশ। উঃ! সব ভুলতে পারছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি।

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হ'লে?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল ?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক। পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে ? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে এইটে ক'রেছে ?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো মশয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্বেশ্বর সাধু খাঁ পেয়েছেন ? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো ? ব্যাঙ্ক খুলবে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে ; জুচ্চুরি মতলবটা দেখ ! সাজস, সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না,সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে। আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল, না বাতি জ্বালালেই হ'ল !

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ, শুনছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস, না, সত্য ?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয় ?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'র্‌বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেস্টারি হ'ল কি ক'রে ? ঠকানও বটে, সাজসও বটে, উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর উনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মতলব ক'রেছেন।

ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট্‌ ক'রে আসবেন চলুন। আমি ব'ল্‌ছি আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন !

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না, একখানা চেক্‌বই নিয়ে আসবেন, আমাদের দেবেন না। আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আসবেন। আর হাজার দুচার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধে ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু

চাই নি, সুরেশকে ভুলতে পারছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো! কারে দুষ্‌ছি, আমারই বা কি? গাড়ি আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়িরই বা কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ি নেই? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে, আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ি ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্ দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি!

শিব। না পীতাম্বরবাবু, আপনি নিন্, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়িতে

দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হক্কের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল। রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা তোমার এ কোন দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটি বার।
মদ খেয়ে বেড়ায় মেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্ লিনি চেয়ে,
আমিও মাত বো মদে মা ব'লে ডাকবো না আর।

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড নয়নে চা'চ্ছ যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

ইতর স্ত্রীলোকের প্রস্থান

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুব মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে! সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'র্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক্, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান! কিসের লজ্জা?

টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ি, ঘড়ির চেন র'য়েছে ? (দোকানে প্রবেশ পূর্বক) ভাই, এই ঘড়ি, ঘড়ির চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডি দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা ? নিন, ভদ্রলোক —চাচ্ছেন, ফেরাব না, পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সবাপের দোকান খালি.
যত-চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা ক'রে শালপাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে
তেলমাখা মটরভাজা মোলাম বেদানা।

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কই ছাই গাড়ি তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন ? শুঁড়ীব দোকানে ঢুক্লেন নাকি ? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চলে গেছেন।

শুঁড়ী। ম'শায়, যান কেন ? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

পীতাম্বরের প্রস্থান

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়—আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

গীত

চুচ্চ রে হ'য়ে মদে এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হব্ ষড়ি তামাক দেয় সেজে—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ গাও যত পায় তায় কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা পড়ে থাক যেথা সেথা
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন! বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না--

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পারবে না, মাতোয়ালা হয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা!

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাকৃছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

যোগেশ, পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল। ওহে, আর একটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু। প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ির উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম দেখবেন ব'লছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন্, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না?

জ্ঞানদা। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ী পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়ে বোন্?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন্?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো গয়না বেচে দিই! একশো দু'শো টাকায় হবে না?

জগমণির প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো!

জ্ঞানদা। কেগা তুমি? তোমার কেমল আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ির ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ি এইখানে। আহা, তোমাদের সোনার সংসার ছারখাবে গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন। তুমি সরে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ি এসেছি, এমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি? আহা সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়িতে যেতো, কত আবদার ক'র্‌ত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকরুণ শুনবে।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অমন ডবকা ছেলে তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, রয়েছি—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা, স্থরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে, ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পারবে না, স্থরেশ আমায় খুড়ো খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'ল্‌তো বল্‌তো, দূর হ'বি ত হ'; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক না গা!

উমা। ছি মা ছি, দুর্বাক্য কারুকে ব'লতে নাই, মানুষ বাড়িতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন। ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তোমাদের সোনার সংসার কি হ'য়ে গেল।

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি বলতুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি স্থরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা-পাওনা আছে, তাই ব'লতে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো!

উমা। আর বোন্, আমাতে কি আমি আছি, সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞানদা। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'লবো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা, কি ব'ল্‌ছে শুনি!

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে।

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী।

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি ব'লবে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'রত, ওর চুরি ক'রত, আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতাম; এই ক'রে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে শিবে ব'লে একটি ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে!

উমা। তারপর, তারপর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি ; কিন্তু কর্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া ; আমায় ধমক ধামক ক'রে বল্লে, "টাকা কি ক'রেছিস্ ?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন ঠেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারিনি। সে বলে, 'নালিস ক'র্‌বো।" বলে, "কেন ? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন ?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে।

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ডছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে।

উমা। দেখ বোন্, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কডা রাখবো না, যেমন ক'রে পারি শোধ দেব। আমি বড বিপদে পড়েছি। গোবিন্দজীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি, একটু হিল্লে লাগছে ; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয় আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্তা তো আর রাখতে চায় না ; সে বলে, "কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই ? আবার সই কিসের ?

জগ। কে জানে বোন্, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন্, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব ; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক। কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'লতে এসেছি, অমন ডবকা ছেলে, এখনও দশদিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন্, চিঠি লিখেছে, পরশু দিন আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'লবো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল—আমায় শীগগির বল?

জগ। ও বোন্ তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগগির বল, শীগগির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগগির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল,—তোমার পায়ে পড়ি বল? দেখছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চলে এস, দূর হ মাগী, দূর হ।

উমা। বল—বল, শীগগির বল, কেন স্ত্রী হত্যা দেখছো। তুমি সেকেলে

মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না ! বল দিদি বল, আমার প্রাণ বাঁখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল ? আমার সুরেশকে পাব তো ?

জগ। দিদি, কি ব'লবো বল, তার যে জেল হয়েছে ; সে পাথর ভাঙ্গছে।

উমা। এ্যা ! জেল হ'য়েছে ?

আনন্দ। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী—দূর হ !

উমা। অ্যাঁ জেল হ'য়েছে ? পাথর ভাঙ্গছে ? মধুসূদন ! (মূর্চ্ছা)

আনন্দ। ও মা ! কি হ'ল গো ! কি সর্বনাশ ! মা, মা, মিছে কথা মা, শোন মা—দূর হ মাগী !

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূচ্ছো গেল—কাল আবার আসবো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না। কাজের কথা শোন্ তবে তো মূচ্ছো যাবি।

আনন্দ। বেয়ারা বেয়ারা, মাগীকে গর্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোগকে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না ? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো !

উমা। আ মর্ ! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন ? গোল কচ্ছিস্ কেন ? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো !

আনন্দ। মা, মা, কি ব'লছো ? মা, ওঠো মা !

উমা। যা পোড়ারমুখী আমি এখন খাব না।

আনন্দ। ও মা, কি ব'লছো মা, ওঠো মা।

উমা। আ মর ! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'লবো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মারলে।

আনন্দ। হায়, হায় ! মেজবৌ রে, সর্বনাশ হ'ল ! মা বুঝি ক্ষেপল।

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফির্‌বি! আর কি মা ব'ল্‌বি! তুই যে আমার হাবানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেযেছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্গছে। ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্বনাশ। কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগগিব পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে আনুক।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ওমা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিবে আস্‌বে, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথব ভাঙ্গতে হবে না; মা মা,শুনছো মা? মা,মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমাব পায়ে পডি মা, আমি শ্বশুরবাডি যাব না মা, আমায় শ্বশুববাড়ি পাঠিযে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বডবৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাকৃতে পার না। আহা হা হা! কি হ'ল, কি হ'ল। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বব, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো। এই যে বডবৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুলছো কেন, তুলছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয়

ঘু'মও. ব্যস্। বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো ?

জ্ঞানদা। আর কি বল্‌বো বাছা, সর্বনাশ হয়েছে। এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর; পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সরগরম হ'ক ; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে ? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখছো না ?

যোগেশ। তোর কি ? তুই কেন মূর্চ্ছা যা না।

পীতা। না, মাতলামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীকে বিছেনায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই ; গিন্নীমা গিন্নীমা—

উমা। কে রে রূপো ? ঠাকরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি ? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস ; এখুনি আছাড় খেয়ে পড়বে।

পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা যাস্ শালা ? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস ?

পীতা। যান্ ম'শায় মাতলামীর সময় আছে

যোগেশ। চোপরাও শূয়ার, আমি মাতাল ? দেখ্, বাড়ির ভেতর থেকে যা বল্‌ছি ; ভাল চাস্ তো বাড়ির ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফিরছো ?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি ?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই ; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি ?

ইঁট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার

পীতা। ওরে বাপ্‌রে ! খুন ক'র্‌লে রে, খুন ক'র্‌লে রে !

প্রস্থান

যোগেশ। ধর শালাকে ! চোর, চোর, চোর—

পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ির ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। ভাই, শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখতে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এত মিনতি ক'র্‌ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ি যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্ন ক'রছে, তোমায় আর কি বল্‌বো! মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধতে পার্‌বো না—

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধতে পার্‌বো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বৌর কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলাম না; সে যে বাড়ি বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাডভারটাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্‌টিভ পুলিশ (Detective Police)কে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পারছিনি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোনার সংসার ছারখার হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজ-দাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কর্‌ছ, তুমি সব ফের পাবে, তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দমা ক'র্‌বো। তোমার মেজদার জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়ি বেচতে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা ক'রবেন!

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে শীগগির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপছে, আমি এত বারণ ক'রলেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে পড়লেম, এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব!

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে

নিয়ে এল ; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি
কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার
কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও ; তোমার মত ব
আমার যেন জন্মজন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই ; মা বলেন, তোরা দু'ভাই! আমা
মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই ; আমার পুলিশের ক
মনে পড়লে এখন গা কাঁপে। তুমি আপনাকে বিসর্জন দিয়ে আম
বাঁচিয়েচ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি
শুধরেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাস
ক'রছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে, খু
যে! পথে আবার কাঙ্গালে বেটা ধ'রেছে, তাকেও ব'লেছি তুমি
ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তাব মাগ বেটী—বেটীই ব
আর ব্যাটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগলো। অমন চেহারা কখন দেখি
নি বাবা! মন্‌স্টার অব আগলিনেস্! (Monster of ugliness)
শিববাবু তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'রছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম নয় ; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক
খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি

সকলের প্রস্থা

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন্। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন ; পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্, তারপর মকর্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল ; বেটা এম্‌নি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জর,—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ি ক'রে চল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর?

কাঙ্গালী। সুরেশও মদ্দোর, ও-ও মদ্দোর, কে কাকে দেখে, ও বেটা তো গাড়ির ভেতর ভির্‌মি গেল, সুরেশও ভিরমি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিটতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুটলো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ি নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলাম—যে, শিবেকে চটাস নি, হাতে রাখ, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাসপাতালে প'চতো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল! ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা

পেলি বল্ দেখি? পাগল ব'ল্‌লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ত্তে পার্‌তিস, না আমি পার্‌তুম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত?

কাঙ্গালী। পাগলাটা খুব হুঁশিয়ার, কেমন সন্ধান ক'বে ক'রে, সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে!

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতাম, এও বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও! বেটা-ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ি বেচে? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেস্টারি আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিন ধরান আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্ পারসনিফিকেশন (false personification) এর চার্জ আনতো, তা হ'লে সর্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ আনলেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছি কি ক'ত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছি কি ক'ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পার্‌লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ আন্‌বে?

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ি বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি, ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়িটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত ফ্যাসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি, স্বচ্ছন্দে মকর্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পারতেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি ক'রছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের (Administrator General) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে। পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হ্যাগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'রলে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'রলেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটারের (Administrator) গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'রবো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'রলুম না, শেষ যা হয় দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়লে মকর্দ্দমা চ'লতো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'রবেন না, সে ভয় ক'রবেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'রলে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'রলে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাসতুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কনস্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটি তো যে সে দেয়নি।

জগ। কি মকর্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে। মনে করিস্ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, তারি বুদ্ধি তোদেরই! এই মাইছুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান যে মেয়েছে, কি করবো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেসটা (case) ক'রেছিস শুনি?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে ওর জাসতুতো ভাই ফৌজদারি বাঁধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস, যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে, ওর জাস্তুতো ভাই প্যাঁচে পড়বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিকঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা-হা-হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম, কেমন বল পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ ক'ত্তে চাস্ মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস, আমি মারছি, তা তুই রাজী হ'লি কৈ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে, কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পারছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ করবে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে।

আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর মেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি?

রমেশ। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব দিক মেটে নি, কেউ যদি বড়-বৌকে হাত ক'রে মকর্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি!

জগ। ক্রমে বুঝবে. ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস!

রমেশ। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্ পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক—তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেণ্ট রেজেস্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেস্টার যা ভারী বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেস্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে।—ওরে ভজা!

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না,—একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেস্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেস্টার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি

ব'ল্‌বে, তুমি জমিদার, সপ্তচর পরগনা তোমার জমিদারী। না:
বল্‌বে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমিদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমিদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে
রুপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা
চাই তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমিদারকা সামনে দো রোপেয়া নজর লে' আয়া? তা
হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রেই চাই। এই ধর না
পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আট টাকার কম
একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল।
ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—
তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি!
পোশাক, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি ভো তোমায় দিতেই
হবে, আমি খালি গোঁফে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে
এক ফোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর বদ্যিনাথ সাজতে
বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমিদার, ষোল
রোপেয়া নজর লে-আও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমিদারকা সাথ হুডবড়াতে হো?

[র]মেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

[ভ]জ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

[র]মেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক থাবে না।

[ভ]জ। জমিদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেঙ্গা এসাহ, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো—ওত্তাই বেকুবি হ্যায়। গাঙ্কেকা মাফিক কলম পাকড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমিদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন যাগা, কুছ পরোয়া নেই, রুপেয়া লে' আও।

[র]মেশ। তোমায় যে গোটা কতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

[ভ]জ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো, সব কথা কি মনে থাকবে, কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্।

ভজহরির প্রস্থান

[র]মেশ। এ ছোকরা চালাক আছে।

[ক]াঙ্গালী। তা খুব!

[র]ঙ্গ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশহাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

[র]মেশ। তার জন্য ভাবনা নেই, তার জন্য ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

রমেশের প্রস্থান

[র]ঙ্গ। ছুঁড়িটিকে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হয়ে গেলে তোমায় মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি ; আজ না হয় কা'ল, কদ্দিন তাঁড়াবে ?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি ; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেটে মরবো, বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই, তুই টুপিট তখন দেখ্‌বি ! ভঙ্গার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই। এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে। আমার কতক যুগ্যি রমেশ

কাঙ্গালী। চল্‌ চল্‌, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেচি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজতে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস কেন ? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি ?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি ? আমি যা খুশি করি, তুই বকাসনি।

কাঙ্গালী। যা মরগে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমাদের সঙ্গে লুকো-চুরি—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বার ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি ক'ত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে ম'র্‌ছে তাই দেখতে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসিনি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা'র করে দাও, সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাইনি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকুঢুকু মদ খেতে চাই, ব্যস।

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্—তোমায় ধিক্।

যোগেশ। ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার। আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্ ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা, 'ধিকের' উপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁশ কর, কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখিতেও যে ছেলের খাবার জোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছো যে? কিসের লজ্জা? লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিনদিন ভিক্ষে করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্যে রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস।

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বার কর; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েচে, আমি ভেঙ্গে নিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটি ঘব ভাডা ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিল? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ! আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেডাচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা-হা-হা! ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝ, তোমাব পায়ে পড়ি, একটু বোঝ।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন কর্‌বো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লিনি? ছাড়্ হারামজাদী—ছাড়্।

গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না! আমি পতিপুত্রহীনা, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ও মা! এ যে সিটকে গিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়বো নাকি!

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও, কোন দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাকবে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই; আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটি বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটি বাটি যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ওমা, ঘটি বাটি তো ঢের, ভালো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম; তাই চ'লে যেয়ো বাছা; চলে যেয়ো।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

যাদবের প্রবেশ

যাদব। মা, তুমি কাঁদছো কেন?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্—এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদব। কোথা' যাব মা?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেযে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

যাদব। পথে চ'ল্‌তে পারবো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে, আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও!

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে। ভিক্ষে ক'র্ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?

প্রফুল্লর প্রবেশ

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব, যা তো এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

যাদবের প্রস্থান

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, ওদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি; কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না.

তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডা'ন, "যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্‌ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না।

জ্ঞানদা। বোন্‌, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি, রাত্রে একটু ফ্যান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্‌ করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তেম, যাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন, তোমার গয়না নিয়ে আমি কি কর্‌বো? এ তো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু। সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলাম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই,

আমি তোমার সেই ছোট বোন্; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিস যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতেম সে কাপড় যাদবের নেই, কখনও চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখি নি, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত্ মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। দেখ বোন—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ। আমি কোথায় যাব, স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদছো কেন? অমন ক'চ্ছ কেন?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন ক'চ্চে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী-। হ্যাঁগা, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি? তোমার এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী-। এ তোমার কে গা?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ী-। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা সে ঢের কাহিনী। তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ী-। হুঁ হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝতে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী-। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না, আমি কোথায় গয়না বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙ্গাল মানুষ, আমি অত পারব না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী-। বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দাও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন্, তুমি কেন অমন ক'চ্ছো? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচবো না, যেদোর যদি কিছু ক'ত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচবি নি? ওমা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আট্‌কাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী-। না বাছা, আমি কবরেজ ডাক্‌তে পার্‌বো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদেয় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওঠো; ম'ত্তে হয়—রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফুল্ল। হ্যাগা বাছা, তোমার দয়া নেই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেয় হও!

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী-। হ্যা হ্যা, তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো!

জ্ঞানদা। না বোন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাকরুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ্‌গে যা, তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা!

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দারকে ব'লে দেব, তোমায় রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন, এস।

জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

বাড়ী-। হ্যাগা, তুমি চোখ টিপলে যে? ওকে তো বিদেয় ক'ল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখতে পারবো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী-। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেয় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি, তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

গাড়ী-। নাও, শীগগির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতরে খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি। তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'ল্লে। শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে প'ড়ে ম'রে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলাম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে!

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আনতে পারলে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন সাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরের বেটা শুন্‌ছি আসছে, সে বেটা এসেই একটা হ্যাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়েও ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল, সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায় বাড়ীতে থাকতে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না!

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই; ছেলে এনে মেরে ফেল্‌বে! খুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। মেজ, মা কোথা ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোথেকে এলে ?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলায় যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক দে সেই পাঁচিল টপকে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায় ?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না।

প্রফুল্ল। তবে কা'ল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নে'ব ; মা কোথায় ?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে ?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে ? যদি আর এক দিক দে চ'লে যান ?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্বেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নতুন শ্বশুর ঘর ক'ত্তে এসেছেন ; আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান —বলেন, "ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না ?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী ; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি ! ঐ দেখ, আসছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ— জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর, সই কর, সদ থাস থাবি ; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো ' আমার ধর্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে— আমার ধর্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে।

সুরেশ। ওমা, মা, আমি যে তোমায় সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেস্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেস্টারি ক'রে নে, ভাঙ্—ভাঙ্, পাথর ভাঙ্, আমার সব ফুরুলো ! গড় গড়—গড় গড, গড গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দে' না মা !

উমা। উঃ। বৃন্দাবনে কি অন্ধকাব ' খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া কিছু দেখ্‌বার যো নেই ' গড গড—গড় গড়—ভাঙ্, পাথ ভাঙ্, পাথর ভাঙ্, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এ দেখ না, আমার সর্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা ! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন করছ ? ও মা ওঠো মা, আমি যে সুরেশ ; মা, এই দেখ্‌তে আমায় গর্ভে ধ'রে ছিলে ? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে হায় হায় ! এই দেখতে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম ! ম গো, আর যে সয় না মা !

উমা। ও ঝি—ঝি ! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না ?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পারছ না ? আমি যে তোমা সুরেশ, দেখ মা !

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্, স'রে যেতে বল ; আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে ?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পার্‌ছো না? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো! একবার কথা ক'ও, বুকে ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমায় আদর করা কি? বল্লি নি—বল্লি নি? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম, ওহো হো হো হো। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না ?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব ? (প্রস্থানোদ্যত)

যোগেশ। (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো, একটি ছেলে ছিল, তাকে কোলে নিতো, চুমো খেতো ! দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল ! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে, এ যোগেশ কে, তা জান ? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো, ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌ল না। কারুকে সে চায় না, বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

মাতালের প্রস্থান

যোগেশ। আচ্ছা যাও। কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ।

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা, তোম হামকো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমিনদার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, সুরেশবাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন বল্‌তে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ, এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমিন্দার, মোচ দেখকে সম্‌জাতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী ব'ল্‌তে পারেন?

শিব। আমারই নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমরা কোন পুরুষে জমিদার নয়, সুরেশ বাবুর ভাই রমেশবাবু আজ আমায় জমিদার ক'রেছেন। আমি যোগেশবাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশবাবুকে লিখে দিয়ে রেজেস্টারি ক'রে এলেম, হাম্ জমিনদার হ্যায়, সপ্তচর পরগনা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমিদার?

ভজ। জমিদার নেই? রেজেস্টার লিখ লিয়া জমিনদার। ও ম'শায়, আপনি বুঝতে পারবেন না—শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার বাষ্ট্র কথা—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমিদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমিনদার অ্যায়সা ষাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ ক'ল্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অতদূর ক'র্‌বেন না, আমায় নিয়ে রমেশবাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না, চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষে পেছোও?

ভজ। পেছবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেভিট (**Affidavit**) করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌ নি, কারুকে দেখাস্‌ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র ক'রে কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এখানে বসে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোমাকে জল এনে দেব মা?

[জ্ঞা]নদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

যাদবের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে। যেদোর কি হবে, আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এ চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন, আমায় মার্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্বনাশ ক'রেছি। আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'ত্তে এসেছ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। যেদোও ম'রেছে? বেশ হয়েছে! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে; ঘরে ম'ত্তে পারলে না? তা মর, রাস্তায়ই মর, কি ক'রবো হাত নেই, মদ খাই গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'রবে, কেমন?—তা বেশ! আমি বলতে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি

লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখনও তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পারবো, আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি ক'রবো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই। ম'চ্ছো, মর—মর!

জ্ঞানদার মৃত্যু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেম, শুনলেম, পীতাম্বরের বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেটাকে ধ'রে পারলেই যে আপদ চোকে। অ্যাড-মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আন। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বর বেটা যদি মামলার উদ্যোগ করে বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত ক'রবো; সেও কি, দু'এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দিব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারী দরকার, দেখছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবা, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'রলে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ

এই যে জগা, ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রেঁধে ডাকছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা।

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে।

রমেশ। চুপ্, কাঁদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদবো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু।

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু; আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু,অসুখ করেনি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেল্‌বো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাইনি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজছি। মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো তোমার মার কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা ব'ল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব, অসুখ ক'রেছে শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন যা।

যাদব। ও মদন দাদা তুমি এসো।

যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগ। কাজ ত গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বল্‌বে এখন, আ

ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই, ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেলে তুমি কি ক'র্‌বে?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্ এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা ব'লছ, তাই শুন্‌ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ করে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিনকতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক! আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'ল্লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি? হ্যাঁ দাদা, সত্যি?

রমেশ। সত্যি নৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি,--তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি কনে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে' দেবে না?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে'দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে' দিয়েছিল, দুটো কানমলা খেয়ে ঢুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল। আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা।

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

মদন ঘোষের প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেঁক্‌বে।

জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জান্‌তে পার্‌লুম না কি ফুস্‌ ফুস্‌ ক'ল্লে। ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি আর কাঁদতে পাচি নি, আমার কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, ক'লকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয় তা হ'লে আর আমি

বাঁচ্‌বো না ; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদতে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে !

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে !

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্বনাশ হ'চ্চে। আমার বড্ড মন কাঁদছে, তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয় আমার গয়নাগুলো তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাকুরুণকে খাইও, অাবাগীর আর কেউ নেই।।

ঝি। বালাই ! অমন সোনার চাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি ?

প্রফুল্ল। না ঝি ! অমন আবাগী ভাবতে আর জন্মায় না। তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে ? আমি আর বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভগ্নাড়ুবি হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো ; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচবে কেন ?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচতে এক তিল ইচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল।

ঝি। কি ক'র্‌বে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'লকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্বনাশ হয়েছে, সে আর নাই! মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবৌ'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেলবার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভেতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে। যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না। আমি কি যাতনা ভোগ করবার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখবো তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মরবো, ওকে না পেলে মরবো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শোবার মরতে হয়। মনে ক'রেছেন কি আপনিই ঝড-ঝাপ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায় নি! তবে কাঁদ্‌ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বা

ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম—আমার প্রফুল্ল কমল মেজ বৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আর আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে। আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পারছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটাগোঁটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদছে। কি সমাচার?—না জমিদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক-ধুক ক'রছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন, তার পর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে অকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

সুরেশ। আহা হা!

ভজ। র'সো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলেম, তারপর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামাবাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম, গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকুরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-পরি। কেউ তো কিছু বল্‌তে পাল্লে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল. একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগগির আয়, তোর মা ডাকছে।" কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পারলুম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে।

ভজ। ব'সো ব'সো বিনিয়ে কেঁদো এখন ; বুড়ো ব'ল্‌লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশবাবু সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে ; সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশবাবু, সুরেশবাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্চি। ঐ যে তোমার মধ্যম মার পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাবছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখলে স'রবে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশবাবু, আপ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্‌ লোক জমিন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

ভজ। মেহেরবাণী আপকা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। যাবই তো; র'য়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা, দেখিয়ে—হামসে কাম চল্‌তা তো দোস্‌রাকো কাহে দেনা?

রমেশ। সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আভি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমিন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা, হাম্‌তো জমিন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো, ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ওকি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা।

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান্।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে?—আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়িতে চলুন।

শিব। বাড়িতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্গলেও কিছু ব'ল্‌বে না, ঢুকতে দেবে না কি ?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মুল খোয়ালি, ভালো ব্যাসাত ক'র্লি ভবে
একলা এলে, একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে ?
কে তুমি ব'ল্‌ছ আমি, দেখ ভেবে আর ভাববি কবে ?
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচবে খেলা, চিতায় ছাই নিশান রবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। কি ক'র্‌বো, গেল তো কি ক'র্‌বো ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা ! গেল, যাক, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। হ্যাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ ?

লোক। হাঁ।

যোগেশ। মদ টদ খাচ্ছ না ?

লোক। এনে দেবো। (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। [illegible], বল না, আমায় যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। গেল, তা কি ক'র্‌বো ?

লোকের প্রস্থান

আহা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্চে, গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না ? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

যোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ির দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না। ছেলে মারবে, ছেলে মারবে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ করবে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি ব'লছো? ছেলে মারবে কি ব'লছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে, ছেলে মারবে। সেই পাহারাওলা ছেলে মারবে! হায় হায়, আমি কেন পাহারা-ওয়ালা বে' করেছিলেম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি বলবো না, আমায় ধরবে, জমাদার ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'রবে? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্ধুক ভেঙ্গে দলিল চুরি করে আনলাম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে,

আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—ন. না—দুধ দিই নি! আমি পালাই আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না না—আমি না, আমি না, আমি দলিল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায় বে' কত্তে গে' মলেম, বে কত্তে গে' মলেম। কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে' কল্লেম; সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলিল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে, তাকে আমি দলিল দিলেম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বেঁধে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাবারে—আমায় ধ'র্‌লে রে।

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্চো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব মদন দাদা, শীগগির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই—আমি পালাই—আমায় মেরে ফেল্‌বে।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না, মর্‌তে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক তোমায়। মা ব'ল্‌তেন তুমি একজন সাধু পুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম কর?

প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাকবে? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফিরছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর, ছার প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা ক'রেছ, তার আর উপায় নেই, আমায় ব'লে দাও, যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন রাক্ষসী আমার কাছ থেকে নেয়? এখনো ব'ল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না?

মদন। অঁ্যা-অঁ্যা—যমরাজ?

প্রফুল্ল। হঁ্যা, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদন। চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'র্‌বে, তায় উপায় ক'রেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এইদিকে চল, মবি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শয্যাশায়িত যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও। আমার আগুন জ্বলছে গো—আগুন জ্বল্‌ছে।

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্ব'লে যায়। আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হ'লে—দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'ল্‌লে,—'খেতে দাও', এইটে দাও, খুব ছটফট ক'র্‌বে দেখ্‌বে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু আমি সত্যো বলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না। আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে। কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড মর্নিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়ছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়।

যাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ স্বরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ঝুট্।

জগ। ডাক্তারবাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না।

রমেশ। ডক্টর ইয়োর ফি (Doctor, your fee)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিস্টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো, মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্ব'লে গেলুম গো—জ্ব'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে দেখি,—ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর—চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে, বাড়ি ঢোকবার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ্ব'লে গেল গো, জ্বলে গেল! ও কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিসটা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন ; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচবো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝবে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'রবো—না, আমি জল খেলেই ম'রবো; এই দেখ না আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাকগে, ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেকছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা ক'য়েছে, সুরেশ মরে নি।

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'রবো মা!

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব। যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পারছি নি, আমার চোখে কানে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিলতে পারবো না, গলা আটকে গিয়েছে; দেখলে না, জল গিলতে পারলেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আসতো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার

সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো ; খেতে পাইনি শুনলে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা বলতে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর। এই নাও, এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও ; আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাকবো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচবে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়লে ভয় পাও; তোমার ভয় হয়, গাড়ি ক'রে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি! মা'র কোল থেকে তার ছেলে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লেও পারবে না ;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্বনাশ।

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'রে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে।

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্য এ সর্বনাশ ক'চ্ছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে

পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার ক'রছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'রবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোটভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়! —এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে সুখ আমি কো বুঝতে পারছি নি।

রমেশ। দেখ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্‌নি; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'রবো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণ-ভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য ক'ত্তে দেব? আমি ধর্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, সতর্ক হও, আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পারবে না।

মদন। না না, বধ ক'ত্তে পারবে না। ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, না না, বধ ক'ত্তে পারবে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানলা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্মরাজ আশ্রয় দাও,

ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি; চাপরাশী, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন যার জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্চো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'রলো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো, সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে;—আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুত্তলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো! ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক। আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না।

রমেশ। তবে মর্! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কাঙ্গালী-চরণ ও জগমণির যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জন, জমাদার, ইনেস্‌পেক্টার, প'হারাওয়ালাগণের সহিত সুরেশ.
শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীত। আঃ নীচপ্রবৃত্তি নরাধম। স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্ছিস্।

রমেশকে ধৃতকরণ

ডাক্তার। ওরে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে। পাল্‌স স্টেডি (Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যা হ্যা পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি, ভয় নেই, ভয় নেই, পারাভস্ম দিয়েছি, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরেশ। ডাক্তার বাবু, এদিকে দেখুন, মেজ বৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌চে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই তো!

সুরেশ। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখে-ছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। আমি তোমায় মাকড়ি দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি জানতেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে যাচ্চেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্চেন। (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে যখন মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'ল! মেজদাদা! তোমায় বলবার আর কিছু নেই।

পীতা। নরাধম! তোর কার্য দেখ!

ভজ। রমেশবাবু, হাম বোলাথা একঠো জমিনদার গাওয়া রাখ দিজিয়ে! এই দেখুন না, তাহ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই বালা পরুন।

ইনেস্‌পেক্টার কর্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশবাবু, কিছু বে-আইনী নয়, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরে (Criminal procedure) মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট টু মার্ডারে (attempt to murder) বালা মল দুই প'রতে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও শয়তান!

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি ক্যাস (Case) আনবো, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'লবে না? এতদিন উকিলের বাড়ির চাকরি ক'ল্লে কি? একটা সেক্‌সন (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও। বাবা, ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও গেলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? সব ভাইকো কয়েদ দিয়া, তবতো বহুত ধরম দেখলায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশবাবু, ছেলাম! ধর্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, মামার মুখেও কখন ধর্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্মের কথা শুনিনি।

ইনেস্। রমেশবাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পার্‌লে না, তাহ'লে একটা হিস্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (**Historical character**) হ'তে।

ভজ। রমেশবাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা।

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বরবাবু, কি ব'ল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট ক'রে দেবে। মামাবাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর কে যে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্‌তে; এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই ব'লছি, আমার বাপের জন্মে দেখিনি। এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরি যে আমার চোখেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিচ্ছু ভয় করি নে। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ রইল। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই, ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির

দুর্বুদ্ধি দূর হয়! মামাবাবু, মামীমা, রমেশবাবু, দেখ—আমি যদি জজ্ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'র্‌তেম, তোমরা যথার্থ-ই অভাগা।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়! বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ—আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি।

ভজ। "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—সুরেশবাবু, তোমার সর্বনাশ উপস্থিত। যাদবকে পেলে এই ঢের, আর বেশী কাঁদা-কাটা ক'র্‌বো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বাড়িই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখছো, দেখছো দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

যবনিকা

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।

দৃশ্যবিচার—টীকা

১ম অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকার নাট্যবস্তুর মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রীতি ও মাধুর্যের পরিপূর্ণ পসরা, 'সাজান বাগানের' উপর বজ্রাঘাত পড়িল। সমালোচকগণের মধ্যে কেহ কেহ যদিও এতটা আকস্মিকতা সমর্থন করেন নাই তথাপি নাটক যে এই দৃশ্যেই তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। **Dramatic irony**র বহুমুখী প্রকাশ এই দৃশ্যে লক্ষণীয়।

মা, এতদিন·········অচলা থাকবেন।—

উমাসুন্দরীর তথা নাটকের এই প্রথম উক্তিতেই নাট্যবস্তুর আভাস দেওয়া হইতেছে। লক্ষ্মীশ্রীর পূর্ণপ্রকাশ যে সংসারে তাহা হইতে তাহার সম্পূর্ণ তিরোধানের ভয়াবহ কাহিনী এই নাটকের আখ্যান রচনা করিয়াছে।

মা, তুমি হেথায়···এস, নাইবে এস।—

প্রফুল্লের এই প্রথম উক্তিতে সেবাপরায়ণতা ও বালিকাসুলভ মাধুর্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। নাটকের পরিণামভাগে এই চরিত্রটির পরিবর্তন প্রসঙ্গে এই অংশ স্মরণীয়।

নেই নিয়ে গেলে·········আমায় নিয়ে চল।

বালিকাসুলভ যুক্তি ও আবদার লক্ষণীয়।

ওমা, শীগ্‌গির এস…গলা পাচ্ছি।—

ব্রীড়াশীলা অন্তঃপুরিকা সে; বিশেষতঃ এ পরিবারের প্রাচীন সংস্কার, পরিবারের বাহিরের লোক দূরের কথা শ্বশুর-ভাসুরের লক্ষ্যপথে বাহির হওয়া চলে না। দুর্ভাগ্যের রথচক্রের পেষণে পুরাঙ্গণার সমস্ত সংস্কার কা নির্মম ভাবে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে নাটকের পরবর্তী অংশে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাই বলছি বাবা, তুমি উপযুক্ত সন্তান,—

এই যোগেশই দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বলিতেছে, 'মা তুমি মাতালের পিত্তেস কর?' ইত্যাদি।

আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—

মদন ঘোষ বিয়ে পাগলা বুড়োর ভূমিকা নিয়া নাটকে দেখা দিয়াছে। কিছু স্থূল রসিকতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরিবেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা', এই হিন্দুসংস্কারের সহিত বিজড়িত পুন্নাম-নরক-ভীতির মাত্রাহীন আত্যন্তিকতা এই হাস্যরসের মূল উপাদান। কিন্তু যোগেশের বংশলোপ হইবার উপক্রম হওয়ায় আপন সংস্কারের তাড়নায় সে প্রফুল্লকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আলোচ্য এই অংশে যোগেশের বংশলোপের সম্ভাবনার সংকেত বাজিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহার প্রতি উমাসুন্দরীর শ্রদ্ধা ও মদন ঘোষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তাহার চরিত্রের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

কাজ! কাজ!……একটু সক নেই!—

যোগেশের কর্মকৃতিত্বের যে পরিচয় নাটকে ঘটনার মধ্যে আসে নাই জ্ঞানদার কথায় তাহার সাক্ষ্য মিলিতেছে।

এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না—নাটকে দেখান হইয়াছে আঘাতের ফলে অমানুষ সুরেশই মানুষ হইয়াছে, যোগেশ নিজেই অমানুষ হইয়া পড়িয়াছে।

দাও তো বোতলটা।
তোমার সব গুণ……না দিলেই নয়! } যোগেশের পানাসক্তি স্বল্প পরিমাণে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পতনের বীজ পূর্বাহ্নেই নাট্যকার সূচিত করিতেছেন।

আমার যা বিষয় আশয়……সম্পূর্ণ অংশী——বিষয় যোগেশের স্বোপার্জিত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়। বিষয়ের এই বিভাজন তাহার দানবৃত্তি ও ঔদার্যের পরিচায়ক।

বড়বৌ, আজ বড় আমোদের দিন—**Dramatic irony** এখানে চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আমার যে যথাসর্বস্ব সেথা—ব্যাঙ্ক ফেল পড়া সেকালে সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে এক ব্যাঙ্কে যথাসর্বস্ব গচ্ছিত রাখা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। নাট্যকারের নাট্যবস্তু নির্মিতির ইহা অন্যতম ত্রুটি। বহির্ঘাতের জটিল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনি সুলভ সমাধান খুঁজিয়াছেন।

ঠাকুরপো……শীগ্‌গির এস, সর্বনাশ হ'ল।—পরিত্রাণের জন্য ডাক পড়িল তাহার, যে সর্বনাশ সাধন করিবে। ইহার নাট্য-তাৎপর্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কি বহুরূপী……বিশ্বেশ্বর কোথায়?

বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীরা দেবসমাজের ঈষৎ নিম্নে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যে ও যাদুবিদ্যায়। জগমণির চেহারা পুরুষোচিত। রুক্ষতা ও

সৌন্দর্যহীনতার ব্যঞ্জনা তির্যকভাবে প্রযুক্ত বিদ্যাধরী শব্দে প্রকাশমান. কাঙ্গালীচরণের চেহারাটাও যে দশের মধ্যে চোখে পড়ার মত তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। যোগেশ তাহাকে প্রথম দর্শনে বলিতেছে, 'ও বাবা! এ কে?'—জগমণি যে বহুরূপিণী তাহা সুরেশের পরবর্তী কথাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। বহুরূপ ধারণ করায় বিদ্যাধর-জাতিসুলভ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় নিপুণতার ইঙ্গিত আছে।

দা-কাটা—কড়া তামাক।

খরসান—কড়া তামাক।

তোমার বিদ্যাধর······টাকা কর্জন।—জগমণির পরবর্তী উক্তিতে 'কর্তন' শব্দটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে দর্শন, কর্জন ও কর্তন মিলিয়া যে অনুপ্রাসাত্মক রসিকতার সৃষ্টি হয় তাহাই লক্ষণীয়। অবশ্য জগমণির যে পরিচয় মেলে তাহাতে সে যে এই সূক্ষ্ম রসিকতায় যোগ দিবার ক্ষমতা রাখে এরূপ বিশ্বাস হয় না।

বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে—ভাষা-প্রয়োগের কৌশল লক্ষণীয়। পুরাতন নাম কাঙ্গালীচরণ ঘুচাইয়া সম্প্রতি হরিহর নামে কাঙ্গালী পরিচিত হইয়া আছে।

এ কাঙ্গালী বাবুর·····হরিচরণ বাবুর বাড়ী—তাড়াতাড়িতে কাঙ্গালীর নব-গৃহীত হরিহর নাম ভুলিয়া জগমণি হরিচরণ বলিয়া ফেলিয়াছে।

আমি তার কম্পাউণ্ড—কম্পাউণ্ডার। নাট্যকারের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস প্রকাশমান।

ওমা, তাও ত বটে······বাবুর বাড়ীর ঝি—জগমণিও একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে হটিবার নয়, 'কম্পাউণ্ড' হইতে মুহূর্তে সে ঝি হইয়াছে।

ও যে উকিল……তো কি বলেছি—জগমণির লোক-চরিত্র সম্পর্কে ষ্টি তীক্ষ্ণ ও জ্ঞান গভীর। কিন্তু বিষ দেবার কথাটায় এইখানে একটু াড়াবাড়ি ঘটিয়াছে।

ওরে, তোর কপাল……(পদধূলি প্রদান)—জগমণি-শ্রেণীর চরিত্র ম্পর্কে নাট্যকারের অভিজ্ঞতা এই পদধূলি প্রদান ব্যাপারটিতে মুহূর্তে রা পড়িয়াছে।

আরে যাও ……সিঁথে খারাপ হবে—পদধূলিতে আপত্তি নাই, শুধু সিঁথে নষ্ট হইবার যেটুকু ভয়।

দেখ কাঙ্গালী খুড়ো ……অমন দাদা কারুর হবে না—সুরেশ নিষিদ্ধ প্রমোদের সন্ধানী কিন্তু তাহার সংশোধনের একটি পথ খোলা। াদা যোগেশকে সে চেনে, প্রাণ দিয়াও তাহার স্বার্থ সে রক্ষা করিবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাঙ্গা জলপড়া—মদ।

"মেজদাদা,…… বলবেন, খুব করেছ।"—জগমণির বাড়ী হইতে াকা না পাইয়া সুরেশ যখন প্রফুল্লকে ঠকাইয়া মাকড়ি নিয়া গেল তখন মেশকে তাহা পত্রযোগে জানাইয়া নিজের সর্বনাশের পথ খুলিয়া দিল। রমেশকে সে অন্যান্য সকলের মতো, এখনও চেনে নাই, ভাবিয়াছে সস্নেহ প্রশ্রয় পাইবে।

এঁর জন্যেও মাদুলি……ছোঁব না—সুরেশ ভাবিয়াছে মদ রমেশের নিজের জন্য। সে তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও শঙ্কিত হইয়াছে। সে

নিজে মদ খায় না, এবং খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহা সংশোধনের পক্ষে নাট্যকার আর একটা পথ খোলা রাখিলেন।

যাতে পরের অপকার······দাদার কাছে যাই।—প্রাচীন নাটকে স্বগতোক্তির বহুল ব্যবহার ছিল। অবাস্তবতার হাত হইতে নাটককে পরিত্রাণ দিবার জন্য আধুনিক কালে ইহা সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আলোচ্য স্বগতোক্তিটি বর্জিত হইলেও রমেশ চরিত্রটির ক্রিয়া-কলাপ মোটেই দুর্বোধ্য হইত না।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশ প্রথম আঘাত সামলাইয়া উঠিয়াছে। আর মদ ছুঁইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু সুরেশ মাকড়ি চুরি করিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া বে-পরওয়া হইয়া পুরাপুরি মাতালের ন্যায় মদ খাইতে লাগিল। তাহার বর্তমান আচরণ ও কথাবার্তায় তাহার মধ্যে কোন কালে যে একটা ভদ্র সুস্থ মন ছিল তাহা আব মনে হয় না। কিন্তু তৃতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে যোগেশকে মদ খাওয়াইয়া কার্যসিদ্ধি করিবার সংকল্প অনুসারে ঘটনা যে আপনা হইতে রমেশের অনুকূল ধারায় চলিবে এটা একটু অবিশ্বাস্য মনে হইলেও মঞ্চে এই দৃশ্য অতি জমাট হয়। মদ্যপের সামনে প্রথমে মদের প্রসঙ্গ তোলা, পরে তাহার চোখের সামনে বোতল উঁচু করিয়া মদ ঢালা, পরে হাতের কাছে মদ রাখিয়া তাহাকে একাকী রাখিয়া যাওয়া এবং সেই মুহূর্তে সুরেশের চোর অপবাদ শ্রবণের ফলে প্রথমেই মদের পাত্র তুলিয়া নেওয়া অভিনয় কালে বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু রমেশের ভরসায় উমাসুন্দরী প্রভৃতি যখন চলিয়া গেল তখন যে ভাবে সে যোগেশের মোহর সহ দস্তখ

নিয়াছে তাহাতে বাস্তবতা সম্পর্কে সামাজিকগণের সন্দেহ জাগে। মাতালের মত্ততারও একটা সীমা আছে, যোগেশ সে সীমা এখানে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রমেশকে একটু অন্যমনা দেখিয়া যোগেশ নিজেই বলিতেছে, 'কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝতে পেরেছি।' দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যোগেশ বলিতেছে, 'রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি?' যোগেশের যে পানোন্মত্ত হইয়া সই করিবার ব্যাপারটি সামাজিকগণ সম্যক পরিপাক করিতে পারেন নাই এ সন্দেহ নাট্যকারের নিজের মনেই আসিয়া থাকিবে, সেই কারণে মদ্যপানে যে যোগেশের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহা সামাজিকগণের বিশ্বাসযোগ্য করিবার নিমিত্ত যোগেশের মুখে এই প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ব্যাঙ্ক যে পেমেণ্ট স্থক্ক করিয়াছে এ খবর রমেশ ব্যাঙ্কের দেওয়ানের নিকট হইতে পাইল কিন্তু যোগেশের সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে সে দিল না। এই ব্যাপারের পরে রমেশের স্বগতোক্তিটি অনাবশ্যক। রমেশের পরবর্তী উক্তি ও ক্রিয়াকলাপের এমন কোন ফাঁক নাই যাহার পূরণের জন্য এই স্বগতোক্তির প্রয়োজন ছিল। এই দৃশ্যের ঘটনাস্থল রমেশের বাড়ির চক। এই একই স্থানে ব্যাঙ্কের দেওয়ান, কাঙ্গালী, পীতাম্বর, জ্ঞানদা এবং জমাদার ইনেসপেক্টার পর পর আসিয়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিল। ইহাদের প্রত্যেকের সহিতই রমেশের সাক্ষাৎকার

একান্ত নিভৃতে হওয়া দরকার। কাহারও সাক্ষাতে অপরের সহিত কথাবার্তা চলিতে পারে না। নাট্যকার এ বিষয়ে যদি অবহিত হইতেন তবে অবশ্যই ঘটনাস্থলের পরিবর্তন করিতেন।

শেওরালে—শিহরিয়া উঠিলে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রমেশ যে হস্তান্তরণ পত্র যোগেশের দ্বারা কৌশলে স্বাক্ষরিত করিয়া লইয়াছিল তাহা রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে যোগেশকে সম্মত করিতেছে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে রমেশের যে কপটতা ও অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশমান এ দৃশ্যেও তাহা সমান ভাবে অক্ষুন্ন আছে। এখন পর্যন্ত রমেশকে কেহ সন্দেহ করিতেছে না। সে যে পরিবারের শুভার্থী এই ধারণাই সকলের মনে কাজ করিতেছে।

আজ্ঞে সব খবর······এ কি!--ব্যাপারীদের প্রসঙ্গ সুস্থ-মস্তিষ্ক যোগেশের সামনে যাহাতে না ওঠে সেই উদ্দেশ্যে রমেশ দ্রুত স্থান ত্যাগ করিল।

ও বাবা! এ কে?—কাঙ্গালীচরণের চেহারা যে তাহার চরিত্রানুরূপ এই ভাবটিই যোগেশের এই আতঙ্কে প্রকাশমান।

টুএলভ আউন্স পোর্ট······একটু দিন।—মদ্যপানের কুফল দূর করিবার এই প্রতিষেধকটি কাঙ্গালীচরণ নিজে নির্দেশ করে নাই, ইহা রমেশেরই বিধান।

দাদা, আমার ঠেঁয়েই······পাঠিয়ে দিচ্ছে।—রমেশের কাছে যে লাল রং মিশ্রিত ব্রাণ্ডি আছে কাঙ্গালীচরণের কাছেও তাহারই অন্য অংশ আছে। রমেশের নিকট যাহা আছে তাহা যদিও

রমেশ ফ্রান্স হইতে আমদানি বলিয়া চালাইয়াছে তথাপি অভিজ্ঞ মত্তপ যোগেশের ঘ্রাণে তাহা ব্রাণ্ডি বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু কাঙ্গালীচরণের নিকট হইতে যে রং-করা ব্রাণ্ডি পোর্ট নামে আসিয়াছে তাহারও একই রং, কাজেই অন্তরে পানলুব্ধ যোগেশের কাছে পার্থক্যটা বিশেষ ধরা পড়ে নাই। ইহার বিশেষ কারণ এই যে রমেশকে সে তখনও সন্দেহ করে নাই।

ও কি খাচ্ছ? .....ও ওষুধ।—উমাসুন্দরী কিছু সন্দেহ করিয়াছেন মনে করিয়া রমেশ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত করিল।

রমেশ, রমেশ--সই করেছি?—যোগেশকে দিয়া রমেশ তাহার মত্ততার সুযোগে হস্তান্তরণ পত্রে সই করাইয়া নিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি যোগেশ সই করিয়া মোহর করিয়া দিবার মত অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল এবং তাহা পরে ভুলিয়া গিয়াছে? তাহার মত্ততা কি এতদূর ঘটিয়াছিল? তবে পরক্ষণেই সে উমাসুন্দরীকে বলিল কেন, 'রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—?'

ভাই, একটা কথা... উপর দিয়েই সক।—ট্রাজিডির মূল কর্তব্যের বহুমুখী সমশক্তি আকর্ষণে, ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্বে নয়, ভালোর সঙ্গে ভালোর দ্বন্দ্বে কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম বিভ্রান্ত মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় ট্রাজিডির নাট্যবস্তু রচনা করিয়া থাকে। [চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য]

মাতাল নাম......নামও বাজলো। }
যখন সুনাম গেছে .....আর কিসের টানাটানি? } যোগেশের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণে তাহার নিজের অন্তরের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়িয়াছে। সুনামের প্রতি মূঢ় আত্যন্তিক আকর্ষণ অনেকটা নিষ্ফল মনোবিলাসের সৃষ্টি করিয়া তাহার কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

একটি মাতাল······একটি চোর।—আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব, অন্তনিরুদ্ধ প্রচণ্ড ব্যর্থ ক্ষোভ ও অভিমান, আত্মধিক্কার, চিত্তগ্লানি এবং নিরুপায় আত্মসমর্পণ এই খেদোক্তির মধ্যে বাজিয়া উঠিয়াছে।

সুনাম খুইয়েছি······আর আমার নেই। সুনাম-প্রীতি বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। স্মরণীয় :—

Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls :
Who steals my purse steals trash ;
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed

Othello, III, 3

ঠাকুরপো······ও বড অভিমানী। জ্ঞানদার এই উক্তিটি যোগেশ-চরিত্রের কুঞ্চিকা। এই অভিমান তাহার কর্মপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণে একটি বিশিষ্ট শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তুমি যে পেটেণ্ট······বেঁধে রেখেছি।—পেটেণ্ট শব্দের অর্থ জগমণির জানা নাই। সে ভাবিয়াছে এমন জমাট উৎসবে মাংসের আয়োজন আছে কিনা শিবনাথের তাহাই জিজ্ঞাস্য। জগমণির উক্তিটি যে মিথ্যা তাহা এই দৃশ্যের শেষে "আমি রাঁধি গে" কথাটিতে ধরা পড়িয়াছে। প্রসঙ্গটির কৌতুকরস উপভোগ্য।

বাঃ—বাঃ, বুলিদার।—এ পাখী শুধু, দেখিতেই সুন্দর নয়, আবার কথাও বলে।

"দিনেতে অশ্বিনী……কামিনী !"—এখানে একটি পৌরাণিক কাহিনীর সংকেত আছে। মৃগয়ারত রাজা দণ্ডী বনমধ্যে একটি সুলক্ষণা ঘোটকীকে দেখিয়া তাহাকে অনুসরণ করেন। সন্ধ্যাগমে ঘোটকী একটি সুন্দরী নারীর মূর্তি পরিগ্রহ করিল। রাজা তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া দণ্ডীর নিকট ঘোটকীকে প্রার্থনা করেন। দণ্ডী অসম্মত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক ঘোটকীকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দণ্ডী মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদরের শরণ লন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহস্র আবেদনেও শরণাগতের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ভীমসেন দণ্ডীকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন না। যুদ্ধ অনিবার্য হইল। উভয় পক্ষে ক্ষত্রিয় রাজগণ যোগদান করিলেন এবং দেবগণও দুই পক্ষের সমর্থক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় যে ঘোটকীর জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন সে অপ্সরীরূপে আকাশ পথে স্বর্গে যাত্রা করিল। দিবসে ঘোটকী ও রাত্রিতে যে নারী দেহ ধারণ করিত সে অপ্সরী, স্বয়ং শাপ-গ্রস্তা উর্বশী। অষ্টবজ্র সম্মেলন ঘটিলে তাহার শাপমুক্তি ঘটিবার কথা ছিল। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ একযোগে অষ্টবজ্র বলিয়া কথিত। যুদ্ধে এই সকল দেবদেবী যোগদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগৌরব নাটকটি বিরচিত।

কামিখ্যের……গাছ চালা জান ?—তন্ত্রোক্ত নানা আভিচারিক ক্রিয়া ও যাদুবিদ্যার জন্য আসাম ও তাহার অন্তর্গত কামাখ্যা বিখ্যাত। মন্ত্রপূত বৃক্ষকে দেশ হইতে দেশান্তরে আকাশপথে প্রচালিত করাকে গাছচালা বলে।

হোসেন খাঁ—বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক।

তোম কে হ্যায় ?…সেলাম বাবুসাব।—পশ্চিমা দারোয়ান বাঙ্গালীর বোধসৌকর্যার্থে কষ্ট করিয়া বাঙ্গালা এবং জগমণি হিন্দীভাষীর সহায়তা করিবার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে হিন্দী, তাহার হিন্দী, বলিতেছে। নাট্যকারের কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। কথাবাত্রা—কথাবার্তা।

এমন ফাঁকা জায়গা……জায়গা করেছ ?—যাহাতে পলায়ন দুরূহ হয় সেইজন্য এইরূপ কোণঠাসা করা হইয়াছে।

(ও আমার)……মজায় দিল। এমন একখানি স্থান কালের উপযোগী গান দুর্লভ। যেমন ইহার ভাষা, তেমন ইহার ভাব, তেমন ইহার স্বতঃসিদ্ধ গীতিরস। গিরিশচন্দ্র ব্যতীত এহেন গানের দ্বিতীয় স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে নাই।

গন্তে গেছে বাছার দাড়ী……দাড়ী বিকাইয়া গিয়াছে। এখানে মাকুন্দ মুখের, এবং সমস্ত গানটিতে বিকট-দর্শন বদনশ্রীর, ব্যাজস্তুতি চলিয়াছে।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ……প্রদগ্ধা কুলে মম—এটি বিবাহ মন্ত্র নয়, মৃতকে জল-পিণ্ডদানাদির মন্ত্র। বিশুদ্ধ পাঠ—'অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।'

কি! বৌকে সাক্ষী……চুরি করেছি।—সুরেশের চরিত্রের ভিতরে যে বংশগৌরব বোধ এবং সৎসাহস বিদ্যমান তাহার পরিচয় এখানে ও তাহার পরবর্তী উক্তিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বৌ যে সাক্ষাৎ……মহাপাতক হবে—প্রফুল্লের প্রতি তাহার শ্রদ্ধায় সুরেশ ও প্রফুল্ল উভয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান, তবে সুরেশের ভাবালুতা প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু পরিমাণ অকারণ আড়ম্বর আনিয়া ফেলিয়াছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

এই দৃশ্যে রমেশের শঠতা সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়াছে। পীতাম্বর থানা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে রমেশ সুরেশকে ধরাইয়া দিয়াছে। যোগেশের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে এখন অকর্মণ্য, অধঃপতিত, মদ্যদাস। রমেশ এখন আর পরওয়া করে না, কারণ বিষয় রেজিস্ট্রী করিয়া বেনামী করা হইয়া গিয়াছে।

মা, বড় প্রাণ কাঁদছে······ছি ছি ছি।—পারিবারিক জীবনে যে শান্তি, যে স্নিগ্ধতা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায় তাহার প্রাচুর্যের ফলে পরিশ্রমকে যোগেশ ভয় করে নাই। আজ দুর্ভাগ্যের দিনে মা, ভাই, স্ত্রী সকলেই যদি যোগেশের শঠতার অপবাদের বিনিময়ে একান্ত স্বার্থপরতার নীতিতে সম্পত্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর তবে তাহাকে আর দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান কেন?

প্রাণের জন্য······দোর খুলে দিয়েছি।—যে তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধ এই আবেগ কম্পিত উক্তিতে প্রকাশমান তাহার সহিত তাহার যে দুর্বলতার প্রকাশ বিপৎপাতের মুহূর্তেই পরিলক্ষিত হইয়াছে এই উভয়ের কোন সঙ্গতি নাই বলিয়া এই উক্তি প্রাণস্পর্শী হয় নাই। নতুবা সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষতার সাক্ষ্য হিসাবে এ সকল উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।

এ দুঃখের সংসারে······সে রত্ন আমার নাই।—তুলনীয়:— **'Good name in man and woman'** ইত্যাদি। সুনাম-প্রীতির আতিশয্য যোগেশ-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সর্বনাশের বীজ বলিয়া মনে হয়। মদ্যাসক্তি তাহাকে প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছে।

একটা কথা বলি······ধরিয়ে দিয়েছেন। রমেশের বিরুদ্ধে এই প্রথম স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রচারিত হইল।

ওমা। সাহেব আসবে……তা পারবো না।—দ্বারের অন্তরাল হইতে যে কথা বলিবার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই, সেই ব্রীড়াশীলা অন্তঃপুরিকাকে নাটকের অন্তিম দৃশ্যে যে ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাতে বৈপরীত্যের দ্বারা রসসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও—এক দিকে মিথ্যা ভাষণের প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক বিমুখতা, অন্যদিকে স্বামিভক্তির দিকে শিক্ষা সংস্কার ও সহজ প্রবণতা এই বালিকা বধূটিকে উভয় সঙ্কটে ফেলিয়াছে কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরকে শেষ পর্যন্ত সত্যাশ্রয়ের দিকে তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। রমেশ যখন তাহাকে প্রাণের ভয় দেখাইল, ত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল তখন প্রত্যাখ্যাত স্বামীকে অশ্রু ছাড়া তাহার আর কিছু উপহার দিবার রহিল না। এই অশ্রুপ্লুতা অসহায়া বধূটির প্রবল নীতিবোধ ও অদম্য প্রাণশক্তির দুর্লভ কাব্যময় প্রকাশ এখানে তাহার ভবিষ্যৎ দুরূহ কর্মপ্রেরণার প্রস্তুতিপর্ব রচনা করিয়াছে।

কি মাতলামো করছো?—রমেশ তাহার কাজ গুছাইয়া নিয়াছে। যোগেশকে সে আর ভয় করে না, সম্ভ্রমও করে না। তাহার ক্রিয়াকলাপ যাদবও জানিয়া গিয়াছে।

বুড়ো মাকে চালকুমড়ি কর।—হস্ত পদ গ্রীবা-সন্ধি ভগ্ন করিয়া সমস্ত শরীর পিণ্ডবৎ কর। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার অভিধানে 'চালকুমড়ি করা' সম্পর্কে লিখিতেছেন,—'চালের কুমড়ার মত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে চালের উপর তুলিয়া তথা হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া হত্যা করা। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই উপায়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সদ্‌গতি বা সৎকার করার প্রথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা উপহাস স্থলে উক্ত হয়।'

মা আমার রত্নগর্ভা……একটি চোর!—যোগেশের উক্তি হইতে

প্রতীয়মান হয় যে, সে সমস্ত ঘটনার বহিরাগত উদাসীন দর্শক মাত্র সে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ ভাষ্যকার। এই জীবন-নাট্যে অধঃপতিত যোগেশের যে ভূমিকা, প্রাক্তন নীতিবাদী কর্মী যোগেশের কণ্ঠে যেন তাহার সম্পর্কে ধিক্কার বাজিয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য দৃশ্যটির সংঘটনস্থল যোগেশের বাটীর দরদালান। এখানে অনেক চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। যে উমাসুন্দরী রমেশের সহিত সাক্ষাতের জন্য অধীর তিনি প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশের প্রবেশ এবং প্রফুল্লের সহিত তাহাব সংলাপ নাটকে দেখান হইয়াছে। প্রফুল্লকে ভীতি-প্রদর্শন এমন স্থানে ঘটিয়াছে যেখানে উমাসুন্দরী যে কোন মুহূর্তে প্রবেশ করিতে পারেন। দৃশ্যসংস্থানের ত্রুটি বলিয়াই ইহা বিবেচিত হইবে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আলোচ্য দৃশ্যটি প্রশমন-দৃশ্য (Relief Scene)। সুরেশের ফৌজ-দারী-সোপর্দ হইবার সংবাদ বাড়ির সকলের কর্ণ-গোচর হইয়াছে এবং রমেশ যে তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে ইহাতে যাদব পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রফুল্লকে প্ররোচিত করিয়া ব্যর্থ রমেশ তাহাকে শেষ পর্যন্ত নানারূপ ভয় দেখাইয়াছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কের এই ঘটনার পরে ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের বিচার দৃশ্য সামাজিক চিত্তকে কৌতূহল ও উত্তেজনায় আন্দোলিত করিবে। এই দুই দৃশ্যের অন্তর্বর্তী এই আলোচ্য দৃশ্যটি নাট্যকার লঘুতর উপাদানে নির্মাণ করিয়াছেন। কৌতুকরসের অবকাশ আলোচ্য নাটকে অতি সংকীর্ণ। এখানে মদন ঘোষকে নোটচুরি বিষয়ে সাক্ষ্য দানে প্ররোচিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে,

এইখানে নাটকের সহিত দৃশ্যটির যোগ। নতুবা কৌতুকরস সৃষ্টির গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণে এই দৃশ্যটির বিশেষ সার্থকতা নাই।

কত বড় অপমানটা……কনে বল্লে—অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে কাঙ্গালী-জগমণির যে ঘৃণ্য প্রয়াস নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে কাঙ্গালীচরণের এই উক্তিতে সামাজিকগণের মনে কৌতুক উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিও স্থান পায় না।

যেদোকে……আছড়ে মার।—মদন ঘোষের বংশরক্ষার সমস্যার ক্লান্তিহীন উল্লেখ এবং অর্ধ-প্রকৃতিস্থ যোগেশের মুখে বহুবার যাদবের প্রাণ-ঘাতের শঙ্কার প্রকাশ ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সামাজিকচিত্তে দুর্নিমিত্তের ছায়াপাত করিবে এই অভিপ্রায় নাট্যকারের ছিল বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিশ কোর্টের দৃশ্যে আয়োজনের অভাব নাই কিন্তু সুরেশের স্বীকারোক্তির ফলে বিচারের প্রসঙ্গ জটিল ও বহু বিস্তার হইতে পারে নাই। সুরেশের শেষের দিকের উক্তিগুলি আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে অপেক্ষাকৃত শোভন হইত। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে সুরেশ বয়সে তরুণ। সুরেশের নিগূঢ় শক্তি ও ঔদার্য এই দৃশ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। শিবনাথের সহিত তাহার বন্ধুত্ব এখানে আরও দৃঢ় হইল। পরবর্তী কালে ইহার ফলে সে সুরেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে।

সুকদাস গুঁই……বেওয়া আসাম—পাহারাওয়ালার শ্রুতিমাত্র বিস্মরণ কৌতুককর।

গাওয়া—সাক্ষী, সাক্ষ্য। আরজি—আবেদন।

দাদা মেজদাকে……তিনিও আসেন নি—যোগেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সুরেশের যে ধারণা নাই তাহা এই অভিমানপূর্ণ উক্তিতে প্রকাশমান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌতুকময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিবেষণে এই দৃশ্যটির উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। পীতাম্বরকে প্রথম কাঙ্গালীচরণ ও পরে রমেশ উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পরে কাঙ্গালীচরণ তাহাকে বিতাড়িত করিবার অমোঘ পন্থা নির্ধারিত করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকীয় ইংরেজ নাট্যকার **Sheridan**-এর **Rivals** নাটকে **Mrs. Malaprop** নামে একটি চরিত্র শব্দার্থের জ্ঞানের অভাবে শব্দের যে অপপ্রয়োগ করিয়াছে তাহা তাহার নামানুসারে অভিধানে **malapropism** নামে অনুরূপ শব্দ প্রয়োগরীতি বুঝাইতে গৃহীত হইয়াছে। কাঙ্গালীচরণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ভদ্রতার মুখোশ পরিয়া আসিয়া পীতাম্বরের সহিত কথা বলিতে **malapropism** এর উদাহরণ হইতে পারে এইরূপ কতিপয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু পীতাম্বরকে মনিবের পক্ষ হইতে সরাইবার অপকৌশলে ব্যর্থ হইয়া ভদ্রতার মুখোশ খুলিয়া ভদ্ররীতি ত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্যরীতির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

বিচার-দৃশ্য ও জেলের দৃশ্যের অন্তর্বর্তী এই দৃশ্যের প্রথম দিকে কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াসে সামাজিকচিত্তে ভাবপ্রশমনের দিকে নাট্যকারের অভিনিবেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আপনাকে আমি……প্রকাণ্ড অজ্ঞ।—প্রদর্শন স্থলে দর্শন, আড়ষ্ট স্থলে আকৃষ্ট, অজ্ঞ স্থলে বিজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল।

আপনার বন্ধুত্ব……বিশিষ্ট ধৃষ্ট।—যাজনা স্থলে যাচ্‌ঞা, স্খলিত স্থলে লালায়িত হইবে। ধৃষ্ট শব্দটি বিশিষ্ট শব্দের অনুরূপ ধ্বনি লইয়া অকারণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ব্যক্তি' বা অনুরূপ একটি শব্দ বসিলে বাক্যটি পূর্ণ হইত।

আমার নিতান্ত……বিচলা হন।—কাঙ্গালীর বক্তব্য বিচলা নয়, অচলা।

আপনি তো……উদ্‌ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।—অসিত নয়, শুভ্র (সিত), সংযম নয়, সঞ্চয় ; প্রদেশে নয়, স্বদেশে ; 'কাল কবলিত হন' নয়, কালাতিপাত করতে পারেন ; উদ্‌ভ্রান্ত নয়, উদ্‌যোগী।

আপনি আপনার… …করিতে প্রস্তুত ?—পর্যবেক্ষণ নয়, অবস্থান।

উত্তম উত্তম,……বিখ্যাত করছি।—বিখ্যাত স্থলে ব্যক্ত হইবে।

উত্তম, উত্তম,……পরিলোচনা করে দেখুন।—পরিলোচনা স্থলে পর্যালোচনা হইবে।

শাদা কাজ……আডষ্ট হয়েছি।—গলিজ (আরবী শব্দ, অর্থ নোংরা) নয়, সহজ, সোজা ; আড়ষ্ট নয়, আকৃষ্ট হইবে।

আমি আপনাকে……অনটল পাবেন।—অনটল স্থলে অটল হইবে।

এই কথাটি……মতন বল্লেন।—অবিভীষিকা স্থলে বিভীষিকা হইবে।

তুমি তো নেহাৎ…… মারা যাবে।—ব্যর্থ-মনোরথ কাঙ্গালীচরণ ভদ্রসমাজসম্মত 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' ধরিয়াছে।

আপনি এর এক্ত……এক রকম করতে হবে।—কাঙ্গালীচরণের বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়াছে। এই অংশ হইতে রমেশের

অগ্রগামিতা কিছু পরিমাণ খর্ব হইয়াছে এবং ঘটনার রাশ তাহার হাত হইতে অনেক পরিমাণে জগমণি-কাঙ্গালীচরণের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিষয়ে সুরেশের যে অংশ আছে তাহা তাহাকে দিয়া লিখাইয়া লইবার জন্য রমেশ কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে নিয়া তাহার সহিত জেলে সাক্ষাৎকারের জন্য আসিয়াছে। কিন্তু সুরেশ তাহার ছলনা ধরিয়া ফেলিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে বিচারে যখন তাহার জেল হইল তখনও রমেশের শঠতা সে ঠিক ধরিতে পারে নাই। জেলের যে ছবিটা এই দৃশ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সুরেশের কষ্ট ভোগটা নাট্যকার বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। দুর্নীতি যে সর্বত্র প্রবল, উৎকোচ দানে যে সকলেই বশীভূত হয়, জেল যে দ্বিতীয় নরক এই বোধটা দর্শকচিত্তে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ছটা বছর · দেখতে যাবে।—প্রথম কয়েদী সুরেশের কারাবাস কাল ছয় বৎসর কেন বলিল, বলা শক্ত। দ্বিতীয় কয়েদীর কথায় বোঝা যাইতেছে, সুরেশের জেলে আটদিন কাটিয়াছে। তাহা হইলে তাহার কারাবাসের আর সাত দিন অবশিষ্ট থাকিবার কথা। সাত দিন যেখানে বাকি থাকিবার কথা সেখানে ভুল করিয়া ছয়দিন সে বলিতে পারে, ছয় বৎসর বলিল কেন? সুরেশের কাতরতা ও করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া সে কি ভুল করিয়া দিনের স্থলে বৎসরের হিসাব করিয়াছে? কারণ মাত্র কয়েকদিনের জেলে মানুষ যে এত ক্লিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহার মত অভিজ্ঞ কারাবাসী অপরাধী বোধ হয় ভাবিতেও পারে নাই।

তিন কয়েদীর মাত্র কয়েকটি কথায় দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েদী একটু সহানুভূতিপ্রবণ কিন্তু তাহা হইলেও সে নিঃস্বার্থ নয়। সুরেশের পাথরগুলির অর্ধেক সে ভাঙিয়া দিতে পারে কিন্তু উপযুক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে। জেলের কয়েদীর উপযুক্ত কথা।

দ্বিতীয় কয়েদী নূতন আলোচনার সূত্র ধরাইয়া দিল মাত্র। তৃতীয় কয়েদী পরপীড়নে অনেকটা বেশি অগ্রসর। মেট সর্দার-কয়েদী এবং দুর্নীতি প্রসারের ব্যাপারে সে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও সক্রিয়।

দাদা, তোমার……কাঙ্গালী কেন?—আমাদেরও সেই প্রশ্ন। কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে লইয়া জেলে গেলে সুরেশের সন্দেহ তো হইবেই। সাক্ষীর দস্তখত তো পরে করাইলেও চলিত। যমেশের মত ধুরন্ধর ব্যক্তি এ ভুল করিবে কেন?

দাদা ফাঁকি দিয়েছেন……জেলও কলুষিত।—সুরেশের উক্তিগুলি এখানে দীর্ঘ কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সুঅভিনেতাকে অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের প্রচুর অবসর নাট্যকার এখানে দিয়াছেন।

দাদা, বড় নিরাশ……তয়ের হয়নি।—জেলে রমেশের প্রতি সুরেশের শেষ উক্তি। প্রথমাংশে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রকাশ মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে, দ্বিতীয় অংশে আবেগময় উচ্চকণ্ঠে প্রাণস্পর্শী রোষের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি এবং শেষ অংশে পুনরায় নিম্নকণ্ঠে অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ও করুণার যুগপৎ প্রকাশ। অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের বিচিত্র সুযোগ নট-নাট্যকার এখানে অভিনেতাকে দান করিয়াছেন। বাক্যের শেষ অংশ 'তোমার জেল হয় না কেন তা জান?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয়নি' ক্লাসিক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য সংস্থানের ক্ষেত্র ানদার বাড়ির উঠান। যোগেশের পূর্বতন বাড়িব সঙ্গে সম্পদের যে চিহ্ন জড়িত ছিল, আলোচ্য দৃশ্যে তাহার যেমন স্পর্শমাত্র নাই তেমনি এই দৃশ্যে উল্লিখিত চরিত্রগুলির উপর দিয়া যে ঝড়ঝাপ্টা চলিতেছে তাহার ক্ষয় ক্ষতি, তাহার বিপর্যস্ত দশা দৃশ্যটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশেষ ধৈর্য ও একান্ত অসহায়তা জ্ঞানদার বিষণ্ণ করুণ মূর্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার শেষ সম্বল যাদবের মুখে-ভাতের গয়নাগুলিও সে বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত, যদি সুরেশের পাথর-ভাঙা মকুব হয় যোগেশ এ দৃশ্যে পানোন্মত্ত নয় কিন্তু সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজগরের বেষ্টনের ফলে দৃশ্যতঃ প্রাণীর অবয়বের যেমন কোন ক্ষতি চোখে পড়ে না কিন্তু অস্থিগুলি ভিতরে ভিতরে চূর্ণ হইয়া যায় যোগেশ তেমনি বাহিরে প্রকৃতিস্থ হইলেও সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যোগেশ, জ্ঞানদা প্রভৃতিকে বাড়ি হইতে বিতাড়নের সময় রমেশ বিঘ্নের আশঙ্কায় প্রফুল্লকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিল। সে তাহার সমস্ত সরলতা ও উৎকণ্ঠা বহিয়া জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বিস্ময়ের কথা, রমেশের প্রকৃত স্বরূপ আজও তাহার নিকট ধরা পড়ে নাই। জগমণির নিকট সুরেশের কঠিন শ্রমের সহিত কারাদণ্ডের বিবরণ শুনিবার ফলে উমাসুন্দরীর যে মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়াছে আলোচ্য দৃশ্যে তাহার পূর্ব প্রস্তুতি চলিতেছে। উমাসুন্দরী ও পীতাম্বরের সংলাপে পীতাম্বরের করুণ মধুর অশ্রুপ্লুত মিথ্যাভাষণে এবং উমাসুন্দরীর সান্ত্বনাহীন উৎকণ্ঠায় রমেশের নিষ্ঠুরতা ও কপটাচার বহুগুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আমার বড আদরের......খালি হয়ে গিয়েছে—মনে রাখা দরকার যে রমেশ ও সুরেশের বয়সের ব্যবধান নয় বৎসর। "মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই" এ সকল কথাই কোলের সন্তানটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের পরিচায়ক। সুরেশ চুরি করিয়াছে এই সংবাদে উমাসুন্দরী প্রথম আঘাত পান; রমেশ তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে, এ সংবাদ দ্বিতীয় আঘাত। যোগেশের সর্বনাশে তাঁহার মন পূর্ব হইতেই ভাঙিয়া ছিল। উমাসুন্দরী মনে করিতেছেন এ সকল সর্বনাশের তিনিই মূল। এই ধারণা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তাঁহার বিচার শক্তিকে আচ্ছন্ন করিতেছে এবং জগমণির চরম আঘাতের কালে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

বুড়ো হ'লে .. ছল ছল করছে।—ভীমরথী অথবা ভীমরতি বার্ধক্যের দ্বিতীয় শৈশবাবস্থা। স্বল্পবিত্ত পুরাতন কর্মচারীর হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য করুন-মধুর ছলনার অশ্রুবিন্দুতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বাবা, আমি কি কুক্ষণেই .....স্থির হতে পাচ্ছিনি।—সমস্ত উক্তিটি যোগেশ চরিত্রটায় নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। যোগেশ যে ধর্মভীরু, তাহার দুর্নামভীতির যে স্বাভাবিক উপাদান তাহার চরিত্রের মধ্যেই ছিল উমাসুন্দরীর উক্তিতে তাহার প্রবল সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

এ বুড়ি মরবে কবে গা ?—এই কড়া ধমক ও বিরক্তি প্রকাশের অন্তস্তলে হৃদয়বত্তার স্নিগ্ধ প্রবাহ মর্মস্পর্শী।

ডবকা ছেলে—তরুণ, নবীন যুবা।

তোমায় বলবো কি......জ্বালা বড় হয়েছে।—ভাগ্যবিপর্যয়ে কঠিন পেষণে অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানদার প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ের নিঃসংশয় পরিচয় এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামায়ণে শুনেছিলাম……এসে কি জন্মেছে?—রাক্ষসটির নাম ভস্মলোচন। ইহার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িত সেই ভস্মীভূত হইত। লঙ্কাযুদ্ধে ইহার সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া ইহাকে ভস্মসাৎ করা হয়।

ঠাকুরপো হয়………তাই বল।—প্রফুল্লের সরলতা প্রদর্শনে নাট্যকারের কল্পনায় একটু অতিরঞ্জনের স্পর্শ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে,………কলঙ্ক নেই।—প্রফুল্লের চরিত্রের অবিসংবাদিত ভাষ্য।

তুমি জান না……বিষ খাওয়াতে এসেছে।—বিষয়ের নিঃসপত্ন অধিকার ভোগ করার জন্য যাদবকে হত্যা করিবার সত্যই কি কোন প্রয়োজন ছিল? অন্ততঃ রমেশ তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যোগেশের অবচেতন মনেও এইরূপ চিন্তা যে কাজ করিয়াছে তাহার প্রমাণ বার বার পাওয়া যাইতেছে। 'যেদোর গলায় পা দাও', 'যেদোকে এনে দিচ্ছি, আছড়ে মার', 'ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে' —তাহার এই সকল উক্তিতে এক ভয়াবহ সম্ভাবনা ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসে এবং সামাজিকগণকে কৌতূহল উদ্বেগের দোলায় আন্দোলিত করিতে থাকে।

ছি ছি! কি হলে?—এই সর্বংসহা নারীর চরিত্রে ধিক্‌কার বাণী ইহা অপেক্ষা আর তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে নাই। প্রাচীন আদর্শের ধারায় চরিত্রটি কল্পিত হইয়াছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যোগেশের চিন্তাশক্তিতে জড়তা আসিয়াছে। পীতাম্বর বহুকষ্টে তাহাকে ব্যাঙ্কে নিয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট সুরু করিয়াছে। রমেশের নামে টাকা জমা দিবার আদেশ প্রত্যাহার করা, নূতন চেক বই নেওয়া, টাকা তুলিয়া সুরেশের কষ্টভোগ লাঘবের চেষ্টা এই সকল কাজের জন্য পীতাম্বর যোগেশকে নিয়া চলিয়াছে। ফিরিবার পথে প্রচুর পরিমাণ মদ্যক্রয়ের আশ্বাস যোগেশকে দিতে হইয়াছে। কিন্তু পথে দূর হইতে ব্যাপারীগণকে দেখিয়া সুনামভীরু যোগেশ পীতাম্বরকে গাড়ি ডাকিতে বলিল। পীতাম্বর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছে কিন্তু যোগেশ ব্যাপারীদের চোখে পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাকে 'জোচ্চোর' বলিল, একটি ইতর স্ত্রীলোকও তাহাকে জোচ্চোর বলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ধিক্‌কার দিয়া যোগেশ মদের দোকানে ঢুকিয়া চেন-ঘড়ির বিনিময়ে আকণ্ঠ মদ পান করিয়া মাতালের সঙ্গে নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিল। পীতাম্বর তাহাকে বহুকষ্টে লোক দিয়া বাড়িতে ধরিয়া নিয়া গেল। এই দৃশ্যের মোটামুটি বিবরণ এই। কিন্তু যে যোগেশের গায়ে ধিক্‌-কারটা এত বড় হইয়া বাজিল সে সেই মুহূর্তেই সমস্ত ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দিয়া, ঘড়ি-চেন বাঁধা দিয়া মদ খাইতে আরম্ভ না করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিয়া যত খুশি মদ খাইবার লোভ সংবরণ করিল কেন? মাতালদের ব্যবহারের সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের যে অভিজ্ঞতা তাহাতে বর্তমান সমালোচকের কিছু মাত্র দাবী নাই। কিন্তু তথাপি এ কথা বলা দরকার যে বাস্তব জগতের মাতাল যাহাই করুক সাহিত্যের জগতের মাতালের পতনের পথটা আর একটু সংকীর্ণ এবং পতনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আর একটু জটিল করিলে গিরিশচন্দ্রকে

সন্দিহান সমালোচকের কাছে জবাবদিহি করিবার প্রশ্ন মাত্র উঠিত না। যোগেশ কি জানিত না দলিল রেজেষ্ট্রি করিয়া দিবার পর ব্যাপারীরা তাহার সুনামের সম্ভ্রম করিবে না? যোগেশের মস্তিষ্ক কি তখন এতই অসাড় ছিল যে বিচার করিয়া বুঝিতে পারিল না যে পথের একটা ইতর-স্ত্রীলোকের কথার মূল্য কিছুই নাই? এ দৃশ্যে যোগেশের মানসিক অবস্থার এই বিপর্যয় সম্বন্ধে নাট্যকার কি কোন প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়াছেন?

মদ খাইয়ে যেন......মতলব করেছেন।—দ্বিতীয় ব্যাপারী প্রথম ব্যাপারীর অপেক্ষা কিছু অধিকতর সন্দেহ-পরায়ণ ও স্পষ্টভাষী। তাহারও বিশেষ অপরাধ নাই। যে অবস্থায় যোগেশ রেজিষ্ট্রি করিয়াছে তাহার সংবাদ সে রাখিবে কি করিয়া? মানুষ কাজ ও তাহার ফল দেখে, মনোজগতের বিপ্লবের সন্ধান রাখা সম্ভব নয়।

কি ইয়ার,......থাক, আমি চল্লেম।—যে অপবাদ যোগেশের কাছে বজ্রাঘাত তুল্য সেই অপবাদ এই ইতর স্ত্রীলোকটাও যোগেশকে দিয়া গেল। অনায়াসকৃত অনিচ্ছাকৃত ঘটনার অচিন্তিতপূর্বরূপে স্বতঃ সংস্থান এ জগতে বহু হয়, নাটকেও হইল। অন্য কাহাকেও একথা বলিলে তাহাকে ইহা স্পর্শ করিত না কিন্তু যোগেশের পক্ষে ইহা মর্মাঘাত স্বরূপ। মাত্র দুই তিন লাইনেই চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর কারুর মুখ......তাই হবে।—বাস্তবিক পক্ষে এই দৃশ্যের পরে যোগেশকে আর ভদ্রসমাজের বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না। পরবর্তী দৃশ্য এই দৃশ্যেরই প্রসারণ মাত্র। সেখানে পীতাম্বরকে পানোন্মত্ত অবস্থায় সে যে ইট মারিয়াছে সে ইট তাহার চরিত্রের নৈতিক ভিত্তির উপর এত কঠিন আঘাত হানিয়াছে যে তাহা হইতে আর নিজের সংশোধনের পথ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

যার যা অদৃষ্টে......দরকার নাই।—জীবনযুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকের

অতি প্রবল প্রতিকূল নিয়তির নিকট চরম আত্মসমর্পণ এখানে ধরা পড়িয়াছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

দাও হে একটা……যা চায়, দিস।—শুঁড়ীর ব্যবসায় বুদ্ধি এই উক্তি ও পরবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত উক্তি ও আচরণে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রাণী মুদিনীর গলি……নাইক নিশানা।—মাতালের মুখের গান বটে। যেমন তাহার ভাষা, তেমনি দোকান-দোকানীদের চিত্র।

ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডি……যাচ্ছি বাবু।—দোকানের ছবিখানি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে এই শেষের সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকুতে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্যটির আরম্ভ শহরে যত্র তত্র মদের দোকান থাকার কুফল নিয়া প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার সংলাপে। অব্যবহিত পূর্ব্বের দৃশ্য ও এই দৃশ্যের সমাপ্তিভাগের দিকে লক্ষ্য করিলে এ সংলাপ আপন প্রয়োজনে সার্থক বোধ হয়, কোন প্রচারবাদী মন এই সংলাপের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল এরূপ মনে হয় না।

জগমণির প্রবেশের ফলে প্রথমেই যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে উমাসুন্দরীকে সুরেশের সংবাদ জ্ঞাপনে তাহা চরম সীমায় উঠিয়াছে। ইহার পরে পানোন্মত্ত যোগেশের প্রবেশে পরিবারটির দুর্দশা যে প্রতিকারহীন অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে এই বোধ সামাজিকগণের নিকট একেবারে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

জগমণির প্রত্যেকটি উক্তিতে ধীরে ধীরে বক্তব্যের কাছাকাছি অগ্রসর হইবার চেষ্টায় নাট্যোচিত কৌতুহলোদ্বেগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে। অবশেষে উমাসুন্দরীর সমস্ত দেহমন উৎকণ্ঠ করিয়া তুলিয়া

জগমণি যখন চরম আঘাত হানিল উমাসুন্দরীর অনশন-জাগরণে ক্লিষ্ট ক্ষীণ প্রতিরোধ শক্তির পক্ষে তাহা অসহ হইয়াছে।

না, কিছু হ'ল না······তবে তো মুচ্ছো যাবি।—সুরেশের অংশ যাহাতে রমেশকে সে লিখিয়া দেয় সেই ভাবে উমাসুন্দরীকে প্ররোচিত করিতে জগমণি রমেশের পরামর্শক্রমে আসিয়াছিল। সে বোঝে নাই, সুরেশের কারাবাসের সংবাদ উমাসুন্দরীর পক্ষে এমন মর্মান্তিক হইবে।

আ মর! ঘুমুতে দেবে না······বুক যায়! (মূর্চ্ছা)—উমাসুন্দরীর উন্মাদ দশায় তাহার মনে দুইটি সত্তার পরিবর্তমান অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারের তিনি নববধূ, এই তাঁহার মনোবিকারের এক দিক; অন্য দিকে তিনি বাস্তববোধ সম্পন্ন। সুরেশ জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে এই দৃশ্য কল্পনা করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, অথচ যখন বর্তমানের অবস্থা-সঙ্কট তাঁহার চিত্তে নিদারুণ আঘাত করিতেছে তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন, কারণ সুরেশের সহিত সাক্ষাতের কালে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। নীলদর্পণের সাবিত্রীর সহিত তাঁহার উন্মত্ততার অনেকটা সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যান মশায়,······সময় আছে।—পীতাম্বরের যোগেশের প্রতি অসম্ভ্রম সময়োচিত এবং ইহা নিতান্ত ছাঁচে-ঢালা চরিত্রের দৈন্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আলোচ্য দৃশ্যে কোন নাটকোচিত ঘটনা সংঘাত নাই, আছে শুধু সংবাদ পরিবেষণ। উমাসুন্দরী রমেশের বাড়িতে (যোগেশের প্রাক্তন বাড়িতে) আছেন। জ্ঞানদার কোন খোঁজ শিবনাথ বহু চেষ্টায়ও পায় নাই। যোগেশকে রমেশ মাতালের দলে ভিড়াইয়া দিয়াছে এবং যোগেশ তাহাদের সঙ্গে মাতলামি করিয়া ফিরিতেছে। পীতাম্বর দেশে অসুস্থ শরীরে আছে। ডাক্তার (সম্ভবতঃ হাসপাতালের ডাক্তার) খবর দিতেছে যে রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি তিনজনেই তাহার মুখ হইতে শুনিয়াছে যে সুরেশ মারা গিয়াছে। রমেশ ও কাঙ্গালী সংবাদটা বিশ্বাস করিলেও জগমণি বিশ্বাস করে নাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর 'কম্পাউণ্ডিং রুম'-এ রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণিকে নিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ হইয়াছে—তিন পাপমূর্তির সাফল্যের পরিতৃপ্ত হাস্যে আলাপে সমগ্র প্রেক্ষাগারে এক পূতিগন্ধ বিষবাষ্প ছড়াইয়া পড়ে। নাট্যকার ইহার মধ্যে ভজহরি চরিত্রটিকে নিয়া আসিয়া প্রাণবিধায়ী আলো-হাওয়ার একটা বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দর্শককে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ওর জাসতুত ভাইটে······ওটার মতন নয়।—দুই হাজার টাকা উৎ-কোচ পাইয়া সে পীতাম্বরের নামে জমি-সংক্রান্ত মিথ্যা মামলা করিয়াছে, পীতাম্বর পাঁচ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও বিপন্ন প্রভুকে ত্যাগ

করে নাই। অতএব পীতাম্বর মূর্খ ও অভদ্র কিন্তু তাহার জ্ঞাতি-ভাই ভদ্র।

মুদ্দোর—ফারসী মুর্দার হইতে, অর্থ—শব।

ঐ এক বেটা চামার।—শিবনাথ কাঙ্গালীর মতে চামার, কারণ সে পীড়িত সুরেশ ও পীতাম্বরকে 'মুখে জল দিয়ে বাতাস করে বাড়ি নিয়ে গেল।'

পাগল বললে হয় না……সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।--বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় বিশ্বাসভাজনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মদন ঘোষ দলিল চুরি করিয়াছে। এ অপরাধ কোন্ প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষত্বের লক্ষণ কোন কোন সমালোচক তাহার সন্ধান রাখেন।

রমেশবাবু···· একটু একটু নিও।—বাস্তবিক পক্ষে জগমণির বুদ্ধির কাছে কাঙ্গালী কেন, রমেশও ম্লান। তবে বুদ্ধিটা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে কখনও কখনও বিশ্বসনীয়তা অতিক্রম করিয়াছে। জগমণির ভুল কদাপি হয় না। একটা অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির অধিকারিণী বলিয়া তাহাকে কখনও কখনও মনে হয়।

তুমি তো……পুরুষের কান কাটো।—স্বয়ং রমেশের প্রশংসাপত্র। এই দৃশ্যের পূর্ব হইতেই ঘটনার সূত্র রমেশের হাত হইতে বহুলাংশে জগমণির ও কাঙ্গালীচরণের হাতে চলিয়া গিয়াছে। মিথ্যা যোগেশ সাজাইয়া একতরফা ডিক্রী করিয়া যোগেশকে ওয়ারেণ্ট ধরানো এবং যোগেশকে রক্ষা করিতে মাত্র এক হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রয় করা—এ সকলই জগমণির পূর্ব পরিকল্পিত এবং ঘটনা স্রোতও তাহার পরিকল্পিত পথে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জগমণিই যোগেশের মদের টাকা বন্ধ করিয়া দিতে রমেশকে পরামর্শ দিতেছে, কারণ তাহা হইলে ঘরের টাকায় টান পড়িবে। ঠিক এই পরামর্শের সূত্র ধরিয়া যে ঘটনা অগ্রসর হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ ফল তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জ্ঞানদার ভগ্ন গৃহে যোগেশের মদ্যপানের অর্থের জন্য হানা দেওয়া।

জ্ঞানদা ও যাদবকে রমেশের বাড়িতে আনিয়া তোলার পরামর্শও জগমণির। বিষপ্রয়োগের প্রস্তাবও জগমণির। 'এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন ওষুধটা নেই। বল, যদি কিছু কাজই হল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?' রমেশও শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে, তাহার কল্পনাও এতদূর অগ্রসর হয় নাই। সে বলিতেছে, 'ও কি কথা রূপসি !' চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দেখিতে পাইতেছি জগমণির বুদ্ধি কাজে লাগিয়াছে।

রেজেস্টার যা ভারী বজ্জাত—স্বয়ং রমেশের উক্তি। সে বজ্জাত কারণ সে 'সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেস্টারী করে না।'

কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে—এলাহাবাদবাসী ভজহরি কিছু হিন্দী তো বলিবেই।

জমিদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।—এ একেবারে গুরুমারা চেলা। ভাবখানা এই যে জমিদারই যদি একবাক্যে হইলাম তবে রায় বাহাদুরটা হইতে বাধা কি ?

ষোলটা টাকা বার কর······সেই ভজহরি !
চার টাকার মতনও······নজর লে আও। } —ভজহরি বুঝিয়া লইয়াছে

যে জমিদার সাজাইবার প্রয়োজন যখন হইয়াছে তখন টাকার অঙ্কের দিক হইতে ব্যাপারটা বড়। জমিদারী চালটা প্রথমেই সে এই নাটের গুরুদের উপর চালিতেছে।

এতো বায়না······আমায় কি দেবে।—ভজহরির আর যাহাই থাকুক ভদ্রতার মুখোশ নাই এবং তাহার জীবনের ভিতর ও বাহির সে সবটা অবলীলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কথাগুলি একটু বেশি স্পষ্ট, তাহাতে নীতি-দুর্নীতির কোন দায় নাই।

জমিদারীর চাল-চুল······রুপেয়া লে' আও।—সম্পূর্ণ উক্তিটি জমিদার-চরিত্রের ভজহরি-কৃত ভাষ্য। ইহার কৌতুকের দিকটাই গ্রহণ

করিতে হইবে, বাংলাদেশের সকল জমিদার যে এই ব্যঙ্কের যোগ্য নয় এই বলিয়া যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা অরসিকের।

আমার কতক যুগ্যি রমেশ।—অভ্রান্ত বেদবাক্য।

এ কাজটা চল্লিশ হাজার……তুই কি বুঝবি?—জগমণি কিছু পূর্বে বলিয়াছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য (একখানা বাড়ি আর দশ হাজার টাকা) যদি রমেশ না মিটাইয়া দেয় তবে রমেশ ও কাঙ্গালীচরণ উভয়কে সে ধরাইয়া দিবে। জ্ঞানদা ও যাদবকে ধরিবার ফলে যে চল্লিশ হাজার টাকা হস্তগত হইতে পারে একথা কাঙ্গালীচরণের মাথায় আসে নাই। সম্ভবতঃ নরহত্যার দায়ে রমেশকে ফেলিতে পারিলে কাঙ্গালীকে যেমন প্রথম ভয় দেখাইয়া রমেশ হস্তগত করিয়াছিল তেমনি ভয় দেখাইয়া চাপ দিয়া রমেশকে উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে বলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জগমণির পরামর্শ মত রমেশ যোগেশের মদের টাকা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং যোগেশ জ্ঞানদার ভাঙা ঘরের সন্ধান করিয়া টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে। জ্ঞানদার করুণ খেদোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া সে তাহাকে পদাঘাত করিয়া বাসন বাঁধা দেওয়া তিনটি টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। বাড়ি বিক্রয়লব্ধ টাকার অবশিষ্ট তিনশত টাকাও সে চুরি করিয়া নিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহাকে এড়াইবার জন্যই সে গোপনে এই ভাঙা বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিল। যোগেশের ভাষা ও আচরণ অধঃপাতের যে সোপানে নামিয়াছে সেখানে পৌছাইবার পর রসিক সামাজিকগণের তাহার প্রতি সহানুভূতির অথবা তাহার

সম্পর্কে কৌতূহলের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। করুণরসের আতিশয্যের প্রতি একান্ত অভিনিবেশের ফলে নাট্যকার সামাজিক চিত্তকে বৃথা পীড়িত করিয়াছেন। রসিক স্রষ্টা ব্যঞ্জনার দ্বারা যে রসসিদ্ধি সংঘটিত করেন অরসিক সেখানে বস্তুপিণ্ডের উপস্থাপনার দ্বারা রসসৃষ্টির পথে দুরত্যয় বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ওমা, আমি যা এনেছিলুম··· ···চলে যাচ্ছে।—বাড়িওয়ালীর কথায় ও আচরণে তাহাকে বাড়ীওয়ালী বলিয়া চিনিতে ভুল হইবার কথা নয়। জ্ঞানদা তাহাকে বলিতে পারে নাই যে তাহার স্বামীই তাহার টাকা কাড়িয়া নিয়াছে। স্বামিভক্তি এবং আত্মসম্ভ্রমবোধই তাহাকে মিথ্যাভাষণে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি—ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে প্রফুল্লের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা করুণ ও বাস্তবানুগ। যাদবের সম্পর্কে জগমণি ও কাঙালীচরণের গোপন পরামর্শ অস্পষ্টভাবে তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে এবং সে জ্ঞানদাকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছে। নাট্যকার যাদবকে অবলম্বন করিয়া যে দৃশ্যে ভয়াবহ ঘটনাসংস্থানের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার মসীকৃষ্ণ পূর্বচ্ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত করিয়া আনিতেছেন।

মেজবৌ, পড়ে গিয়ে···· ·আমার দম আটকাচ্ছে।—প্রফুল্লের নিকট জ্ঞানদা স্বামীর অপকীর্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিন্তু বাড়িওয়ালীর সামনে সে বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে আছাড় খাইয়া সে বুকে আঘাত পাইয়াছে।

প্রফুল্লের অন্তরের স্নেহ করুণা প্রভৃতি মানবোচিত বৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ এদৃশ্যে আছে বটে কিন্তু পরবর্তী কালের পরিণতির আভাস এখানেও বিরল। সে যে মিথ্যা বলিতে শিখিয়াছে চরিত্রটি সম্পর্কে ইহাই একমাত্র নূতন সংবাদ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যাদবকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র প্রফুল্লের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং সুরেশকে সে তাহা জানাইয়াছে। উমাসুন্দরী প্রলাপ বকিতেছেন, সুরেশকে চিনিতে পারিতেছেন না।

মা রাত্রে যে চেঁচায়……ভয় করে।—অপরাধীর মনে যে ভীতি স্বাভাবিক তাহারই অতি ক্ষীণ প্রকাশ। রমেশের আরও একটু দুর্বলতা নাটকে দেখাইলে শোভন হইত।

ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?—জেল হইতে ফিরিবার পর প্রফুল্লের সহিত সুরেশের এই প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম সম্ভাষণের কৌতূহল মিশ্র উত্তেজনার কোন লক্ষণ সংলাপে নাই। শিবনাথের মার নিকট হইতে সুরেশের কথা প্রফুল্ল শুনিয়া থাকিবে। যাদবকে বাঁচাইবার সমস্যা প্রফুল্লের কাছে এখন সকলের চেয়ে বড়, কাজেই সেই কথা এবং উমাসুন্দরীর কথাই সংলাপে স্থান পাইয়াছে।

ঐ দেখ, আসছেন……তা নয়, ঘুমচ্ছেন।—ম্যাকবেথ নাটকে লেডি ম্যাকবেথের sleep-walking scene স্মরণীয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কি বাবা,……আর মদ দেবে না?—'কাজ গুছিয়েছ—' কথায় এইরূপ সংকেত আছে যে মদের টাকা যে রমেশ জোগায় সে সংবাদ যোগেশ রাখিত।

কাপ্তেন ঘাল হ'ল—রমেশ মদের টাকা বন্ধ করিয়াছে।

যেও না, শোন……একটা পয়সা দাও না।—মঞ্চে স্বয়ং নাট্যকার

প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতাদের অভিনয়ে এ সকল অংশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে এ সকল অংশ দুর্বল। যে সহানুভূতি নাট্যকার সৃষ্টি করিতে চান যোগেশের অধঃপাতের ভয়াবহ পরিচয়ের পরে পাঠকচিত্তে তাহার আর অবকাশ থাকে না, কিন্তু দর্শক সুঅভিনয়ের গুণে কিয়ৎপরিমাণে রসসম্ভোগ করিতেও পারে।

পেছবো তো এগিয়েছি·····পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকবো।—স্বার্থান্বেষণেই যে ভজহরি রমেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে এইরূপ কল্পনায় ভজহরি চরিত্রের বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি······তোমার সব হবে।—উমাসুন্দরীর ন্যায় জ্ঞানদাও কল্পনা করিতেছে, যোগেশের পতনের দায়িত্ব তাহার। মৃত্যুকালে তাহার এই বিদায়-সম্ভাষণ চরিত্রটিতে প্রাচীন আদর্শের প্রতিবাদহীন গতানুগতিক অনুসরণের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। তাহার শুভকামনা যে যোগেশের উপর কোন প্রভাবের সৃষ্টি করে নাই এ ভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমার ঘাড়ের ভূতটা·····তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?—যোগেশের চরিত্রে দুইটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব এই দৃশ্যের প্রথমেই কল্পিত হইয়াছে কিন্তু এই উভয় সত্তার কোন দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এই দ্বন্দ্বের উপযোগী বলিষ্ঠতার অভাবই চরিত্রটির দুর্বলতা।

মচ্ছো, রাস্তায়·····তোমাদের এতদূর হয়েছে?—যে দুর্ভাগ্য জ্ঞানদাকে তাড়া করিয়া আনিয়া শেষ পর্যন্ত পথে নিরাশ্রয় ও অনশন-পীড়িত অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহার মধ্যে করুণরস সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস সমালোচকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী যাদবকে হত্যা করিবার প্রয়াস পঞ্চম অঙ্কের উপস্থাপ্য নাট্যবস্তু। যাদবকে বাঁচাইতে আসিয়া প্রফুল্ল নিজে মরিয়াছে এবং সুরেশ-শিবনাথ-ভজহরির যৌথ চেষ্টায় দুষ্কৃতকারিগণ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে। প্রথম গর্ভাঙ্কে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া জগমণি মদন ঘোষকে দিয়া যাদবকে ধরাইয়া আনিয়াছে। ঝি-এর সহিত সংলাপে অনতিদূর মৃত্যুর করাল ছায়া প্রফুল্লের মনের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়া সামাজিকচিত্তে শঙ্কার সঞ্চার করিয়াছে।

একটা ইংরেজ ডাক্তার····· তুমি কি করবে ?—শেষ পর্যন্ত নাটকে যে ডাক্তার আসিয়াছে সে ইংরেজ নয়। বোধ হয় সে আমলে ইংরেজ ডাক্তারের অজ্ঞতা বা অর্থলোভের আত্যন্তিক পরিচয় শাসক মহলে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে এই শঙ্কায় ইংরেজ ডাক্তার আসিলে যে অভিনবত্বের সূচনা হইত তাহা উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

দেখ ঝি, বুঝি আমার ··· নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।—ভাবী মৃত্যুর পূর্বছায়াপাতের নাট্যোচিত সংকেত।

বালাই······কেউ নেই কি ?—ঝি প্রফুল্লের শঙ্কার অন্তর্নিহিত কারণ জানে না; তাহাকে কোন কথা বলাও চলে না। ঝি তাহাকে সাধারণভাবে সান্ত্বনা দিতেছে।

আমার মা বাঁচতে······সংসার ভেসে গেল।—নাটকে প্রফুল্লের মৃত্যু নাট্যকার প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। আন্তরিক মৃত্যু কামনা প্রফুল্লের মৃত্যুর ভয়াবহতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করে। তাহার

জীবন যে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লের এই উক্তিগুলির মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সুরেশের মনঃপীড়ায় ভজহরি তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। ভজহরি এই দৃশ্যে প্রধান চরিত্র তাহার জীবনের কাহিনীর আপাত ভাবলেশহীন বিবৃতি সুরেশের ভাবাকুলতার বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়া নাট্যরসের আনুকূল্য সাধন করিয়াছে।

চুম্বকে যেমন লোহা ·····নড়বার যো কি ?—ভজহরি রমেশের এক বড় দুষ্ক্রিয়ার সাক্ষী ও সহায়ক। সে যে এখনও কলিকাতা ত্যাগ করে নাই ইহা রমেশের পক্ষে আতঙ্কের কারণ।

ঐ না কারা······সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।—বর্তমান দৃশ্যের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে কাশী মিত্রের ঘাটে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কের শেষ উক্তিতেও যোগেশ বলিয়াছে 'মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে।' জ্ঞানদার সৎকারের জন্যই সুরেশ প্রভৃতি এই দৃশ্যে মিলিত হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানদার কথা কাহারও মুখে নাই, শুধু যাদবের কথাই আছে। এই অনুল্লেখের দ্বারাও পূর্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হয়।

যোগেশের ও তাহার পরিবারের সর্বনাশই যে নাটকের কেন্দ্রগত নাট্যবস্তু ইহা অনুক্ষণ দর্শকগণের স্মৃতিতে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত যোগেশকে এই দৃশ্যে আনা হইয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মদন ঘোষ এই দৃশ্যে প্রফুল্লকে যাদবের কাছে নিয়া চলিতেছে। যে দীর্ঘ উক্তিতে প্রফুল্ল মদন ঘোষকে বশ করিয়াছে তাহাতে তাহার বুদ্ধিমত্তা, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় পূর্ববর্তী নাট্যাংশে তাহার কোন প্রস্তুতিপর্ব প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া সমালোচকগণ অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিরুদ্ধবাদ বহুলাংশে সমর্থনযোগ্য।

না না, আমি পারবো না,·· ·বংশলোপ করবে।—মদন ঘোষ চরিত্রটি যে কেন্দ্রগত মনোবিকার অবলম্বনে পরিকল্পিত তাহা নাটকে মুখ্যতঃ কৌতুক পরিবেষণে ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে অন্যবিধ নাট্যগত গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। স্মৃতি-সংশ্রয়ী হিন্দুসমাজে পুত্রলাভ শুধু ঐহিক নয় পারত্রিক জীবনেও মহাফলপ্রসূ। 'পুত্রলাভের নিমিত্ত ভার্যার এবং পিণ্ডের প্রয়োজনে পুত্রের কামনা করিবে' ইহা শাস্ত্রীয় বিধান পিণ্ডহীন ব্যক্তি পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না। এই শাস্ত্রীয় উক্তির প্রতি মাত্রাহীন আনুগত্য এক স্বল্পবুদ্ধি বৃদ্ধের মনে যে বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তাহার অসঙ্গতি নাটকে কৌতুক পরিবেষণের কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে মদন ঘোষের নিকট জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে পুত্রলাভ, যোগেশের বংশ লোপ তাহার কাছে শুধু নরহত্যা নয়, পিণ্ডলোপ সাধনের কারণে পারলৌকিকক্ষেত্রে ভয়াবহ পাতক। সেই পাতকে সে সহায়তা করিয়াছে ভাবিয়া সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। এই পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে যাদবকে গোপনে দুধ ও জল পান করাইয়াছে এবং পরে নিজের জীবনরক্ষার জন্য যে পারাভস্ম রাখিয়াছিল তাহা যাদবকে দিয়াছে। [চরিত্র-বিচারের সহিত একযোগে পাঠ্য]

মদন দাদা,······তোমার জন্মে ধিক্ !—প্রফুল্লের এই সুদীর্ঘ উক্তিতে মনস্তত্বজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গৃহিণী সুলভ চারিত্রিক পরিণতি প্রভৃতির যে পরিচয় প্রকাশমান তাহার বিরুদ্ধেই সমালোচকগণের অভিযোগ। তাঁহাদের মতে পূর্ব প্রস্তুতির অভাব চরিত্রটিকে বিশ্বসনীয়রূপে উপস্থাপিত করিতে পারে নাই !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যাদবের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য এত বিরাট আয়োজন করা মশা মারিতে কামান দাগা। যাদবের মৃত্যুর প্রয়োজন নাট্যোচিত ঘটনার অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। রসের দিক হইতে ইহার পরিবর্জনই উচিত ছিল।

টারটার এমিটিক—একজন সমালোচক ইহাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের মূল উপাদান একই, ভেদ শুধু পরিমাণের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতায়। বর্তমান ক্ষেত্রে যে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান হইয়াছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন কারণই নাই। ঔষধের মারাত্মক ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া রমেশ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কদাপি প্রয়োগ করে নাই।

ডক্টর, ইয়োর ফি।—রমেশ কোনমতে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে বিদায় দিতে ব্যস্ত।

চল, যাওয়া যাক······বিছানার কাছেই রইলো।—এই অতি সাবধানতা একান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

দাও, একটু জল দাও।—রমেশের এইটুকু কোমলতা তাহার পৈশাচিক চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও মানবীয়তার আভাষ আনিতে পারে নাই।

না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝবে।—জগমণি একান্ত ভাবেই জগমণি।

আমার গায়ে ইঁদুর-পচা……কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।—আসন্ন-মৃত্যুর ছবিটি এই উক্তিতে অনিবার্যভাবে ধরা পড়িয়াছে।

আর গিলতে পারবো না……ব্যামোতে মরেছি—সামাজিকগণের শেষ অশ্রুবিন্দু নাট্যকার না আকর্ষণ করিয়া ছাড়িবেন না। যাদব যে এই শুষ্ক কণ্ঠে কেমন করিয়া পুরা ছয় লাইনের বক্তৃতা আবৃত্তি করিবে সে কথা নাট্যকার ভাবিতেছেন না, কথা কত দূর করুণ হইল সেই দিকেই তাঁহার অভিনিবেশ।

তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো?……বুঝতে পারছি নি।—প্রফুল্লের মুখের পরবর্তী বক্তৃতাটিতে কোন কোন অংশে অতিনাটকীয় ভাষার প্রয়োগ আছে বলিয়া মনে হইলেও আলোচ্য অংশে তাহার প্রকাশ কম। রমেশ কিন্তু ইহাকে 'ছোট মুখে বড কথা' বলিয়াছে। মনে হয়, রমেশের প্রতি প্রফুল্লের এই প্রথম প্রবল প্রতিবাদ এবং শুধু প্রতিবাদ নয় অসহ প্রতিকূল আচরণ।

তুমি কি মনে কর……বধ করতে পারবে না।—প্রফুল্লের মৃত্যু আত্মত্যাগের নামান্তর। এ বিষয়ে সন্দিহান হইলে চলিবে না।

. . আমার ভাল কি!…তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।—কাব্যোচিত সুকুমার এই ভাব চরিত্রটির সমস্ত অন্তরের মাধুর্য দিয়া এই উক্তিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

ঠাকুরপো এসেছ?……আমি চল্লেম।—শুধু কথা, আর কথা এই মুহূর্তটির নাট্যোচিত ভাবগাম্ভীর্য ও ভয়াবহতাকে করুণরসের ধারায় ভাসাইয়া নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সুদীর্ঘ উক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন ছিল।

তোমাদের বাহাদুরি যে………জল বার করেছ।—ভজহরির

নাট্যভাষ্য একটু অতিরিক্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভজহরির দুর্নীতি-পরায়ণ উদাসীন জীবনে যে পরিবর্তন অশ্রুর আভাসের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে তাহা দ্বারা নাটকে দুর্নীতি মূলক ষড়্‌যন্ত্রের অবসানে স্নিগ্ধকরুণ মানবমহিমার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়।

না তুমি পাগল নও।——মদন ঘোষের শেষের উক্তি ও কর্মের মধ্যে যে সঙ্গতি আছে তাহাতে তাহাকে পাগল বলা চলে না বটে। কিন্তু পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া লোকটি যত দূর নিচে নামিয়াছে তাহাতে তাহাকে পাগল না বলিলে সামাজিকগণের আপনা-দিগকে পাগল বলিতে হয়।

মামাবাবু, মামীমা ········যথার্থই অভাগা।—নাট্যকারের কবি-করুণার সার্থক প্রকাশ।

'সর্বনাশে সমুৎপন্নে······ফেরবার তো নয়।—এই উক্তিটি একটু অপ্রাসঙ্গিক ও লঘু মনে হইতে পারে। ভাবাবেগের আতিশয্য হইতে নাটককে বাস্তবতার মধ্যে আকর্ষণের চেষ্টা এখানে দেখা যাইতেছে।

এই যে······শুকিয়ে গেল।—নাট্যকার যোগেশকে এখানে আনয়ন করিয়া কেন্দ্রগত চরিত্র ও ঘটনার প্রতি সামাজিকগণের অভিনিবেশ আকর্ষণ করিতেছেন।

সমাপ্ত